বিধি-বিন্যাস

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

বিধি-বিন্যাস

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

নিরবধি কাল, বিপুলা পৃথ্বী। এই কালের বক্ষে ভব-সমুদ্রে অফুরন্ত 'হওয়া'র বারিবিন্দু নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে ব'য়ে চলেছে। যা' ছিল না, তা' হ'য়ে উঠছে, থাকছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার, যা' আছে তা' ক্ষয় পেয়ে-পেয়ে অনস্তিত্বে বিলীন হ'য়ে উঠছে বা অন্য-কিছুতে রূপান্তরিত বা পর্য্যবসিত হ'চ্ছে। এইভাবে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রগতি ও লয় লীলায়িত ভঙ্গিমায় সংঘটিত হ'চ্ছে। এই সংঘটন-স্রোত কিন্তু কার্য্যকারণ-পরম্পরায় এক কঠোর, অমোঘ, অলঙ্ঘ্য, অপরিবর্ত্তনীয় গাণিতিক অভ্রান্ততায় চিরন্তন বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক নিয়মনায় অনুষ্ঠিত হ'য়ে চলেছে। এই নিয়মনাকে বলে বিধি অর্থাৎ যা' কোন-কিছুকে বিশেষভাবে অস্তিত্ব দান করে, ধ'রে রাখে ও পোষণ দেয়। এই কোন-কিছু 'ইতি'-বাচকও হ'তে পারে, 'নেতি'-বাচকও হ'তে পারে, উৎকর্ষীও হ'তে পারে, অপকর্ষীও হ'তে পারে। প্রকৃত-প্রস্তাবে, 'করা'-অনুযায়ী হওয়াটা বা পাওয়াটা উদ্ভিন্ন বা উদ্ভূত হ'য়ে ওঠে। জীবন ও জগতের সর্ব্বস্তরে ও সর্ব্বব্যাপারে এই সত্য বা তত্ত্বটি ব্রহ্মাস্ত্রের মত অব্যর্থভাবে ক্রিয়া ক'রে চলেছে। ঈশ্বর বা প্রকৃতির কোন পক্ষপাতিত্ব নেই কা'রও উপর। কাউকে অনুযোগ বা অভিযোগ করবার কিছু নেই। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি প্রণালীবদ্ধ সাধনা ও তপস্যার ক্রমাধিগমনে জীবের ভাগ্যে আবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে। তাই কা'রও হতাশারও কারণ নেই। আমরা চাই-ই যদি কিছু, তবে তেমনিভাবে করতে হবে যাতে তার প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে। এই বিজ্ঞানসম্মত, জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়, প্রত্যয়দীপ্ত, দুর্জ্জয় এষণা-সম্বুদ্ধ, পুরুষকার-প্রবল, ঊর্জ্জনা-উজ্জ্বল কর্ম্মবাদ, বিধিবাদ বা জীবনবাদের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই কর্ম্ম যাতে বিকেন্দ্রিক, বিভ্রান্ত, বিপর্য্যয়ী ও বিধি-বিগর্হিত হ'য়ে দুঃখ-দুর্দ্দশা, অধোগতি ও বিনাশের কারণ না হয় বরং সাত্বত সুখশান্তি, অভ্যুদয় ও বর্দ্ধনার হোম-আহুতি হ'য়ে ওঠে, তারই জন্য তিনি সুকেন্দ্রিক, অভ্রান্ত, সুবিনায়ন-সিদ্ধ, বিধিবিৎ ও বিধিমূর্ত্তি, আচরণ-প্রতিষ্ঠ আচার্য্যে অনুরাগ-নিবদ্ধ হ'য়ে তন্নিয়মনায় তৎপূরণী কর্ম্ম-মহোৎসবে ব্রতী হবার জন্য কম্বুকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন সমগ্র মনুষ্যজাতিকে। এই আহ্বান আমাদের অস্তিবৃদ্ধিকামী অন্তরপুরুষের ব্যক্তবিগ্রহের আহ্বান, ধারণ-পালন-পোষণ-সম্বেগসিদ্ধ ঈশ্বরের আহ্বান। আমরা যদি জীবনকে সফল ও সার্থক ক'রে তুলতে চাই, তবে এই আহ্বানে সাগ্রহে সাড়া দিতে হবে। বিধিকে অবজ্ঞা ক'রে কখনও বিধাতার অনুগ্রহ লাভ করা যাবে না।

এইসব কথা শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের নিত্য বলছেন। সর্ব্বসমস্যার সমাধান-মূর্ত্তি তিনি। তাই দিনের পর দিন সমস্যাপীড়িত অসংখ্য নর-নারীর ভিড় তাঁর কাছে বেড়েই চলেছে। এবং তিনিও গভীর দরদে, অতন্দ্র আগ্রহে, সুধামধুর সান্ত্বনায় আর্ত্তমানবকুলকে স্বস্তি ও তৃপ্তির অমৃতপথ প্রদর্শন ক'রে চলেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে ভবিষ্য মানব-সমাজের সম্ভাব্য সঙ্কটের ত্রাণমন্ত্রও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন। এমনি ক'রে তিনি বাস্তবতার পটভূমিকায়, স্বীয় অপরোক্ষ অনুভূতির আলোকে বিশ্ববিধানের অন্তর্নিহিত অগণিত সূত্র ও দেশকালপাত্রানুযায়ী তার বিশিষ্ট বিনিয়োগপদ্ধতি আমাদের কাছে উদ্ভাসিত, উদ্‌ঘাটিত ও অনাবৃত ক'রে দিচ্ছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চরিত্র, আচার, আচরণ, চালচলন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, বিবর্ত্তন, বিবর্দ্ধন ইত্যাদি ব্যাপারে কোন্ অবস্থায় কী-ভাবে কী করলে কী হয়,—কার্য্যকারণ-সমন্বিত এই ফলশ্রুতিই বর্ত্তমান পুস্তকে সূক্ষ্ম ও বিশদ বিশ্লেষণ-সহকারে বিবৃত হয়েছে। একে এক-কথায় বলা যায় বিধি-বিজ্ঞান। শ্রীশ্রীঠাকুর এর নাম দিয়েছেন 'বিধি-বিন্যাস'। প্রকাশিত বাণীগুলি ১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাই থেকে ১৯৫৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত ৪৯৮২টি গদ্যবাণীর থেকে বিষয়-অনুযায়ী সংগৃহীত।

বাণীগুলি এমনভাবে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে দেয় যে অন্তরে স্বতঃই একটা আত্মবিশ্লেষণের স্পৃহা জাগে, অপরকে দোষ দেবার প্রবৃত্তি স্তিমিত হ'য়ে আসে, ভাল হবার, নিজেকে শুধরে নেবার, নতুন ক'রে নিখুঁতভাবে জীবন সুরু করবার একটা দুর্ব্বার আগ্রহ উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে। তাই আত্মশুদ্ধি-প্রয়াসী, কল্যাণতপা প্রতিটি ভক্ত ও সাধকের পক্ষে এ পুস্তক নিত্য অধ্যয়নীয়।

পাঠকদের সৌকর্য্যার্থে পরিশিষ্টে প্রতিটি বাণীর বিষয়-সূচী, প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী এবং বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী সংযোজন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

এই গ্রন্থ-নিহিত সুগভীর দিব্য প্রেরণা প্রত্যেকের সাত্বত সাধন-শীলতাকে স্ফীত, স্ফুরিত, ফুল্ল ও ডগমগ ক'রে তুলুক—এই আমার অন্তরের প্রার্থনা।

—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৯ই ভাদ্র, ১৩৬৯
ইং ২৬/৮/১৯৬২

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কিসে কী হয় তা'র মূল সূত্রটি জানা না থাকলে চলার পথ বিড়ম্বিত হবার সম্ভাবনা। 'বিধি-বিন্যাস' সেই সূত্রাবলীরই মালিকা। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণটি পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল।

—*বন্দে পুরুষোত্তমম্।*

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৪ **প্রকাশক**

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পুণ্য ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হ'ল 'বিধি-বিন্যাস' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ।

এই বিশ্বপ্রকৃতি তথা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ বিধি-বিধানের মধ্য দিয়ে স্বতঃ আবর্ত্তিত। আবার বিধি, বিধান ও বিধাতা একসূত্র-সমন্বিত ও যোগযুক্ত। এজন্য বিধিকে অবজ্ঞা করে বিধাতার অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। জীবন সুন্দর ও সার্থক হ'য়ে ওঠে না। এই গ্রন্থ পাঠে প্রতিটি মানুষ সেই বিধি-বিনায়িত পথে চলতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠুক এবং বিধাতার আশীর্ব্বাদে পরিস্নাত হো'ক— এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

—*বন্দে পুরুষোত্তমম্।*

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৩০ জুলাই, ২০১২ **শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী**

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধুই কথা-শিল্পের খোরাক মাত্র হয় -
করবার না আর. বুকের ভেতর দিয়ে
প্রাণটাকে যদি.
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পারে.
তবে -
পাওয়া যে তোমার
প্রেম সান্ত্বনাই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় -

তোমার "আমি"
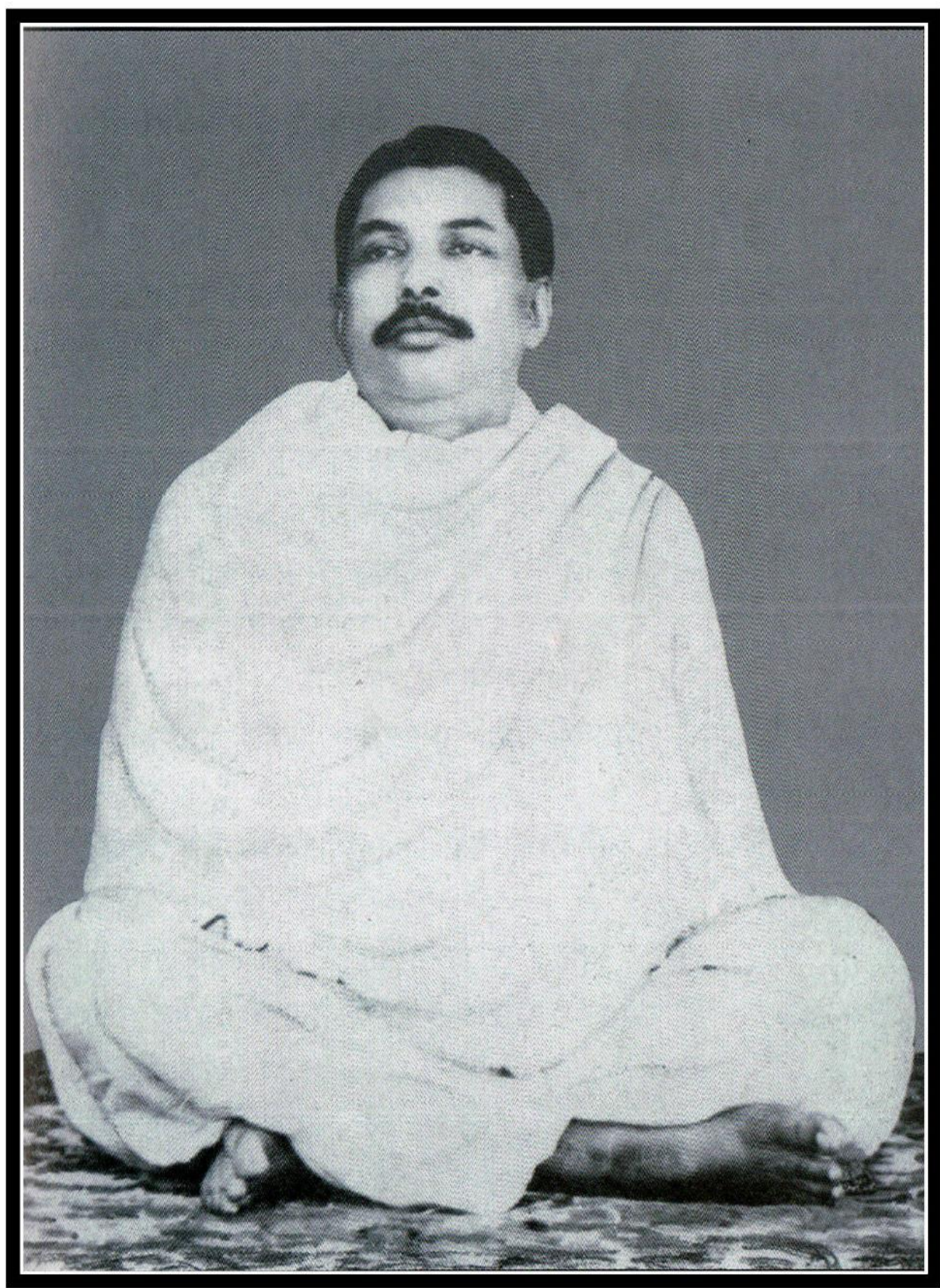
ওগো কেবল! স্বয়ম্ভূবশী!
অনুস্যূত প্রকৃতির অভিধ্যানী পরিক্রমায়
তমিস্রাকে বিদীর্ণ ক'রে
লীলায়িত ভঙ্গিমার আলিঙ্গন-গ্রহণে
বিসৃষ্ট উচ্ছলিত জলকুজ্ঝটিকার আবর্ত্তন-অভিদীপ্তিতে
বিস্ফারিত বিস্ফোটনে
উজ্জৃম্ভী আবেগে
লোকদীপ্তি প্রকটব্রহ্মের পরিঘূর্ণনে
বিদ্যুল্লোলতার বিকাশ-ভঙ্গিমায়
ছন্দায়িত নর্ত্তন-অভিদীপ্তিতে
কল্লোদ্দীপী সৃজন-জৃম্ভণে
সূর্য্য-চন্দ্রের আবির্ভাবে
আবর্ত্তনী পরিক্রমায় সপ্তলোকোৎসৃজনে
দিবারাত্রির উচ্ছল পরিক্রমা পরিভৃতিতে
উদ্ভাসিত সৃজনস্রোতে
বিসৃষ্ট অনুকল্পী ব্যষ্টির প্রতিক্রিয়া-সমষ্টির প্রত্যেকটিকে
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন ক'রে
সলীল সংক্রমণে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছ তুমি—
এই আমিও তোমারই সেই প্রবাহের
একটি বুদ্বুদ মাত্র—
বিবর্ত্তনী পরিক্রমার ভিতর-দিয়ে
এমনতরই ফুটে উঠেছি;
সর্ব্বেশ্বর! আমার যা'-কিছু সব
তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠুক—
নিরবচ্ছিন্ন জীবনের চলন্ত চেতনায়;

আমার পিপাসার জল, ক্ষুধার অন্ন
জীবনের পোষণীয় উপাদান
তোমাতেই পরিশুদ্ধি লাভ ক'রে
আমাকে তোমারই প্রবর্ত্তনায়
অনুপ্রবৃত্ত ক'রে তুলুক;
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন সমষ্টির প্রত্যেকটি নিয়ে
ব্যষ্টিসঙ্গত সমষ্টিতে জীবন্ত হ'য়ে
শান্তি ও ঋদ্ধিতে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক;
স্বস্তি, স্বধা, স্বাহা
অনন্ত জীবনের জাজ্বল্য স্মৃতিবাহী হ'য়ে
স্ফুটনদীপনায় সপরিবেশ আমাকে
জীবন্ত স্ফুরণে তোমারই অর্ঘ্য ক'রে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক;
এ ক্ষুদ্র চেতনা তোমার প্রত্যেকটি পরশে
প্রাজ্ঞ তোমাকেই সেবা-উপভোগে সার্থক ক'রে তুলুক;
অদ্বিতীয়! আমার জীবন তোমাতে তৃপ্ত হ'য়ে উঠুক,
প্রতিটি ব্যষ্টি তোমাতে তৃপ্ত হ'য়ে উঠুক—
সমন্বয়ী সংহতি নিয়ে—একপ্রাণতায়,
সমষ্টি, বিশ্বের যা'-কিছু প্রতিটি ব্যষ্টি সহ
তৃপ্ত ও দীপ্ত হ'য়ে উঠুক তোমাতে।

এই প্রার্থনার মর্ম্ম বুঝতে গেলে চাই সুকেন্দ্রিক সশ্রদ্ধ সক্রিয় সম্বেগ—সেই সাথে চাই স্মরণ, চিন্তন, গভীরভাবে অর্থ অনুধ্যান—এই ভাবে অগ্রসর হ'লে উপযুক্ত ফল পাওয়া যাবে।

বিধি

বিধি-উৎস যিনি
তিনিই বিধাতা,
তাই, বিধি স্বতঃই সার্থকতা লাভ করে
বিধাতায়। ১।

বিধিকে মেনে চলতে হবে সবাইকে—
অনুশীলন-তৎপরতায়,
যে যেমন বিধায়িত হ'তে চায় তেমনি ক'রে—
তা' ভালতেই হো'ক্
বা মন্দতেই হো'ক। ২।

সুকেন্দ্রিক সক্রিয়-তৎপরতায়
সুবিধি-বিনায়িত হ'য়ে চল,
সুবিধা স্বতঃ হ'য়ে উঠবে তোমার জীবনে। ৩।

সম্বর্দ্ধনী প্রাকৃতিক বিধি
কিন্তু চিরদিনই সনাতন,
পুরাতন হয় না তা',
বরং আরোতর ক্রমোৎকর্ষে চলতে পারে;
তাই, সনাতনকে যদি অবজ্ঞা কর—
শাস্তি তোমাদিগকে
অপকৃষ্টতার সমুচিত স্থানে
উপস্থিত করবেই কি করবে। ৪।

তুমি সত্তাসন্দীপী বিধিকে অবজ্ঞা করতে পার,
তাই ব'লে ব্যতিক্রম তোমাকে ছাড়বে না,
যখন যেমন ক'রে যা' করবে—
ফলও ফলবে তা'র তেমনতরই,
বিধিই বিধায়িত ওখানে। ৫।

বিধিকে অবজ্ঞা করতে পার,
কিন্তু ব্যতিক্রম যা' আহরণ করবে
তা' বরদাস্ত করা
দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে। ৬।

বিধিকে যতই তাচ্ছিল্য ক'রে চলবে—
যোগ্যতা অবসন্ন হ'য়ে উঠবে ততই,
আর, ঐ পথেই বিধাতার অভিশাপ
নেমে আসবে ক্রমশঃ। ৭।

বিধিকে অবজ্ঞা করতে পার,
নীতিকে তাচ্ছিল্য করতে পার,
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করতে পার,—
কিন্তু বিহিত যা' তা' না করলে
প্রকৃতির শাসন
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনতরভাবেই চলবে,
রেহাই দেবে না তোমাকে। ৮।

নিঃশ্রেয়-বিধিকে অবজ্ঞা করতে পার,
তাচ্ছিল্য করতে পার তা'কে,
সে-স্বাধীনতা তোমার আছে,

কিন্তু প্রকৃতি
তা'র দুর্দ্দান্ত আঘাত হানতে নিবৃত্ত হবে না—
সেও ঠিক,
সে-স্বাধীনতা প্রকৃতিরও আছে;
বোঝ,
যা' শ্রেয় বিবেচনা কর, তা'ই কর। ৯।

বিধির বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ ঘোষণা কর,
আর বিরুদ্ধ চলনেই চল,
ঐ বিড়ম্বিত বিধিফল যেমনতর
তেমনতর রকমেই তা'
তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবে,
তুমি পাবেও তা' হাতে-হাতে,
কারণ, তোমার অস্তিত্বই বিধি-উচ্ছ্রিত। ১০।

দুনিয়ার অন্তর-বাহির আবর্ত্তিত ক'রে
বিধি তা'র বৈধী চলনেই চলছে—
তুমি জান আর নাই জান;
জ্ঞাতসারেই হো'ক আর অজ্ঞাতসারেই হো'ক,
তোমার চলন ঐ চলনকে বিহিতভাবে
যেমনতর নিয়ন্ত্রণ করবে—
তেমনতর ফল ফেলে-ফেলেই চলবে। ১১।

অনেক সময় স্নেহ বা প্রীতি
সৎপ্রণোদনা-বশতঃ
বুঝেও বিধিকে উল্লঙ্ঘন করে,
সেই উল্লঙ্ঘিত বিধি
ব্যত্যয় বা বিক্ষেপ ঘটাতে
কসুর করে না প্রায়শঃ;

কিন্তু জীবন-আবর্ত্তন একদিন
ঐ স্নেহ-স্মৃতিকে উদ্ঘাটিত ক'রে
উদ্গতিতে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে। ১২।

দুর্নীতি কোথাও
শুভদ হ'তে পারে,
সত্তাপোষণী হ'তে পারে,
কিন্তু অবিধি কোথাও
গণহিতী বা গণবর্দ্ধনী হ'তে পারে না,
কারণ, নীতি নিয়মন-প্রভাবান্বিত,
আর, বিধি সত্তাকে ধারণ ও বর্দ্ধন করে। ১৩।

যে-কোন বাদেরই আওতায় এসে
বিধিকে অগ্রাহ্য ক'রে
নিজেকে যতই অব্যবস্থ ক'রে তুলবে—
বিধির ব্যত্যয়ী অভিশাপ
তোমাকে তো জ্বালাময়ী ক'রে তুলবেই,—
সমর্থনপ্রিয় পরিবেশকেও
রেহাই দেবে ব'লে মনে হয় না,
বিধি-নিষ্যন্দী প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রে
'বাদ' তোমার জৈবী-সংস্থিতির
ব্যত্যয় ঘটাতে পারবে না কখনও—
ঐ অনুসৃত নীতির আচরণ বা অবজ্ঞায়
তোমাকে উৎকর্ষ বা অপলাপে
অভিব্যক্ত হ'তে হবে। ১৪।

বিধির বিধানে
এমনতর কোন ব্যতিক্রম আছে কিনা জানি না,
যে, যেমন ক'রে যা' করতে হয়—

না ক'রেও
কেউ তা' সম্যক্‌ভাবে পেতে পারে;
প্রার্থনায় সুকেন্দ্রিক হও,
সঙ্কল্পবদ্ধ হও,
যা' যা' ক'রে
যে-উপায়ে তা' পেতে হয়—
তা' কর—পাও,
ঈশ্বরের আশিস্‌
প্রস্বস্তি-মণ্ডিত হো'ক তোমাতে। ১৫।

যেমনি দেবে পাবেও তেমনি,
এটা কিন্তু প্রকৃতি—
গুণ ও যোগ্যতামাফিক। ১৬।

যোগ্যতার জোর যা'র
মুল্লুকও হয় তা'র,
আর তাই, জোর যা'র মুল্লুক তা'র। ১৭।

তোমার শ্রেয়ার্থ-অভিদীপ্ত উপচয়ী যোগ্যতা
অন্যকেও শ্রেয়নিবদ্ধ যোগ্যতায়
যতই কৃতী ক'রে তুলতে পারবে,—
তোমার যোগ্যজীবন
সার্থকতা-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে ততই। ১৮।

যে যতটা ভার নিতে পারে—
সে ততখানি ভৃত হয়,
যোগ্যতাও বাড়ে তেমনি। ১৯।

যোগ্যতা যেখানে জীয়ন্ত,
ধী-বিনায়িত, কুশল-কৌশলী,
জীবনও সেখানে জয়ন্তী-গীতিমুখর—
মধু-বর্ষী। ২০।

শ্রেয়সন্দীপী দায়িত্বকে অবহেলা ক'রো না,—
দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত হবে কমই,
আর, যোগ্যতাও জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে তা'তে। ২১।

আকর্ষণী-কেন্দ্র যেমনতর
কৃষ্টিসম্বেগও হ'য়ে ওঠে তেমনতর,
যোগ্যতা ও বোধিও
তেমনি বিভূতি-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। ২২।

দায়িত্ব নিয়ে
যে তা'কে যত ভালভাবে উদযাপন করে,
দয়া ততই তা'কে অনুসরণ ক'রে চলে। ২৩।

দায়িত্বশীলতাকে যে যেমন উপেক্ষা করে—
যোগ্যতা থেকেও
সে বঞ্চিত হয় তেমনি। ২৪।

অযোগ্য-প্রাপ্তি
যোগ্যতা-লাভের যম। ২৫।

সামর্থ্যহীনের অর্থ
যেমন শঙ্কারই আমন্ত্রক—
যোগ্যতাহীনের প্রাপ্তিও তেমনি। ২৬।

তুমি মানুষের যোগ্যতার আহরণ
উপভোগ কর,
কিন্তু ঐ উপভোগ যদি তোমার
যোগ্যতাকে সন্দীপ্ত না ক'রে তোলে—
তোমার ঐ ভোগ-বিভব
অতি সত্বরই ম্লান হ'য়ে উঠবে। ২৭।

তুমি যদি মানুষের বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা
ও তৎপ্রসূত বিভবের অন্বিত সমাবেশকে
বোধায়নী উপলব্ধি নিয়ে
সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতে না পার,
তোমার জীবনে যোগ্যতা
সুদক্ষ সম্বৃদ্ধি নিয়ে
কখনও জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। ২৮।

তুমি শ্রেয়ার্থকে যতখানি
আপূরণ করতে পারছ না বিহিত সময়ে,—
তোমার যোগ্যতাও
বিশৃঙ্খল পথ ধ'রে
বিশৃঙ্খল হ'য়ে ঝিমিয়ে চলবে ততই,
বোধিবৃত্তিও
ততটুকু পথহারা হ'য়ে চলবে
বিকেন্দ্রিক চলনে চ'লে। ২৯।

আয়াসবিহীন পাওয়া
বা অযথা সাহায্য নেওয়া
যোগ্যতাকে জাহান্নমের দিকে নিয়ে যায়,
আবার, তা' মানুষকে
অকৃতজ্ঞও ক'রে তোলে তেমনি,

কারণ, কত করায় কী পাওয়া যায়
বা কত ধানে কত চাল
তা'র বোধ নেই তা'দের। ৩০।

বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে
যে তোমার পোষণ-তৎপর,
যা'র কাছে স্নেহ বা শ্রদ্ধা পাও,
তুমি যদি তা'র প্রতি
শ্রদ্ধাবান্, স্নেহশীল,
দায়িত্বপ্রবণ উপচয়ী কর্ত্তব্যমুখর
না হ'য়ে ওঠ,—
মূঢ়ত্বই
তোমার যোগ্যতার সমাধি রচনা করবে
নির্ঘাত ;
সার্থক-অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে
তোমার ধী
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত করবে না কিন্তু। ৩১।

শ্লথ চেষ্টা বা চেষ্টাবিহীন পাওয়া
যোগ্যতার অপলাপে
প্রয়োজনকে বাড়িয়ে
জাহান্নমের পথ প্রশস্ত ক'রে দেয়,
যেমন আফিংখোর—
কল্পনাবহুল বাগ্‌বিলাসী হ'য়েও
অলস, অকর্ম্মা। ৩২।

গণ-যোগ্যতাকে
যতই দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে—
বোধিকুশল, শ্রেয়ার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার আনন্দ-উদ্যমে
একনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক অনুবর্ত্তনায়,—

শুধু অর্থনীতি কেন,
সমস্ত নীতিই
সমঞ্জস-সম্বর্দ্ধনী বিবর্ত্তনে
পরিচর্য্যা-পরিপুষ্ট হ'য়ে
পরাক্রমী শ্রেয়োচ্ছল হ'য়ে চলবে ততই;
আসলে যত ফাঁকি
মেকীরও বাড়াবাড়ি তত। ৩৩।

ইষ্টানুচর্য্যায়
সুচকিত ক্ষিপ্রতা নিয়ে
ত্বরিত সিদ্ধান্তে
নিরাপত্তা, বিপত্তি-নিয়ন্ত্রণ ও নিরাকরণ,
সেবা-সৌকর্য্য, সুষ্ঠু অনুবর্ত্তন
ও নিদেশ-পালনে নিরত থেকো,—
তবেই যোগ্যতা তোমার
বিহিত ব্যুৎপত্তি নিয়ে
সম্বৃদ্ধ প্রজ্ঞায়
চলন্ত হ'য়ে থাকবে,
নয়তো, অন্তরাসশূন্য অলস ঈপ্সা
উন্নতির অবদান গ্রহণ করতেই পারবে না। ৩৪।

কেন্দ্রায়িত সক্রিয় অন্তরাস
যতই অবজ্ঞাত হ'য়ে উঠবে—
তোমার যোগ্যতাও অবসন্ন হ'য়ে উঠবে ততই,
সহযোগিতা দাগাবাজ হ'য়ে উঠবে যতই—
অসৎ-অর্জ্জন, শোষণ-প্রবৃত্তি
গজিয়ে উঠতে থাকবে ততই,

আর, ঐ শোষণ-প্রবৃত্তি
ঠগী আক্রমণে, ঠগী-বাজিতে
প্রবৃত্তিপূরণ-অভিযানে যতই চলতে থাকবে—
বিক্ষুব্ধ জনপদ
দিক্‌হারা অবসন্ন চেতনায়
নিথর হ'য়ে উঠবে তেমনি,
আর, ঐ সর্ব্বনাশ
ঘোরালো লেলিহান দৃষ্টিতে
অপ্রতিহত গতিতে
সবাইকে নিকেশ ক'রে চলতে থাকবে ;
বাঁচতে চাও তো—
পরিবেশকে পারস্পরিকভাবে
সক্রিয় অন্তরাসী ক'রে তোল,
কেন্দ্রায়িত কর্ম্মতৎপর ক'রে তোল,
যোগ্য ক'রে তোল,
দক্ষ ক'রে তোল,
উপচয়ী অর্জ্জী ক'রে তোল,
আর, এইভাবে অবস্থাকে আয়ত্তে আন। ৩৫।

দাঁড়া বা আদর্শ-বিহীন জীবন,
অপকৃষ্ট বুদ্ধি, সংশয়,
আর পেছটানের মোহ
যা' অগ্রগতিকে কুণ্ঠিত ক'রে তোলে,—
ঐ সমাবেশ হ'তে ক্লীবত্বের উদ্ভব হয়,
যা'তে স্নায়ুজ্যোতিঃ বা মস্তিষ্কবিকিরণ
হীনত্বে অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে,
তা' বোধিদীপ্তিকে
দূরপ্রসারী ক'রে তোলে না,

ফলে, কর্ম্মপ্রেরণাও জড়-সড় হ'য়ে
কোনমতে সত্তা-পরিচর্য্যায় বেঁচে থাকতে চায়,
প্রাণপ্রদীপ্তির বিচ্ছুরণী বর্ত্ম
অগ্রগতিহারা হ'য়ে
স্তিমিত চলনেই চলতে থাকে—
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনকে এড়িয়ে;
ঐ দুর্ব্বল ক্লীবত্বের প্রশ্রয় দিও না কিছুতেই,
কর, চল—
যোগ্যতাকে আরোর পথে অভিদীপ্ত ক'রে,
কৃতকৃতার্থ হও। ৩৬।

যা'র সুবিধা পেয়ে তুমি আত্মপোষণ করছ—
তা'র উপচয়ী শুভসম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যাই
তোমার প্রথম করণীয়,
তা'রপর তোমার নিজের ও অন্যান্যদের;
এমনি ক'রে যদি চল,
তোমার স্বার্থ অর্থান্বিত হ'য়ে
যোগ্যতার অভিসারে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে;
আর, তুমি সুবিধা পাও ব'লে
অন্যকেও কুড়িয়ে এনে
নিজের মত তা'কেও যদি
তোমার ঐ পরিপোষককে দিয়ে
আপোষিত করতে থাক—
তাঁ'র শোষক হ'য়ে—
তোমার যোগ্যতার উপর দাঁড়িয়ে
তাঁ'র জন্য যদি কিছু না কর,
তাঁ'কে
সুবিধা ও সম্ভার-মণ্ডিত ক'রে না তোল,—

তোমার যোগ্যতাও অভিশাপগ্রস্ত হ'য়ে
বিকৃত বিলয়ে
ব্যর্থতায় আত্মবিলোপ করতে থাকবে,
তুমিও নষ্ট হবে ;
যে যা'র হ'তে পায়,
তা'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায় করণীয় যা',
যদি তা' করে—
অন্তরের ঈশী-সম্বেগী আশীর্ব্বাদ
প্রসাদ-দীপনায় সন্দীপ্ত করে তা'কে—
শক্তি ও যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
ক্রম-অধিগমনে। ৩৭।

অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
যিনি তোমাকে সাহায্য করেন,
তোমার সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়
যিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন,
তাঁ'র কাছ থেকে নিয়ে
আত্মপোষণী পরিচর্য্যায়
নিজেকে যদি সামর্থ্যবান ক'রে
যোগ্যজীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠতে পার,
অন্যকেও যদি—
যেমন পেয়েছ
তেমনি ক'রেই দিয়ে
যোগ্য ক'রে না তুলতে পার,
বুঝে নিও ঠিকই—
আত্মনিয়মনী পরিচর্য্যায়
শক্তি-সন্দীপ্ত যোগ্যতায়
অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারনি তোমাকে,

যিনি তোমাকে
অনুবেদনী অনুচর্য্যায় সাহায্য ক'রে
শক্তি ও যোগ্যতায়
অধিরূঢ় করতে চেয়েছিলেন—
তুমি তাঁ'কে নন্দিত ক'রে তুলতে পারনি,
বঞ্চিতই করেছ তাঁ'কে;
তাই, অনতিবিলম্বেই
বৈধী বিনায়ন ও নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
শক্তি ও যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
নয়তো, তুমি তো ব্যর্থ হবেই,
তাঁ'কেও ব্যর্থ ক'রে তুলবে;
যে-মুহূর্ত্তে দেখছ—
কোন প্রয়োজনের তাগিদ
তোমাকে তাঁ'র দিকে যেতে
প্রলুব্ধ ক'রে তুলছে,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তুমি তোমার পরিবেশের কাউকে
এমনতর বিনায়িত ক'রে তুলতে পারনি,
হৃদ্য অনুকম্পায়
স্বতঃস্বেচ্ছ অবদানে
যে তোমার অভাবকে আপূরিত ক'রে
বিভবকে উদ্ভিন্ন ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে;
আবার, যিনি তোমাকে দিয়ে
উদাত্ত অনুকম্পায়
তোমাকে উপযুক্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতায়
অভিদীপ্ত দেখতে
অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন,—

তাঁ'কে অনুচর্য্যা করবার
যে-কোন অবস্থায় সাহায্য করবার
সত্তাপোষণী ও সত্তা-সম্বর্দ্ধনী আকৃতি বা প্রলোভন
তোমাকে
উদ্দীপ্ত শুভ-সম্বেগ-প্রলুব্ধ ক'রে তোলেনি
অন্তর ও বাহিরে ;
তাই, ব্যক্তিত্বকে
তীব্র ব্যগ্রতা নিয়ে
অর্জ্জনপটু শীল-সম্ভার-আপ্যায়নায়
যোগ্য ও দক্ষ ক'রে তুলতে পারনি তুমি,
তাই, দেখ—
যা'র কাছে পাও,
তোমার অভাবের তাড়না
তাঁ'র দিকেই তাড়িয়ে না নিয়ে যায়—
বরং তাঁ'কেই তুমি দিতে পার,
এমনতর ক্ষমতা বা যোগ্যতা অর্জ্জন করতে
এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না,
পরিপোষণায়
প্রাতঃসূর্য্যের মত
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ তুমি—
প্রীতির সামমুখরিত ক'রে অন্তর ও বাহিরকে ;
যেখানে যোগ্যতা
স্বাস্থ্য-সম্ভার নিয়ে প্রদীপ্ত হ'য়ে চলে—
ইষ্টীতপা অনুবেদনায়,—
ঈশী-সম্বেগও সেখানে
দীপন-বিকিরণায় ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
বিকাশ-ব্যঞ্জনায়। ৩৮।

ভাবের অভাব যেই হ'লো
অনটনও সেই এলো। ৩৯।

যা'রা তুষ্ট হ'তে জানে না,
তুষ্ট থাকে না,
তা'রা সুখী হয় না। ৪০।

অগুণ যত বেড়ে চলে
দারিদ্র্যও ততই ফোলে। ৪১।

স্বার্থভ্রংশ হ'লেই
অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক না হ'লেই
বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়ে ওঠে,
কর্ম্মেরও ব্যত্যয় ঘটে,—
অভাব-অনটনও এগিয়ে আসে তেমনি। ৪২।

দেওয়া যদি না থাকে,
তোমার দাবীকে
তুমিই দুর্ব্বল ক'রে তুলবে। ৪৩।

যা'রা অন্যের স্বার্থে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠতে পারে না—
প্রাপ্তিও তা'দের অবহেলা করে। ৪৪।

যা' পেতে চাও
তদনুগ অন্তঃক্রিয়াতেই পেতে হবে তা'। ৪৫।

তোমার দেয় যা'—
না দিয়ে
তা'কে যতই চেপে রাখবে,

ঐ অভ্যাসেই
পাওয়াটা ততই সঙ্কুচিত ক'রে তুলবে। ৪৬।

যে যেমন ক'রে
যে-করণের ভিতর-দিয়ে
তা'র পরিবেশ বা পরিস্থিতির ভিতর
যেমনতর ধারণার সৃষ্টি করে,
প্রতিক্রিয়ায় পায়ও তেমনই প্রায়শঃ। ৪৭।

স্বার্থগৃধ্নুতার অভিভূতি পেয়ে বসবে যেমন—
পরার্থপরতা অবজ্ঞাত হ'য়ে
তোমার স্বার্থের মূলে
কুঠারাঘাত তেমনিই হবে। ৪৮।

ভাব যেখানে হওয়াকে আমন্ত্রণ করে না,—
বুঝে নিও,
হওয়ার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সেখানে নাই,
পাওয়া বা হওয়ায়
বিমুখই হ'য়ে থাকে তা'রা। ৪৯।

যে-কর্ম্ম, কথা, আচার, ব্যবহার, ব্যাপার, বিষয়
যা'ই হো'ক না কেন,
যা' দাতা ও গ্রহীতা, স্ব ও পরিবেশ
উভয়েরই ভাল লাগে,—
সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,—
তাই-ই তা'দের পক্ষে উপভোগ্য, তৃপ্তিপ্রদ,
ও শুভ-সন্দীপী। ৫০।

পরার্থকে বিদায় দিয়ে
আত্মস্বার্থ-সিদ্ধির বুদ্ধি

ঐ আত্মস্বার্থের পায়েই কুঠারাঘাত ক'রে থাকে—
তা' মুখ্যতঃই হো'ক
আর গৌণতঃই হো'ক। ৫১।

স্বার্থ ও পরমার্থের ভিতর
যা'রা আপোসরফা ক'রে চলতে চায়,
এক-কথায়, পরমার্থই যা'দের স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি,—
বিক্ষুব্ধ বেঘোরেই
তা'দের আশ্রয় হ'য়ে থাকে। ৫২।

চাহিদা আছে
কিন্তু তদনুগ বিহিত চলন নেই—
অমন চাহিদাই
মানুষকে অবশ ক'রে তোলে। ৫৩।

তোমার চাহিদা ও চলা
সার্থক সুকেন্দ্রিকতায়
যেমনতর বিনায়িত হ'য়ে উঠবে,
হবেও তুমি তেমনি। ৫৪।

অহৃদ্য চাহিদার চাপ
ও অবাধ্যের অবাধ কৈফিয়তের দাবী
মানুষকে যত মনমরা ক'রে তুলতে পারে,—
এমনতর অন্য কিছু কমই আছে। ৫৫।

যা'র প্রতি শ্রদ্ধার খাঁকতি
বা ভালবাসার খাঁকতি—
কিন্তু চাহিদা উদাত্ত,
তা'র সম্বন্ধে বোধও বিকারগ্রস্ত। ৫৬।

যেমন চাহিদায় যা' কর,
বা যেমন ক'রে যা' হও,
ঈশ্বর তাই-ই মঞ্জুর করেন,
পাও-ও তেমনি ;
কথায় বলে—
'যা' চায়, তা'ই পায়,
বিধি কা'রও বাম নয়'। ৫৭।

তোমাদের চাহিদা যেন
প্রস্তুতিবিহীন না হয়,
সর্ব্ব-সঙ্গতি নিয়ে
চাহিদার অনুপূরণী প্রস্তুতি-পদবিক্ষেপে
যা'রা চলে,—
কৃতকার্য্যও হ'য়ে ওঠে তা'রা প্রায়শঃ। ৫৮।

তোমার অন্তর্নিহিত চাহিদা
আগ্রহ-আতিশয্যে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
অনুবেদনী অনুধ্যায়িতায়
যতই নিজেকে বিনায়িত করতে থাকবে,—
উত্তরকালে প্রকৃতি তোমাকে
ততই আপূরিত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর পরম বিভু,
তিনিই পরম পুরুষ। ৫৯।

তোমার অন্তরে
সুসঙ্গত ক্রিয়মাণ চাহিদা-সম্বেগ
যা' সত্তার আত্মিক সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
কর্ম্মে প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে,

ঈশ্বর তাই-ই মঞ্জুর ক'রে থাকেন—
তোমারই চাহিদামাফিক,
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক ;
ফল কথা, তোমার সুসঙ্গত কর্ম্মের অভিসারে
যে-চাহিদা বিন্যাস-মণ্ডিত হ'য়ে
নিষ্পাদন-তৎপর হ'য়ে ওঠে—
সম্বেগ-দীপনায়,—
ঈশ্বর তাই-ই সুসিদ্ধ করেন ;
"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—
ঈশ্বর কল্পতরু। ৬০।

অশাসিত প্রয়োজন
দুর্ভাগ্যেরই অগ্রদূত। ৬১।

উপযুক্ত প্রয়োজন ও বিনায়ন-কৌশলের উপরই
প্রাপ্তি নির্ভর করে। ৬২।

প্রয়োজন যেখানে সুকেন্দ্রিক ও প্রখর হ'য়ে ওঠে,
শক্তিও সেখানে
তুখোড় অভিব্যক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। ৬৩।

প্রয়োজন যখন জীবন-চলনাকে ব্যাহত ক'রে
কেন্দ্রায়িত নিষ্ঠাকে বিচ্ছিন্ন করে,—
নিয়তি তা'কে তখনই ডাকতে থাকে—
তা'র মোহিনী হাতছানি দিয়ে
বিপর্য্যয়ের দিকে। ৬৪।

দেওয়ায় বাড়ে মমতা,
নেওয়ায় বাড়ে লোভ,

চরিত্রও রঙ্গিল হ'য়ে উঠতে থাকে তেমনি—
তদনুপাতিক;
আবার, শ্রেয়ার্থ-সন্ধিৎসা আনে মুক্তি—
তা' সব প্রবৃত্তিরই। ৬৫।

শুধু আত্মস্বার্থ-বাগানোর অভিসারেই
যদি চলতে থাক—
লোকবর্দ্ধনার সক্রিয় অনুচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে,—
ব্যর্থতার উপঢৌকনের জন্য প্রস্তুত থেকো। ৬৬।

সক্রিয় ইষ্টার্থ-অনুবেদনী সহযোগিতা,
তদনুচর্য্যী আবেগ-উদ্যম,
ঐক্য-বিনায়নী সংহতি
ও সমবেদনী পারস্পরিকতার অভাবের সহিত
আত্মাভিমানী মর্য্যাদাপ্রিয়তা যেখানে যত,
দৈন্য-মর্ষিত অভাবের তাড়নাও
সেখানে তেমনি নাছোড়বান্দা। ৬৭।

তুমি যদি কা'রও সুখে
সুখী হ'তে না পার—
বিহিত বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার
বিনায়িত আপ্যায়নায়,
তুমি যা'তে সুখী হও
সে-সুখে অন্যে সুখী হবে কমই,
বরং, তোমার সুখ
অন্যের বৈরী-দীপনাকেই উস্‌কে তুলবে। ৬৮।

যা'রা অন্যের সমীচীন সুবিধা ও সন্তোষকে
উপেক্ষা ক'রে

নিজের সুবিধা ও সন্তোষের জন্য
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চলে,
তা'দের সুবিধা ও সন্তোষ
বিপর্য্যয়েরই
বিভ্রান্ত বিশৃঙ্খলা নিয়েই
পর্য্যুদস্ত হ'য়ে ওঠে। ৬৯।

কোন-কিছুতে প্রত্যাশা-নিবদ্ধ হ'য়ো না—
অন্ততঃ বিশেষ চাহিদায়,
প্রত্যাশা-নিবদ্ধ হ'য়ে যদি না পাও—
নিরাশ হবে,
ঐ নিরাশা
অন্তরে বিরক্তি সৃষ্টি ক'রে রাখবে,
ফলে, পেছনে যদি
বৃহত্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে—
ঐ বিরক্ত বিরাগ
তা' হ'তে তোমাকে
বঞ্চিত করবার প্রয়াসেই সজাগ হ'য়ে রইবে। ৭০।

চাহিদা তোমার যা'
তা' যদি পেতে চাও—
হ'তে হবে তোমার তেমনি
যা'তে তা' পাওয়া যেতে পারে
রাখা যেতে পারে,
নইলে পেলেও থাকবে না তা'। ৭১।

কুৎসিত উপায়ে প্রাপ্তি
মানুষকে কুৎসিতেই
প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে,

আর, প্রাপ্ত যা'
তা'ও তদ্‌গুণান্বিতই হ'য়ে ওঠে—
এবং কুৎসিত ফলই প্রসব করে;
তাই, ঈশ্বরে পরিশুদ্ধ হও—
আর, পরিশুদ্ধ ক'রে তোল তোমার যা'-কিছুকে—
শুভ সাত্বত বিনায়নে। ৭২।

যা'র স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত,
যা'তে তুমি অন্তরাসী,
যা'র তুষ্টি ও তৃপ্তি
তোমার কাম্য, করণীয় ও আনন্দের,
যা'র জন্য
উপচয়ী আত্মত্যাগ ও ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর,
যা'র স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনায় তুমি দায়িত্বশীল,
এবং তা' সম্পাদন না করলে তোমার কষ্ট হয়,—
সেখানেই তোমার দাবী স্বতঃস্রোতা। ৭৩।

না ক'রেও যে তুমি পাও কখনও-কখনও
তা'র অন্তর্নিহিত মরকোচই হ'চ্ছে—
ভাগবত পরিবেষণী নীতির আবর্ত্তনে—
তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মফল
যে বোধি ও চাহিদার সৃষ্টি করেছে,
তা' অলস-প্রকৃতি হ'লেও
ওরই তৃষ্ণা তোমাকে
ঐ আবর্ত্তনের উপকূলে দাঁড় করিয়েছে—
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ত্তি করতে,
তাই তুমি পাও;

তোমার অন্তর্নিহিত কর্ম্মানুগ বোধিদীপনা
যদি না থাকতো—
আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগই হ'তো না তোমাতে,
আর, দিলেও তুমি পেতে না;
আবার, বিনা চেষ্টায় যা' পা'চ্ছ
তা'ও তুমি ততটুকুই ভোগ করতে পার—
বোধি-সঙ্গতি ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,—
যতটুকু তা'কে হজম করতে পার,
তা' বাদে আবার ঐ নিয়মেই
ব্যয়িত হ'য়ে যাবে তা';
পেলে ব'লে ভেবো না—
দয়ার দিকে না এগিয়েও,
না ক'রেও,
যোগ্যতায় বোধি জাগ্রত না হ'য়েও
পাওয়া যায়;
আবার, বহুত ক'রেও যে কম পাও
তা'র মানে—
তোমার বোধ-সঙ্গতি, ব্যবস্থিতি, ব্যবহার
ও নিষ্পাদনী দক্ষতার ভাণ্ডারে
খাঁকতি আছে,
যা'র ভিতর-দিয়ে অনেকখানি বেরিয়ে যায়। ৭৪।

লোকে বলে
সময় হ'লেই হবে,
আর বলেও—
যা'র যেমন চাহিদা,
তা'কে লক্ষ্য ক'রে;

এ-কথাটা খানিকটা সত্য হ'লেও
তা'দের অভ্যস্ত ধারণা যেমনতর
তা' কিন্তু নয়,
তোমার চাহিদামাফিক চলনা
যেমনতর সহজ ও সম্যক্ হ'য়ে উঠবে—
হবেও তেমনি,
পাবেও তাই;
তোমার চলনার বিনায়নই
ঐ হওয়াকে নির্দ্ধারিত করে,
আর, তা' ত্বরিত কি বিলম্বে,
তা'ও তা'রই উপরে;
তুমি যেমনটি চা'চ্ছ
চাওয়া-অনুপাতিক যেমনটি চলছ,
সেই চলনায় যা' হ'তে পারে,—
ঈশ্বর তা'তে রাজী হ'য়েই আছেন,
তাই তিনি কল্পতরু। ৭৫।

চেয়ে-চেয়েই হয়রান হ'লে—
কিন্তু পেলে না কিছু,
আর, যা' পেলে
তা'তে তোমার অভাব মিটলো না,
তা'র মানে, তোমার ভাব-প্রতীক যিনি,
উৎসারণী অনুদীপনায়
তোমার প্রীতি-অবদান
তাঁ'কে ফুল্ল ক'রে তোলেনি,
তুমি তাঁ'র হওনি,
অর্থাৎ, তুমি তাঁ'র
একচেটে স্বার্থ হ'য়ে ওঠনি,

তাঁর স্বার্থই মুখ্য হ'য়ে ওঠেনি
তোমার জীবনে,
তোমার ব্যক্তিত্বকে স্বতঃ-উৎসারণায়
তাঁ'তে সার্থক হওয়ার প্রলোভনে
চয়ন-নিরত ক'রে তোলনি ;
তাই, তাঁ'র কাছে থেকেও
তাঁ'র শত চেষ্টা সত্ত্বেও
তোমার প্রাপ্তি উচ্ছল হ'য়ে উঠছে না ;
তাই, পেতেই যদি চাও,
দাও—
স্বতঃ-উৎসারণী তন্মুখী অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
তোমার চয়নী প্রচেষ্টার সাধ্যে যা' কুলায়
যেমনতর,
এই অবদান পাওয়াকে বাড়িয়ে তোলে ;
অবশ্য প্রত্যাশাপীড়িত অবদান
অবদানই নয়কো,
তা' বরং বঞ্চনারই সঞ্চিত রৌরব ক্ষেত্র ;
ঈশ্বর পরম-সার্থকতা,
তাঁ'তে আত্মবিনায়নী উৎসর্গ
স্বর্গেরই শুভ সংক্রমণ। ৭৬।

অন্যের স্বার্থ-সুবিধাকে
ক্রূর উপেক্ষায় উপেক্ষা ক'রে
বা নির্লজ্জ নিষ্পেষণে নির্য্যাতিত ক'রে
নিজের স্বার্থ-সুবিধাকে
যখন প্রবল ক'রে ধর,
আর, সেই প্রচেষ্টায়
অন্যকে ব্যাহত করতেও কুণ্ঠিত হও না,—

তখনই তুমি স্বার্থ-সঙ্কুচিত,
আত্মস্বার্থপ্রলুব্ধ তুমি তখন;
প্রতিক্রিয়ায়
তোমার স্বার্থ-নিষ্পেষণ
অনতিবিলম্বেই
ক্রূর পরিহাস নিয়ে
তোমার সামনে উপস্থিত হবে;
তাই, পরার্থ-পরিষেবনাকে উদাত্ত ক'রে নিয়ে
তা'রই প্রসাদ-স্বরূপ
তা' হ'তে আত্মপুষ্টি আহরণ কর,—
বিধাতার আশীর্ব্বাদ
তোমাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে,
আবার, উপচয়ী ইষ্টার্থপরায়ণতাবিহীন
পরার্থপরতা
তোমাকে সঙ্গতিহারা ছন্নকর্ম্মাই
ক'রে তুলবে কিন্তু। ৭৭।

যথেষ্ট পেয়েও আরোর প্রত্যাশায়
বা ঈর্ষ্যা-পরায়ণতায়
তোমার পালয়িতার প্রতি
যতই তুমি হিংসাবিমূঢ় হ'য়ে উঠবে,
দ্বেষ-পরবশ হ'য়ে উঠবে,
ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
হিংস্র কটাক্ষে বা ক্রিয়ায়
সংবিদ্ধ ক'রে তুলবে তা'কে,
নিজের স্বার্থসেবায়
তা'র অপচয় সংঘটন করতে কুণ্ঠিত হবে না,—

মনে রেখো—
তোমার ঐ অন্তর
লুব্ধ ক্ষিপ্ততায়
ফেনিল গর্জ্জনে
দুর্দ্দশাকে এমনভাবেই আকর্ষণ করছে যে,
দুর্দ্দশা তোমাকে
দারিদ্র্য-ধুক্ষাপীড়িত ক'রে
জাহান্নমে শেষ সমাধি রচনা করতে
এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না। ৭৮।

তুমি যা' পেলে
তা'তে দিনও চলছে তোমার,
যা' পেয়েছ
তা'ও তাঁ'রই অনুগ্রহের উদাত্ত অবদান;
এই পেয়ে চলার যে-অবদানের ভিতর-দিয়ে
তুমি প্রাণন-প্রদীপ্ত হ'য়ে চল,
ঐ প্রাণন-সম্বেগ যদি
যাঁ' হ'তে পেয়েছ,
তাঁ'র প্রতি প্রীতি-অর্ঘ্য-মণ্ডিত হয়,
পরিবেশ-সহ তাঁ'র
পাওয়া ও চলার দায়িত্বে
তুমি নিজেকে বাস্তবভাবে
নিয়োজিত কর যদি,
তবেই ঐ অবদান উচ্ছল ও যোগ্য
ক'রে তুলবে তোমাকে,
তবেই সার্থক হবে ঐ অবদান;
আর, ঐ অনুচর্য্যায়
নিজেকে যদি কৃতার্থ না ক'রে তোল,

তবে বুঝো—
চৌর্য্যবৃত্তি তোমাকে পেয়ে বসেছে,
তা'র মানে হ'চ্ছে—
তোমার পাওয়ার উৎসকে অবজ্ঞা ক'রে
তুমি আত্মপোষণ-পরিচর্য্যাকেই
অবদলিত করছ,
তাই, মানুষ প্রীতি-প্রবৃত্তি নিয়ে
তোমার দিকে এগিয়ে আসবে না—
ঐ অমনতর অনুচর্য্যী অঞ্জলি নিয়ে;
ঐ চৌর্য্য-বৃত্তি কিন্তু
জাহান্নমেরই ক্রূর আহ্বান। ৭৯।

পেলেই স্ফূর্ত্তি হ'য়ে উঠলো,
আর, যে-মুহূর্ত্তে তা' খরচ হ'য়ে গেল,
অমনি শুকিয়ে গেল তা',
—এটা হ'চ্ছে সেই লক্ষণ
যা'তে তোমাকে অবশ ক'রে রাখছে,
করার প্রেরণা
বোধি-বিনায়িত হ'য়ে
সুসঙ্গত দর্শিতা নিয়ে
তোমার অন্তরে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে না;
তা'র মানেই হচ্ছে—
যোগ্যতা-প্রসূত প্রাপ্তি
তোমার কাছে দূরধিগম্য হ'য়ে রইল;
আর, যখনই দেখছ—
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
স্ফূর্ত্তিতে বোধি-বিনায়িত তৎপরতায়
ফুল্ল হ'য়ে উঠেছে,

সার্থক সঙ্গতিতে
বোধি-অনুদীপনায়
এমনতরই অনুপ্রেরণা জুটে আসছে যে,
তা'তে মুগ্ধ হ'য়ে উঠছে অনেকেই,
এবং তা'দের ভিতরও
ঐ প্রেরণা চারিয়ে যাচ্ছে,
ঐ অনুশীলনপ্রবণ যোগ্যতা
এমন জেল্লা নিয়েই
তোমার কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে—
যা'র ফলে প্রাপ্তি তোমাতে নতজানু হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ না ক'রেই পারছে না—
তখনই বুঝবে
প্রাপ্তি তোমার করতলগত;
আর, তখনই তুমি
স্বতঃ-স্বচ্ছল সার্থকতায়
বিদীপ্ত হ'য়ে চলবে—
ফুল্ল অভিদীপনায়;
যে পারে—
তা'র এমনই লক্ষণ,
আর, যে পারে না,
তা'র স্ফূর্ত্তি
মূঢ়ত্বেই মুমূর্ষু হ'য়ে
প্রেরণা-নিথর হ'য়ে
শুধুমাত্র কল্পনা-বিলাসিতায়
আবিষ্ট ক'রে তোলে তা'কে। ৮০।

চাইলেও এত, পেলেও কত,
তৃপ্তি-নন্দিত কখনও কি হয়েছ?

যা'র কাছে চা'চ্ছ,
যা'র কাছে পা'চ্ছ—
চেয়ে পেয়ে—
তা'র প্রতি প্রীতি-প্রদীপ্ত হ'য়ে
তা'তে কতখানি অনুকম্পা-পরায়ণ হয়েছ—
তা' কি ভেবে দেখেছ কখনও?
এত চেয়ে, এত পেয়ে
তা'র স্বার্থে, তা'র সমর্থনায়
তোমার দৈনন্দিন জীবনে
তা'র পরিপোষণার জন্য,
তা'র পরিতৃপ্তির জন্য,
সন্তোষ ও সন্দীপনার জন্য,
তা'কে উপচয়ী করবার জন্য
কোনো ধান্ধা কি তোমায় পেয়ে বসেছে কখনও?
যে নিজেকে বঞ্চিত ক'রেও
তোমার অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলেছে,—
যা'র অবদানে স্বচ্ছলভাবেই হো'ক
কি সাধারণভাবেই হো'ক,
চলছ তুমি,—
ঐ প্রত্যাশা হ'তে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলেও,
সে শুকিয়ে না যায়,
বঞ্চিত না হয়—
এমনতর প্রচেষ্টায়
তুমি কি নিয়ত প্রচেষ্টাশীল হ'য়ে চলেছ?
চেয়ে যদি না পাও,
আর, চাওয়া-অনুপাতিক পাওয়া যদি না হয়,
তুমি কি তা'র প্রতি বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ না?

ব্যাহত প্রত্যাশা—
ভাবেই হো'ক
বাক্যেই হো'ক
ব্যবহারেই হো'ক
তা'র প্রতি বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কি করে না?
তা' করেই—
প্রায়শঃই ক'রে থাকে,
অভিমান-ঔদ্ধত্য নিয়ে তা'কে
বাক্যেই হো'ক
ব্যবহারেই হো'ক,
বেদনাপ্লুত করতে ছাড় কিন্তু কমই,—
তা' কেন?

তুমি চাও,
যা'র কাছে চাও,
তা'র সামর্থ্যমাফিক তুমি পেয়েও থাক,
সে-পাওয়া তোমাকে
পরিতৃপ্ত করতে পারে না,
বরং চাওয়া-অনুপাতিক পাওয়া না হ'লে
তা' তোমাকে বিক্ষুব্ধ, অভিমান-উদ্বেলিত
উদ্ধত-ব্যবহারী ক'রে তোলে,
কারণ, পাওয়াটাই তোমার স্বার্থ,
যা'র কাছে পা'চ্ছ
সে তোমার কেউই নয়;
তোমার চাওয়া ব্যাহত হ'লে
বা প্রাপ্তি-প্রত্যাশা ব্যর্থ হ'লে
ঐ না-পাওয়ায় যখনই তুমি স্তব্ধ হ'য়ে ওঠ,
তোমার অন্তরের তহবিল খুঁজে দেখবে—
সে তোমার কেউই নয়কো;

এই-যে চাওয়ার দাবী,
পাওয়ার মিতালি অভিনন্দনা—
তা' কেন?
তা'র অর্থ—
তা'কে শোষণ করছ
আত্মতৃপ্তির চাহিদায়,—
এ ছাড়া আর কিছুই নয়;
ঐ যে তা'কে ব্যয়িত ক'রে
কত রকম ক'রে তা'কে
কত জনার প্রয়োজনের
আপূরণী ইন্ধন ক'রে দিয়েছ—
তা'—অন্যের কাছে নিজের প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়,
তা'র প্রতিষ্ঠার জন্য নয়কো;
তা'র প্রতিষ্ঠা ও প্রস্বস্তির ধান্ধা
তোমাকে পেয়ে ব'সে
তোমাকে তদনুপাতিক পরিচালিত
না ক'রেই থাকতে পারছে না,
এমনতর কি হ'য়েছে?
যদি তা' না হ'য়ে থাকে—
তুমি কি বোঝ না—
তোমার এই কৃতঘ্নতার সঞ্চয়,
এই ব্যবহারের অব্যক্ত অভিশাপ
তোমাকে জর্জ্জরিত ক'রে তোলবার জন্য
এগিয়ে আসছে?
তোমার পাওয়া ও পোষণীয় মুহ্যমান হ'য়ে
যে অতি শীঘ্রই এলিয়ে পড়বে;
আর, এমনতর অবসর পাবে না—
যা'তে তুমি এই পাপকে পরাভূত ক'রে
বিনায়িত তৎপরতায়

নিজের সক্রিয় বিন্যাসে
পোষণ-ক্ষুধা-পরিতৃপ্তির
কোনো ব্যবস্থা করতে পার;
আবার, যদি কখনও কোনক্রমে
সে-ব্যবস্থা করতে পার,
তোমার এই সঞ্চিত কৃতঘ্ন অনুবেদনা
তোমাকে লাখো প্রকারে
নন্দিত অভিঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে
এমনতর দশায় এনে পৌঁছাবেই কি পৌঁছাবে—
কুক্কুরের মতো এক মুষ্টি অন্ন
পাও কি না-পাও;
তাই বলি—
যে তোমার জন্য করে,
যে তোমার পোষণ জোগায়,
তা'র অনুচর্য্যায়
তা'র পোষণ-পরিরক্ষণায়
স্বতঃই আত্মনিয়োগ ক'রে
তা'কে উপচয়ী ক'রে
নিজের পোষণ-রক্ষণার ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখ;
নয়তো, বঞ্চনা
কুটিল ভ্রূকুটিতে
তোমাকে লাঞ্ছিত ক'রে তুলবেই কি তুলবে;
তোমার স্বস্তিদায়ককে স্বস্তি দাও,
প্রস্বস্তি তোমাকে অভিনন্দিত করবে;
ঈশ্বর কর্ম্মের সক্রিয় সম্বেগ,
ঈশ্বর নিষ্পন্নতার প্রীতি-আত্মপ্রসাদ,
ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় যে যেমন—
ঈশ্বরও সেখানে তেমন,
ঈশ্বরই পরম প্রস্বস্তি। ৮১।

তুমি কী চাও?
সে-চাহিদা কি সুক্রিয় তৎপরতায়
সম্বেগশালী হ'য়ে
তোমার জীবনে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে?
তুমি কি তোমাকে সুকেন্দ্রিক ব'লে
সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রসাদ অনুভব ক'রে থাক?
তুমি শ্রেয়কেন্দ্রিক ব'লে
স্মিত-তর্পণায়
অন্তরে কি পরিতৃপ্ত আছ?
যদি থেকে থাক,—
তোমার শ্রেয় যিনি,
আদর্শ বা ইষ্ট যিনি,
তাঁ'র অনুজ্ঞা বা চাহিদাগুলিকে
ত্বরিত উপচয়ী তৎপরতায়
কেমন ক'রে কতখানি নিষ্পন্ন করতে পেরেছ
বা পেরে থাক?
আর, তা' সর্ব্বাঙ্গ-সঙ্গতিসম্পন্ন
সার্থকতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সর্ব্বগত সার্থক বিনায়নে
শুভ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে কিনা?
যদি তা' হ'য়ে থাকে,
তোমার চাহিদা-আপূরণের প্রদীপ্তি
তোমাতে অনেকখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে,
ফল কথা, তোমার সুকেন্দ্রিক তৎপরতা
যত আবিল,
অর্থাৎ আত্মস্বার্থ-সংক্ষুধ
প্রবৃত্তি-চাহিদা-উদ্‌যাপনের ভিতর-দিয়ে
ঐ শ্রেয়-অনুজ্ঞাকে
যতই সুফল ক'রে তুলতে চা'চ্ছ,—

ততই কিন্তু তা'
সুসম্পন্ন না হওয়ার দিকেই
নেতিয়ে পড়তে থাকবে,
যা'র ফলে, তোমার প্রত্যাশাও আপূরিত হবে না,
ঐ আদর্শ-অনুজ্ঞাকেও
নিষ্পন্ন করতে পারবে না,
একটা বিচ্ছিন্ন বিকৃতির আচ্ছন্নতা নিয়ে
জীবনকে পরিচালিত করতে হবে তোমার ;
তাহ'লে, তুমি যা' চাও,
তা' লাভ করবার গোড়ার ব্যাপারই হ'চ্ছে—
ঐ সুকেন্দ্রিক সুক্রিয় কর্ম্মতৎপরতা,
যা' সব দিক্ বিবেচনা ক'রে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
না-হওয়ার কারণগুলিকে
এড়িয়ে বা নিরোধ ক'রে
সুনিষ্পন্নতায়
হওয়াকে আবাহন ক'রে থাকে ;
ঐ শ্রেয়-অনুজ্ঞা
তড়িৎ-দীপনায়
যতই অমনতরভাবে নিষ্পন্ন করতে পারবে,
আর, তোমার চাহিদা
যতই তাঁ'তে একান্ত হ'য়ে উঠবে,
আপূরণী তৎপরতায়
তোমার চাওয়াটা
পাওয়াতেও সুগম হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
এই হ'চ্ছে—
চাহিদাকে সুঠাম নিষ্পন্নতায় পেয়ে
বোধি ও ব্যক্তিত্বের অনুশ্রয়ী সঙ্গমে

অনুশীলনে
যোগ্যতায় সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠার পথ;
যদি চাও, এমনতরই ক'রে চল,
তাঁ'তেই বিভোর হ'য়ে থাক,
পাওয়া তোমাতে বিভোর হ'য়ে
শ্রদ্ধাঞ্জলিতে
ঐশ্বর্য্যের উদ্গমে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। ৮২।

পোষ্য যদি
পালকের উপচয়ী হ'য়ে না ওঠে—
শরীরে, মনে, বাক্যে,
সক্রিয় সেবা-সৌকর্য্যে
তাঁ'কে জীবন-স্বার্থ না ভেবে বা না ক'রে—
তা'তে সে তো প্রবঞ্চনার প্ররোচনায়
নিজেকে বঞ্চিত ক'রে চলেই,
পালকও তার
অধঃপাতের ক্রমিক সোপান পার হ'তে-হ'তে
পরিস্থিতির ক্রূর সংঘাতে
নিঃশেষের দিকেই চলতে থাকে—
অনেক ক্ষেত্রে—
বিধ্বস্তির বিকৃত অনুচলনে। ৮৩।

তোমার জীবন-সম্বেগ
যেমন চাহিদা-অনুক্রমণায়
তৎ-নিয়মনী তাৎপর্য্যে
অনুশীলন-প্রদীপ্ত হ'য়ে চলবে—
একাগ্র অনুপ্রাণনায়
নিরন্তর হ'য়ে,—

তোমার বৈধানিক উপাদান-বিন্যাসও
সেই ধাঁজে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তেমনতরই হ'য়ে চলবে—
তোমাকে যোগ্যতায় উপযুক্ত ক'রে,
প্রাপ্তিও ঘটবে তেমনি,
এই হওয়ার চলাই আত্মিক-অভিগমন ;
ঈশ্বর এক,
একাগ্র নিরন্তর অনুশীলনার ভিতর-দিয়েই
রূপায়িত হ'য়ে থাকেন তিনি। ৮৪।

তোমার অন্তর্নিহিত উচ্ছল আবেগ
যে-চাহিদায় অন্তরাসী হ'য়ে
অভিনিবেশ-সহকারে
তৎপ্রাপ্তির অনুবেদনায়
যেমন ক'রে তা' হয়—
তদনুগ নিয়মনায়
সুসঙ্গত পরিবেদনায়
তোমার করণ ও চলনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যেমনতর নিষ্পন্নতায়
আরূঢ় হ'য়ে উঠবে—
তদনুপাতিক আত্মনিয়মনে,—
হবেও তা'ই ;
এই হ'চ্ছে—
বিধি-বিনায়নী তৎপরতায়
হ'য়ে পাওয়া,
ঐ পাওয়ার বিধিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
তোমার চাহিদা
যতই উদগ্র হ'য়ে উঠুক না কেন,

ঐ হওয়াও হ'য়ে উঠবে না,
পাওয়াও জুটে উঠবে না,
কথায় বলে—
'যা' চায়, তা'ই পায়,
বিধি কা'রও বাম নয়';
ঈশ্বর আত্মিক-সম্বেগ,
চাহিদার আকূতি-দীপনা,
হওয়ার আত্মবিনায়নী সংশ্রয়,
পাওয়ার মূর্ত্ত বিগ্রহ। ৮৫।

যা'র স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত—
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে,
যা'র অন্তরাস
তোমাকে অন্তরাসী ক'রে তুলেছে,
যা'র সুখ তোমাকে উৎফুল্ল ক'রে তোলে,
যা'র দুঃখে তুমি উৎকণ্ঠ হ'য়ে ওঠ,
অভাবে অবসন্ন হও,
যা'র সম্বর্দ্ধনী, উপচয়ী প্রচেষ্টা
ক্লেশকর হ'লেও সুখপ্রদ এবং প্রীতিপ্রদ তোমার—
তুমি স্বতঃই তা'তে সক্রিয় হ'য়ে ওঠ,
যা'র প্রাপ্তি তোমাকে পূর্ণ ক'রে তোলে,
এক কথায়,
যা'র সত্তাই তোমার সত্তার সম্পদ্,
স্বভাবসিদ্ধ—
সে তোমার আপ্ত,
এমন-কি, তা'র ভর্ৎসনা বা পীড়নেও
না থাকে তোমার অভিমান,
না থাকে অহঙ্কার,
না থাকে অপমান,

আর, তা'র অভ্যুদয়ী প্রচেষ্টা
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়কে অতিক্রম ক'রে চ'লে থাকে—
উপচয়ে সম্বর্দ্ধিত করতে
ঐ আপ্ত যে তা'কে,—
স্বার্থক্ষুধাকে অবজ্ঞা ক'রে—
প্ররোচিত না হ'য়ে তা'তে,
আত্মত্যাগে উপচয়ী ক'রে তুলতে তা'কে,
তাই, তা'র অর্থ ও সম্পদ্
প্রাকৃতিকভাবেই
তোমাতে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে—
সহজ পারস্পরিকতায়,
কারণ, সে তোমার আপনার,
সে তোমার আত্মীয়। ৮৬।

যাঁ'র দ্বারা তুমি পরিপূরিত হ'চ্ছ
পরিপালিত হ'চ্ছ—
তাঁ'কে বিহিত পরিচর্য্যায় প্রতিপালন কর,
সম্বর্দ্ধনী অনুবর্ত্তনায় চল—
দায়িত্ব নিয়ে
দক্ষতার সহিত
কুশল-কৌশলে,
বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রে অনুশীলন কর
যা'তে তোমার জীবনে
তিনি সার্থক হ'য়ে ওঠেন—
সৎ-সন্দীপনায় ;
যা'ই কর, যেমনই হও,
যত বিজ্ঞতাই তোমাতে থাক্ না কেন,
তুমি কৃতার্থ হ'তে পারবে না কিছুতেই—
যদি ঐ মৌলিক নীতিকে অবহেলা কর,—

বিপাক, বিধ্বস্তি, অভাব-অনটন
তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ করবে না ;
সম্পদের যত মহীরুহই সৃষ্টি কর না কেন,—
ধ্ব'সে পড়বেই তা',
আর, তা'র চাপে তোমার জীবন
সংশয়াপন্ন হ'য়ে উঠবে,
প্রবৃত্তির খেল
দোল দিয়ে তোমায়
জাহান্নমেই সমাধিলাভ করাবে,
বুঝে চ'লো। ৮৭।

তুমি যখন সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপরায়ণ,
ইষ্টস্বার্থই তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ হ'য়ে উঠেছে,
তুমি যা' কর, যা' ভাব
সবটার ভিতর-দিয়ে
ঐ স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাই
তোমার কাছে কাম্য ও ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠেছে,
তাঁ'র উপচয় ও উদ্বর্দ্ধনই
তোমার সম্বর্দ্ধনী-জীবন-কিরীট
স্বতঃ ও সলীলভাবে,
যে-মুহূর্ত্তেই তোমার জীবন
তঁদর্থে রূপায়িত হ'য়ে উঠলো,
তোমার পালন-পোষণ, ভরণ-পূরণ, সুখ-দুঃখ
তাঁ'তেই ন্যস্ত হ'য়ে উঠলো স্বাভাবিকভাবে—
বোধিদীপা হ'য়ে,
তখন তাঁ'র অন্নে
তোমার সত্তা পরিপালিত হবে—
সুখ-দুঃখকে বরণ ক'রে,

বিচলিত না হ'য়ে তা'তে,
বিলাস ও ব্যসনবিলোল না হ'য়ে,—
এটা কিন্তু স্বাভাবিক;
জলই যা'র জীবন
তা'র তা'তে জীবনধারণ করা—
পাপের তো নয়ই, বরং পুণ্যের। ৮৮।

স্বতঃ এবং স্বাভাবিকভাবে
তা'র দ্বারাই
পরিপোষিত হবার অধিকার জন্মেছে তোমার,
যা'কে পোষণ করবার স্বার্থ
সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী হ'য়ে
তোমাকে পেয়ে বসেছে সর্ব্বতোভাবে
উপচয়ী ক'রে,
যে তোমার গলবিগ্রহ,
তুমি তা'র গলগ্রহ নও,
বরং নন্দনার নিত্য-অনুচর। ৮৯।

অযাচিতভাবে
প্রত্যাশারহিত হ'য়ে
প্রীতি-অবদানস্বরূপ মানুষ যদি কিছু দেয়,
তা' গ্রহণ না করলে
পিতৃপুরুষ বিশীর্ণ হ'য়ে ওঠেন,
এবং অগ্নি পিতৃলোকসহ
তা'দের জন্য
হব্য অর্থাৎ পোষণবর্দ্ধনী উপাদান
বহন করেন না;

ব্রহ্মা বলেছেন,
অমনতর দান
দুষ্কর্ম্মকারীর নিকট হ'তেও গ্রহণ করা যায়,
কারণ, মানুষ
মানুষের ক্ষোভশূন্য অবদানেই বেঁচে থাকে
—দিয়ে, নিয়ে,
ভগবান্ মনু বলেছেন—
"আহৃতাভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদপ্রচোদিতাম্।
মেনে প্রজাপতির্গ্রাহ্যামপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে॥" ৯০।

শোকে অনেক সময় সহানুভূতিসূচক,
উৎসাহ-উদ্দীপী, ভরসামণ্ডিত ধাক্কা
সহজে শোকসন্তাপকে ক্ষীণ ক'রে তোলে,
শোকসংক্ষুব্ধ যে
তা' হ'তে বেশী
সহানুভূতিসূচক শোকবিহ্বলতা
শোক-প্রশমনের অনেকখানি সহায়ক—
যদি তা' বাস্তব অনুভূতির অনুভূতিসম্পন্ন হয়। ৯১।

সময়ই সুপ্রশমক। ৯২।

গুণে, দর্শনে ও ব্যবহারে
যা' সুন্দর,
সুখপ্রদও হ'য়ে থাকে তা' সাধারণতঃ। ৯৩।

যে-সুযোগ, সঙ্গতি বা সম্বন্ধ
শুভফলপ্রসূ হ'য়ে থাকে,

আপাতদৃষ্টিতে দুঃখের হ'লেও
তা' কিন্তু মাঙ্গলিক পন্থাই,
বর্দ্ধনারও ঐ পথ। ৯৪।

আকস্মিক লাভ,—
তা'র যখন বিলয় হয়,
তা'ও অকস্মাৎই হ'তে দেখা যায়। ৯৫।

তুমি যদি অযথা
মানুষের দুঃখের কারণ হ'য়ে ওঠ,
এবং নানাপ্রকার সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
তা'দিগকে দুর্দ্দশা-জর্জ্জরিত ক'রে তোল,
তেমনি ক'রেও
নিজে অনুতপ্ত না হ'য়ে
বরং আত্মগৌরব অনুভব ক'রে থাক,—
বুঝে নিও, তোমার অবস্থা শোচনীয়;
তেমনতর অবস্থায় যতক্ষণ না পড়ছ
এবং প'ড়ে তোমার সাত্ত্বিক অনুবেদনা
তা'কে উপলব্ধি না করছে—
সত্তা ও স্বচ্ছন্দতায় মমতাদীপ্ত হ'য়ে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার নিস্তার নেই,
তুমি মানুষের দুঃখের কারণ হ'য়েই চলবে;
দেখেও যদি না শেখ,
ক'রেও যদি না শেখ,
ঠেকেও যদি না শেখ,
দেখবে—
শাতনের শীতল জৃম্ভণ
বায়ুকে বিষাক্ত ক'রে

ডাইনী-আকর্ষণে তোমাকে আকৃষ্ট করতে
অচিরেই তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। ৯৬।

যা'র লোকসান বা দুঃখের
ভাগীদার হ'তে চাও না
বা দায়িত্ব নাও না—
তা'র লাভ বা সুখের ভাগীদার হ'তে গেলে
তা'কে দুঃখ দেওয়াই হবে;
তৃপ্তি পাবে না তোমাকে দিয়ে সে,
তা'র পোষক না হ'য়ে
শোষকই হ'য়ে উঠবে তুমি,
তাই, তা' চৌর্য্যবৃত্তিই তোমার,
ও-প্রচেষ্টার পরিণাম দুঃখই,—
হিসাব ক'রে চ'লো। ৯৭।

দুঃখ পেয়ে যা'রা
ভগবানকে দোষারোপ করে,
চাহিদানুগ কৃতি-চলনই যে
তা'দের অমনতর ক'রে তুলেছে—
তা' যারা ভাবতেও চায় না,
বুঝতেও চায় না,
অথচ ঈশ্বরকে দোষারোপ ক'রে
নিস্তার পেতে চায়—
ঈশ্বর-অনুধায়িনী চলনকে অবজ্ঞা ক'রে,—
তা'রা হয়ও না,
পায়ও না,
বঞ্চনার ঐশ্বর্য্যই সমৃদ্ধ ক'রে তোলে তা'দের। ৯৮।

যাঁ'কে আঁকড়ে ধ'রে
দুঃখের নিশা অতিক্রম ক'রে—
সুখের ঊষায় ছেড়ে দিয়েছ
আবর্ত্তনে সে-দিন এলে
তাঁ'কে ধ'রে জীবন-পথে চলা
দুর্গমই হ'য়ে উঠবে তোমার,
'বিদায় দিয়েছ যা'রে নয়নজলে
এখন ফিরাবে তা'রে কিসেরই ছলে'? ৯৯।

তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যা'তে যেমন কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে
কৃতী পরিচর্য্যা নিয়ে,
উপচয়ী অনুশীলনায়,
তোমার জীবন
সুখীও হ'য়ে চলবে তেমনি—
সুকেন্দ্রিক প্রীতি-অনুচর্য্যায়
তোমার প্রিয়কে সুখী ক'রে,
কৃতার্থ হ'য়ে;
এই হ'চ্ছে সুখী হওয়ার
ও জ্ঞান লাভ করার শ্রেয়-পন্থা। ১০০।

মনে রেখো—
যেমনতর সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তুমি তোমার পরিবার, পরিবেশ
ও পরিস্থিতিকে নিয়ে
বিনায়িত সমবায়ী সঙ্গতিতে
যেমনতর হ'য়ে
যতখানি সার্থক হ'য়ে উঠতে পেরেছ—
বোধি ও ব্যক্তিত্বে,

কিংবা বিকেন্দ্রিক ছন্নতায়
সপরিবেশ যেমন
বিশৃঙ্খল ও অবিন্যস্ত হ'য়ে উঠেছ—
বোধি ও ব্যক্তিত্বের অপলাপে,
তুমি মানুষও তেমনি,
সুখী বা দুঃখীও তেমনি—
তা' তুমি যখন যে-অবস্থায়ই
থাক না কেন। ১০১।

দুঃখের গুণ
যা'কে মানুষ অগুণ বলে,
তা' যদি তোমাতে
আধিপত্য বিস্তার ক'রে না থাকে—
তুমি দুঃখ পাবে কী ক'রে?
এতে শুধু তুমিই যে দুঃখ পাবে—
তা' নয়,
ওগুলি সংক্রামিত হ'য়ে
পরিবেশকেও দুঃখের ভাগী ক'রে তুলবে;
আবার, সুখের গুণগুলিও অমনতর,
ঐ গুণ যদি তোমাতে
অন্বিত সঙ্গতির সলীল চলনে চলৎশীল থাকে,
দুঃখের ভিতরও সুখ তোমাকে
প্রীতি-চর্য্যায় উল্লসিত ক'রে তুলবে,
শুধু তা'ই নয়,
তা' আবার পরিবেশে সংক্রামিত হ'য়ে
তোমার প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধিকে
স্ফুটতর অর্ঘ্য-অবদানে
পূজা ক'রে চলতে থাকবে;

যেটা চাও—
সেই গুণে স্বতঃ হ'য়ে চল,
তর্পিত বা বিদগ্ধ হবে। ১০২।

যে বা যা'ই
সত্তাকে সঙ্কুচিত বা শঙ্কিত ক'রে তোলে—
তা'তেই দুঃখিত হ'য়ে ওঠে মানুষ,
আর, বিস্তারেই আসে নিস্তার ;
তাই, সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-নিবদ্ধ হ'য়ে
সত্তাকে
সম্বোধি-তাৎপর্য্যে সানুকম্পী ক'রে
বাস্তব সক্রিয়তায় যতই বিস্তীর্ণ ক'রে তুলবে,—
অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে
নিস্তারে উত্তীর্ণ হ'য়ে চলবে ততই। ১০৩।

সুখই বল, সুবিধাই বল,
ঐশ্বর্য্যই বল বা আপ্যায়নই বল—
অন্তঃকরণ ফুল্ল না থাকলে
কিছুই উপভোগ করতে পারা যায় না,
বরং বিদ্রূপে বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে তা',
তাই, যে-সাহচর্য্য তোমাকে
ফুল্ল, একাগ্র ক'রে তুলতে পারে,
সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে পারে—
অনুরাগ-উদ্দীপনায়,—
তাই-ই তোমার কাছে জীবনীয় ;
আর, যে-অনুচর্য্যা
অন্তঃকরণকে উদ্দীপ্ত ক'রে
সেবায় পুষ্ট ক'রে তুলতে পারে—

তাই-ই শরীর ও মনের পক্ষে উপাদেয়,
নয়তো, অপচয়ী তা' তোমার কাছে;
কথায় বলে, 'সাধু-সঙ্গে স্বর্গবাস'। ১০৪।

তোমার শুভচিন্তা
যদি ভাবেই নিবদ্ধ থাকে,
তা'র বাস্তব অভিব্যক্তি যদি
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ফুটে না ওঠে,
তোমার ভাবালু শুভ
শুধুমাত্র চিন্তাতেই পরিসমাপ্তি লাভ করবে,
বাস্তবে উপভোগ করতে পারবে না তা';
তাই, শুভচিন্তাকে
বিবেচনায় বিনায়িত ক'রে
শুভদ নিয়মনে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
যদি মানুষকে সুখী করতে চাও,
বা সুখী হ'তে চাও নিজে। ১০৫।

ঠক্‌লে তা'রাই শেখে—
যা'রা তা' থেকে সন্ধিৎসাপূর্ণ নজরে
কৃতকার্য্য হওয়ার প্রেরণা সংগ্রহ করে
সক্রিয়তায়,
আর, ঠকা তা'দেরই কাছে
কৃতকার্য্যতার স্তম্ভ হ'য়ে ওঠে
পরিণামে। ১০৬।

প্রত্যক্ষ দর্শন বা বহুদর্শিতা
যেখানে সক্রিয়তায়
প্রস্তুতির প্রেরণা যোগায় না—

বুদ্ধি-বিবেচনা
দূরদৃষ্টিকে যেখানে অবজ্ঞা করে—
ঠেকেও যা'দের চেতনা নাই—
দেখেও চেতনা হয় না যা'দের,—
বিধ্বস্তির অপেক্ষা করা ছাড়া আর পথ কোথায়? ১০৭।

ভিত্তিহীন ন্যায়
অন্যায়েরই প্রতিমূর্ত্তি। ১০৮।

উদ্ধত দাবী ন্যায্য হ'লেও
তা' পাওয়ার পরিপন্থী,
আর, হৃদ্য-অভিসারিণী বিনীত প্রার্থনা
পাওয়ার পথই প্রশস্ত করে। ১০৯।

যে-নৈতিকতা আত্ম ও আপ্তঘাতী,
ধ্বংসের আমন্ত্রক,
অথচ, নিরাকরণ বা নিরোধে নিষ্ক্রিয়,
বর্দ্ধনার ব্যাহতি,—
তা' যত বড় সাধু পোষাকই হো'ক না কেন
সর্ব্বনাশা তা',
পাপের তা',
দুশ্চরিত্রের দুর্ম্মদ অভিশাপ তা'। ১১০।

দাবী ক'রে কিছু পাওয়া যায় না,
আর, পেলেও তা' থাকে না,
তোমার বাক্-ব্যবহার, চলন-চরিত্র
যোগ্যতায় সক্রিয় হ'য়ে
বিধিমাফিক যেমন পাওয়ার উপযুক্ত হবে—
তা'ই পাবে,

আর, সে-পাওয়া
স্থায়িত্বসহই টিকে থাকবে তোমাতে,
তোমার প্রাপ্তি হবে তা',
—পাবে তা'। ১১১।

তুমি যদি চুরি কর
অর্থাৎ মানুষের ন্যায্য সত্তাপোষণী আহরণকে
অপহরণ কর,
মনে রেখো—
বৈধী ভাগবত অনুশাসনে
তা'র শতগুণ
চক্রবৃদ্ধি-হারে
আদায় তো হবেই,
তা' ছাড়া দুর্ম্মদ শাস্তি তোমাকে
অপলাপী ধুক্ষায়
নিষ্পেষিত ক'রে তুলতে থাকবে,
শেষ রক্ষা হবে কতখানি—
ভেবে দেখে
যা' সুবিধা বিবেচনা কর, তা' করতে পার;
ঈশ্বরই যোগদীপনা,
ঈশ্বরই যোগবিভূতি,
আর, যেখানে বিয়োগ, ব্যতিক্রম,
ব্যত্যয়ী অপহরণ,—
শাতনী সর্ব্বনাশা ধুক্ষা
সেখানে তীব্র কটাক্ষে লোলজিহ্ব;
যেখানে পূরণ-পোষণী অনুচর্য্যা
ও প্রীতিমুখর ভজনানন্দ,
ঈশ্বর সার্থক পরমানন্দ সেখানে। ১১২।

দেখা যায়,
ইষ্টানুগ সহানুভূত সহযোগিতার সহিত
স্বতঃ-উৎসারণী সংহতি যেখানে নাই—
সেখানে কোন যৌথ কারবার বা প্রচেষ্টা
কৃতকার্য্য হয় না,
মতান্তর, মনান্তর, স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
উদগ্র হ'য়ে
বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ ও বিনাশের স্রষ্টা হ'য়ে ওঠে। ১১৩।

যে-ক্ষতি বা ক্ষয়
খেসারতে আপূরিত না হয়,
তা' অন্যায় তো বটেই,
আরো অপরাধের বা পাপের;
আবার, যে-ক্ষতি বা ক্ষয়
প্রীতি-অবদানের অর্ঘ্যস্বরূপ—
আত্মপ্রসাদী,
তা' সম্বর্দ্ধনারই জয়গান করে। ১১৪।

তুমি খরচ করছ,
কিন্তু সে খরচ
কিছু অর্জ্জন করতে পারছে না—
উপচয়ে,
এর মানেই হ'চ্ছে কিন্তু
তোমার খরচ খরচকে
চক্রবৃদ্ধিহারে খরচ করতে
বাধ্যও করতে পারে;
তাই, প্রতিপদক্ষেপে যেন নজর থাকে—
যে-ব্যাপারে তুমি খরচ করছ,
তোমার খরচ সে-ব্যাপারকে

ত্বরিতই যেন এমন ফলপ্রসূ ক'রে তোলে
যা'তে তোমার অর্জ্জন
উপচয়ে
ক্রমশঃই অবাধ হ'য়ে চলতে থাকে;
খরচ যেন আয়েরই স্রষ্টা হয়—
তবে তো তা' কুশল-কৌশলী! ১১৫।

চিকিৎসক তিন প্রকারের,
একপ্রকার হ'লেন গৃহচিকিৎসক,
মুখ্যতঃ তিনি রোগীকে পরিচর্য্যা ক'রে থাকেন;
আর-একপ্রকার উপচর্য্যী চিকিৎসক,
তিনি গৃহচিকিৎসককে
যুক্তি ও পরামর্শের দ্বারা
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলেন;
আর আছেন মন্ত্রণ-চিকিৎসক,
তিনি উপচর্য্যী ও গৃহচিকিৎসককে
সুসঙ্গত অনুধ্যায়িতার সহিত
উপযুক্ত নিরাময়ী মন্ত্রণা দান করেন। ১১৬।

বহু-নারী-পরিবেষ্টিত হ'য়ে
অধিক সময় ক্ষেপণে
পুরুষের ঋজী-সম্বেগের
ক্রম-অপলাপ সংঘটিত হ'য়ে থাকে,
তা'র ফলে, সেইসমস্ত পুরুষ
ক্লীবভাবাপন্ন, মেয়েলী-স্বভাবযুক্ত হ'য়ে ওঠে,
ফলে, ওজঃ ও বীর্য্য
ক্রমক্ষীণতায়
অপলাপের দিকেই এগিয়ে যায়;

বহু-পুরুষ-সংস্রব
মেয়েদের পক্ষেও তেমনি ;
শুধু মানুষ কেন,
গবাদি পশুর ভিতরেও এমনি ঘ'টে থাকে। ১১৭।

স্ত্রী ও পুরুষের সত্তা-উদ্ভিন্ন অহং
যখনই শাতন-প্ররোচিত ঔদার্য্য-অভিভূতিতে
কামুক ভোগলালসায়
সংক্ষুধিত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে
ঐ ভোগ-প্রসারকেই
প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলতে চায়,
আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্যপালী বিবেক-শাসনকে
তখন থেকেই তা'রা উপেক্ষা করতে থাকে—
শ্রেয়কেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুচর্য্যাকে অগ্রাহ্য ক'রে,
আবার, শাতন-অগ্নিতে
নিজে আহুতি হ'য়ে
অন্যকেও ঐ আহুতি-প্ররোচনায় প্ররোচিত ক'রে
সবাইকে
সর্ব্বনাশে পরিচালন-প্রয়াসী হ'য়ে চলে তা'রা—
সত্তাপোষণী নীতি-বিধিতে সংঘাত এনে,
অবৈধ শাতননীতি-প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টায়। ১১৮।

পুরুষ ও নারীর স্বাতন্ত্র্য
বৈশিষ্ট্যানুগ ভিন্নপন্থী হ'য়েও যদি
পরস্পরের সত্তানুপূরক না হ'য়ে
তদপলাপী হয়,
পুরুষ ও নারী
যদি সুসঙ্গতি লাভ ক'রে

পরস্পর পরস্পরের আপূরণপোষণী না হয়,
তা'রা যদি একসত্তাসম্বদ্ধ না হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে ব্যতিক্রম যে
অঢেল চলনে চলবে—
একটা বিক্ষুব্ধ, উচ্ছৃঙ্খল, ব্যভিচারী, জাহান্নমী পন্থায়,
পরস্পর পরস্পরে
অন্বিত ও অর্থান্বিত হওয়ার সন্দীপনাকে ছিন্ন ক'রে,—
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়। ১১৯।

নারীই হো'ক, কি পুরুষই হো'ক,
যা'রা আপূরয়মাণ কোন শ্রেয়
বা নিজের কুল বা সংস্কৃতির অপেক্ষা কোন শ্রেয়কে
অবলম্বন না ক'রে
বা তাঁ'তে আত্মনিবদ্ধ না হ'য়ে
গর্ব্বেপ্সা বা প্রবৃত্তি-তাড়নার অভিভূত আকর্ষণে
অবৈধভাবে
কোন অশ্রেয়কে অবলম্বন ক'রে
তদনুবর্ত্তিতায় নিয়ন্ত্রিত হয়,
তা'রা অপকৃষ্ট অপলাপের হোতা বা হোত্রী;
আবার, যা'রা
নিজ কুল বা সংস্কৃতি-অনুপাতিক
কোন শ্রেয়কে অবলম্বন ক'রেও
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ গর্ব্বেপ্সার আপূরণে আকৃষ্ট হ'য়ে
কোন অপকৃষ্ট বা হীনকে অবলম্বন করে—
তা'রা আরও ঘৃণ্য,
আরও অপাঙ্‌ক্তেয় তা'রা,
তা'রা আরও বিষাক্ত জীবন বহন করে—
কপট কুটিল চলনে,

গা ঢাকা দেবার জন্য
বাধ্য হ'য়ে
শ্রেয় যা'-কিছু তা'র নিন্দা করে—
সংক্রমণী ধান্ধা নিয়ে,
নিজের পিতৃপুরুষ ও কুল-সংস্কৃতিকে
বিদ্রূপাত্মক অবজ্ঞায়, অবলাঞ্ছিত করে,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের
বিষাক্ত কণ্টক হ'য়ে ওঠে তা'রা,
দণ্ডও তা'দের কাছে লজ্জিত হ'য়ে থাকে,
তা'দের সংস্পর্শও
অন্যকে অভিশপ্ত ক'রে তোলে ;
তা'দের একমাত্র পন্থা—
অনুতপ্ত অন্তঃকরণে
আপূরণী শ্রেয়ানুবর্ত্তিতায় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
খ্যাপনপূর্ব্বক
আত্মঘাতী পাতিত্য থেকে
লোককে সাবধান-করতঃ
ঐ আপূরণী শ্রেয়-অনুবর্ত্তিতায়
নিজের জীবনকে অতিবাহিত ক'রে চলা। ১২০।

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে অতিক্রম ক'রে
কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবিহিত মেলামেশা—
যা'তে সৎ-সন্দীপনা ও চরিত্র আচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে,
বা কোন স্ত্রীলোকের
অশ্রেয়-অভিলাষ সমর্থিত হয়,
সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হয়,
বা সে স্খলিত-চরিত্র, ভয়শঙ্কিত
বা প্রলোভনলুব্ধ হ'য়ে

দ্বিজাধিকরণান্তরিত
ও নিবাহ-নিবদ্ধ হ'তে বাধ্য হয়,
যা'র ফলে, তা'র অন্তরের ঈশ-সিংহাসন
মলিন হ'য়ে ওঠে,—
তা' পাপ,—
পঙ্কিলতাপূর্ণ জাহান্নমের পথ
ঐ পুরুষ যে-কোন দ্বিজাধিকরণেরই
অন্তর্ভুক্ত হো'ক না কেন,—
তা'র কলঙ্ক ছাড়া আর-কিছুই নয়। ১২১।

শ্রেয়ার্থ-পরায়ণতায় সুকেন্দ্রিক,
নিরবচ্ছিন্ন হ'য়ে না দাঁড়ালে
পুরুষের যেমন ব্যক্তিত্বই ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,
নিরবচ্ছিন্নভাবে সশ্রদ্ধ, শ্রেয়ানুগ
স্বামী-স্বার্থিনী ও তদনুবর্ত্তী না হ'লে
নারীরও তেমনি
স্বাতন্ত্র্যেরই উদ্‌গম হয় না,
প্রবৃত্তিবাত্যা
নানা ব্যক্তিত্বে বহুরূপী ক'রে
প্রহেলিকা-সৃষ্টিতে
প্রহসনেরই উদ্ভব ক'রে থাকে। ১২২।

পুরুষের পৌরুষ-সম্বেগ যতই
স্তিমনোন্মুখ হ'য়ে চলে,—
সৎ-সংশ্রয়ী শ্রদ্ধা ও উদ্বহনী সম্বেগ
ততই খিন্নতাপ্রাপ্ত হয়,
যমন ও আত্মনিয়মন-প্রবৃত্তিও
শিথিল হ'তে থাকে;

ফলে, নারীগ্রহণ-ক্ষমতাও
দুর্ব্বল হ'য়ে চলতে থাকে;
আবার, তেমনি স্ত্রীর রজঃ-অনুদীপনা
যতই শ্লথ ও দুর্ব্বল দীপ্তিতে
জাড্যপ্রবণ হ'তে থাকে,
তা'র সৎ-সন্দীপ্ত সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠা
ও শ্রদ্ধোষিত অচ্যুত অনুদীপনাও
ক্লিন্নতায় বহুপ্রসাদী হ'য়ে
বিচ্ছিন্নতায়
কলুষ-সঙ্গতিপ্রবণ হ'য়ে উঠতে থাকে,
সম্বেগ-সম্বুদ্ধ আত্মনিয়মনী তৎপরতা,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী একাগ্র অনুচলনও
অপকর্ষী ও দীর্ণী-ভাবাপন্ন হ'য়ে থাকে;
তাই, পুরুষ ও নারীর
এই জাতীয় অপলাপ-অনুদীপনা
গৃহ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে
ভীতিসঙ্কুল,
জাহান্নমের সরীসৃপী শিস্;
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনী সম্বেগ,
ঈশ্বরই ধাতা,
ঈশ্বরই সর্ব্বসংশ্রয়ী সার্থক কেন্দ্র। ১২৩।

স্বেচ্ছ-অভিসারী ব্যভিচার
যদি প্রতিলোমপন্থী না হয়—
তা' পাপের না হ'লেও অপরাধের,
অবশ্য যদি তা' বিবাহকল্পী না হয়,—
যদিও তা'ও অন্যায্যপন্থী। ১২৪।

ত্বক্ও যেমন জীবনপোষণী যন্ত্র,
কৃষ্টিও তেমনি সত্তাপোষণী তন্ত্র;
সর্ব্বতোভাবে ত্বক্ ফেলে দিয়ে
বেঁচে থাকা কঠিন যেমন,—
কুলসংস্কৃতি উদ্ভূত, জৈবী-ধাতুসঙ্গত
কৃষ্টিগত শাখাপ্রশাখায়
যে যেমনই থাক্ না কেন,
মৌলিক কৃষ্টিকে ত্যাগ ক'রে
ঋদ্ধিলাভ করাও তেমনি ব্যত্যয়ী ও দুরূহ;
তাই, যেখানে যা' সত্তাপোষণে তাৎপর্য্যশীল—
কৃষ্টি-অনুপ্রাণনায়
তোমার জৈবী-ধাতুগত সত্তায়
তা'কে তেমনি ক'রেই গ্রহণ ক'রো—
পরিপোষণী ক'রে তোমার সত্তাসংহতির;
নয়তো, বিকৃতির বিপর্য্যয়ী ব্যতিক্রম
বেভুল পথে
বিনাশপন্থী ক'রে তুলবে তোমাকে,
তা' বংশানুক্রমিকতায়ও সংক্রামিত হ'তে পারে। ১২৫।

কোষ্ঠি ফলে করলে,
ধর্ম্ম ফলে ধরলে। ১২৬।

সশ্রদ্ধ, সক্রিয় অনুবর্ত্তিতা যত শিথিল—
সাফল্যও তেমনি কম। ১২৭।

যেখানে বিরহ,
বৈরাগ্য বীর্য্যবান সেখানেই। ১২৮।

অনুরাগ না হ'লে অনুবর্ত্তন আসে না,
বাধ্যতামূলক অনুবর্ত্তন
কষ্টকরই হ'য়ে থাকে
—স্বতঃ ও সুখকর হ'য়ে ওঠে না। ১২৯।

যে-কথা ও ব্যবহারে
মিলনের পরিবর্ত্তে দ্রোহের সৃষ্টি ক'রে থাকে—
ঔচিত্য তা' হ'তে অনেক দূরে। ১৩০।

মার-এ মানুষ বাড়ে শ্রদ্ধানুপাতিক,
নয় তা'র জীবনের ঝোঁক ভেঙ্গে পড়ে,
না-হয়, নিঃশেষ হ'য়ে যায়। ১৩১।

যে-সঙ্গতি স্বভাবসঙ্গত নয়
তা'র গোড়ায়ই গলদ। ১৩২।

পাছটানে যে মুহ্যমান
চলার পথে নাইকো ত্রাণ। ১৩৩।

অভিজ্ঞতা যেখানে অভিশাপগ্রস্ত—
শয়তানও সেখানে বিদ্রূপ-বিমুক্ত। ১৩৪।

অনুবর্ত্তিতা যত ঢিলে—
অনুসৃজী প্রেরণাও তত শ্লথ। ১৩৫।

ঐশ্বর্য্য যেখানে কেন্দ্রায়িত শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত নয়—
তা' সর্ব্বনাশেরই আগমনী মন্ত্র। ১৩৬।

যে-ঔদার্য্য
জাহান্নমের পথ মুক্ত করে,
তা' বীভৎস। ১৩৭।

অপরিপালিত নির্দ্দেশ
কখনও-কখনও বিপদকেই আমন্ত্রণ করে। ১৩৮।

অসৎ ও অহিত কথা বা আচরণ যেখানে—
মিথ্যাও সেখানে। ১৩৯।

যে-ভোগ শ্রেয়সংহতিতে বিরতি আনে—
তা' দুর্গতিকেই আমন্ত্রণ করে। ১৪০।

ভ্রান্ত আত্মাহুতি
অনাসৃষ্টিরই আবাহক। ১৪১।

জীবনহীন কর্ত্তব্যের দেবতাই হ'চ্ছে—
আপসোস-উদ্‌ভ্রান্ত ভবিতব্য। ১৪২।

প্রস্তুতি যা'দের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,
শান্তিও তা'দের সমস্যাবিহীন। ১৪৩।

উপায়ের যথাবিধি অনুপালন,
প্রস্তুতি, সদ্ব্যবহার ও প্রয়োগকে
সময়মাফিক সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত না ক'রে
যা'রা অবজ্ঞা ক'রে চলে—
উপায়ও তা'দিগকে উপহাসে তাচ্ছিল্য করে। ১৪৪।

অত্যাচারকে অত্যাচার দিয়ে
দমন করা যায় কমই—
যতক্ষণ না তা'র কারণ নিরাকরণ হয়,
তা'কে সাময়িক অবসন্ন ক'রে রাখা যায় মাত্র;
তাই, কারণকে অনুসন্ধান ক'রে
সুনিয়ন্ত্রিত সুকৌশলে

তা'কে অপনোদন কর—
ক্ষিপ্র ব্যবস্থায়,
সঙ্গে-সঙ্গে, অত্যাচারী উল্লম্ফনকে
দমিত ক'রে ফেল,—
যা'তে ক্ষয় ও ক্ষতি
পৈশাচিক নৃত্যে
কিছুকে নিঃশেষ করতে না পারে;
নজর রেখো, কোন দিক্ দিয়েই
যেন সে প্রশ্রয় বা ইন্ধন না পায়,
নইলে অত্যাচার
নির্ব্বিচারে
সর্ব্বস্বান্ত ক'রে ফেলবে। ১৪৫।

উৎপীড়ন যখন মানুষকে আর্ত্ত ক'রে তোলে,
তখন সে আশ্রয় খোঁজে,
আশ্রিত হ'তে চায়,
আর, শাতনই হ'চ্ছে—
অবৈধ বা অশ্রেয় আচারের
উৎপীড়নী অভিঘাত;
আবার, অচতুর যা'রা
তা'রাই শাতন-দণ্ডের আওতায় পড়ে বেশী,—
যদিও অচতুর বেষ্টনীতে প'ড়ে
চতুর ব্যক্তিকেও অনেক সময়
দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'তে দেখা যায়। ১৪৬।

অনিবদ্ধ ব্যক্তিত্ব
প্ররোচিত ও পরিপ্রবণ হ'য়ে ওঠে—
বিচ্ছিন্নতায় আত্মনিমজ্জন করতে। ১৪৭।

আভিজাত্য যেখানে অবজ্ঞাত,
বৈশিষ্ট্যপালী নয়কো,—
ব্যক্তিত্ব সেখানে অপরিশুদ্ধ,
বোধ, দৃঢ়তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টাও সেখানে
মূঢ়, জঞ্জালাকীর্ণ, অসঙ্গত। ১৪৮।

অলোকজ্ঞ বিজ্ঞ হ'তে যেও না,
বিপর্য্যয় অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে। ১৪৯।

অজ্ঞজনের বিজ্ঞ উপাধি
জীবনকে ব্যাধিসঙ্কুলই ক'রে তোলে। ১৫০।

ঘটনা, ব্যাপার দিয়ে
যদি অবস্থা নিরূপণ করা না যায়—
তবে সব সময় ভুল ধারণা হবে। ১৫১।

বিষয়কে যে জানে না,
বিষয়ের ধারণা যা'র নাই,—
সে ব্যাপারকেও বোঝে না
বা বুঝতে চায় না,
তা'র বিবেক যে-বিচার করে
তা' ভ্রান্তিরই ইন্ধনমাত্র,
তা' অন্যায্য, অপকৃষ্ট
এবং সাংঘাতিকই প্রায়শঃ। ১৫২।

হীনমন্যতা যেখানে যত বেশী—
অজ্ঞতাও সেখানে তত ঘন,
আর, চাতুর্য্যও পঙ্কিল সেখানে তেমনতর। ১৫৩।

হীনমন্য ঔদ্ধত্যের কাছে পরাভূতি স্বীকার ক'রে
গর্ব্বেপ্সার ইন্ধন জুগিয়ে
কেউ যদি বড় হ'তে চায়,—
তা'র বড় হওয়া হবে না,
প্রীতিপাত্রও হ'তে পারবে না সে,
মোসাহেব হ'তে পারে,—
কিন্তু তা'ও মনে রাখতে হবে—
তা'র সত্তা, মর্য্যাদা ও সম্পদ্‌কে উপঢৌকন দিয়ে ;
অসৎকে তাজা ক'রে,
তা'র ইন্ধন জুটিয়ে
সৎ বা সত্যের অভ্যুত্থানের পূজারী হওয়া
ঠাট্টার সঙ্‌বাজি ছাড়া আর-কিছুই নয়কো। ১৫৪।

মানুষ নিজের অদৃষ্টকে
বাঁধনবদ্ধ ক'রে তোলে—
তা'র ভ্রান্ত স্বার্থসেবী ব্যবহার ও অনুক্রমণায়। ১৫৫।

দুর্বিনীত অব্যবস্থচিত্ত যা'রা
তা'দের অনুগ্রহও ভীতিপ্রদ,
সংস্রবহীন সৌজন্যই
এড়িয়ে যাওয়ার সুরাহা সেখানে। ১৫৬।

দুর্নীতি বা দুঃশীলতা যেখানে
প্রশংসিত ও পুরস্কৃত—
অত্যাচার অবাধ ও অবাধ্য যে সেখানে হবেই,—
তা' আর কইতে? ১৫৭।

দুষ্কর্ম্ম দুঃস্থিরই আমন্ত্রক,
অবাধ্য দুর্নীতিপরায়ণ যা'রা

মৃত্যুই তা'দের আরাধ্য,
জীয়ন্ত জীবনেও তা'রা কৃতান্ত-অভিশপ্ত। ১৫৮।

তুমি অজচ্ছল গুণসমন্বিত হ'য়েও
দাঁড়ায় যদি দৃঢ় না থাক,—
তবে সব গুণই
ব্যর্থতাতেই বিপর্য্যস্ত হবে। ১৫৯।

প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত বোধ
ভ্রান্তিরই অভিভাবক। ১৬০।

কাম যা'দের কলঙ্কিত—
মনোবৃত্তিও তা'দের তেমনি বিক্ষিপ্ত। ১৬১।

ভাবের ঘরে কারচুপি থাকলে
সে-ভাব চরিত্রে ফুটে ওঠে না,
আপসোস বা স্ফূর্ত্তিও
বিভ্রান্ত-বেচাল হ'য়ে থাকে। ১৬২।

ভাবের যেমন খাঁকতি—
বোধেরও কমতি তেমনি,
ব্যবহারেও গলদ সেখানে। ১৬৩।

তোমার ভাব যদি
ব্যবহারে ব্যক্ত হ'য়ে না উঠলো,
কর্ম্মে মূর্ত্তিপরিগ্রহ না করলো—
তবে তা' জীবনহীন জল্পনামাত্র। ১৬৪।

মানুষ নিষ্কেন্দ্রিক হ'য়ে
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় চলে যখন,

ব্যভিচার দাম্ভিক-গৌরবী যেখানে,
সত্তা সঙ্কুচিত,
বিধি বিপর্য্যস্ত,
ঠগ্‌দারী লোকপ্রীতি মূর্ত্ত যেখানে—
ব্যাপক বিধ্বস্তি আসে সেখানে। ১৬৫।

প্রবৃত্তি-অনুকম্পিত
অযথা বা মিথ্যা ধারণায় অভিভূত না হ'লে—
বাস্তব যা' তা'কে
বিকৃত ক'রে দেখা সুকঠিন। ১৬৬।

যা' বাস্তবে সংঘটিত হ'তে পারে না কোনক্রমে—
এমনতর আজগবী তত্ত্ব নিয়ে
যতই মস্‌গুল হ'য়ে থাকবে,—
নিজে তো ঠকবেই,
অন্যকেও তোমার সাথীয়া ক'রে নেবে। ১৬৭।

উপস্থিত সুষ্ঠু লাভবাহী যা'
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে
যা'রা ভবিষ্যের কাল্পনিক লাভকে
লক্ষ্য ক'রে চলতে থাকে,
তা'রা আশু বা উপস্থিত লাভবাহী যা'
তা'কে তো হারায়ই,
পরন্তু ভবিষ্যতেও
নৈরাশ্যের অধিকারী হয় প্রায়শঃ। ১৬৮।

যে নিশ্চিতকে ত্যাগ ক'রে
অনিশ্চিতের পিছনে যায়—
সে নিশ্চিতকে তো হারায়ই,
অনিশ্চিত হ'তেও বঞ্চিত হয়। ১৬৯।

নিজের বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতার সঙ্গে
সঙ্গতি না রেখে
যা'রা কাল্পনিক উন্নতির প্রয়াস করে—
তা'রা ভ্রান্ত তো বটেই,
বিধ্বস্তির বেড়াজালও সৃষ্টি ক'রে তোলে। ১৭০।

ধারণা যেমন শুদ্ধ
কর্ম্মও তেমনি বুদ্ধ,
আবার, যেমন কর্ম্ম
অবস্থাও তেমনি,
অবস্থা আবার যেমন
পছন্দও তা'র তেমনতর—
ব্রতীও তেমনি সে,
স্বভাবও গ'ড়ে ওঠে তেমনি। ১৭১।

ভুল ধারণা যদি
তোমায় পেয়েই ব'সে থাকে,
তোমার চলনের অভিব্যক্তিতে
সুযোগমত
তা' ফুটে বেরোবেই কি বেরোবে—
সঙ্গতিহারা সংঘাত সৃষ্টি ক'রে,
অমনি ক'রেই তা'
তোমার গতিপথকেও বিভ্রান্ত ক'রে দিয়ে
হঠকারিতার ভণ্ডুল তাণ্ডবে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে। ১৭২।

করবে না কিছু,
ধারণ-পালনের বালাই গ্রহণ করবে না—
আধিপত্য তোমার অটুট থাকবে,—
এমনতর ধারণা কিন্তু ভুয়ো,

আর, তা' না করলেও
কেউ তোমার ধারণ-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে—
তা'ও কিন্তু ভুয়ো কথা;
ঠকবে, অপদস্থ হবে—
তা' আজই হো'ক আর কালই হো'ক। ১৭৩।

দায়িত্বশীল দরদী অনুকম্পা তো নাই-ই,
বরং স্বার্থলম্পট সমালোচনা যেখানে—
আত্মীয়তা ও স্বজন-সম্বন্ধ
লাঞ্ছিতই হ'য়ে চলে সেখানে। ১৭৪।

দায়িত্বহীন মমতা
আর আগ্রহহীন সেবা—
দুই-ই বিকট, অস্বাভাবিক ও সন্দেহের। ১৭৫।

দাঁও পেয়ে যদি চাপান দিয়ে চল
মানুষের অন্তরকে,—
চাপেই বসবাস করতে হবে—
হয়তো আজীবন। ১৭৬।

স্বার্থ, বোধ ও বিবেচনা
একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে
সক্রিয়, পারস্পরিক সঙ্গতিতে
যখনই দানা বেঁধে ওঠে না,—
সর্ব্বনাশ ব্যাপক পক্ষবিস্তারে
তখনই এগিয়ে আসে। ১৭৭।

তুমি যা'র
স্বার্থ ও সম্পদ্ হ'য়ে উঠতে পারনি,

অথচ তোমার বাঁচার আপোষণী ভিত্তি
তা'কেই ক'রে রেখেছ,
নানারকম চালিয়াতি চক্রান্তে
তা'কে নিষ্পেষণ ক'রে
তোমার আত্মপুষ্টির ইন্ধন জোগাড় করছ,
সংগ্রহ করছ তা'কে নিঙড়িয়ে,—
তা'র মানেই, তুমি যা'ই বল—
বাস্তবতায় সে কিন্তু তোমার কেউই নয়,
তাই, আপনার জনের বাহানায়
তা'র শোষক হ'য়ে
আপাত-ভোগলিপ্সায়
নিজের পায়ে তো কুড়োল মারছই,
তা' ছাড়া তা'কে
বা তা'কে ধ'রে যা'রা দাঁড়িয়ে আছে, চলছে—
তা'দেরও সর্ব্বনাশ ক'রে চলছ;
তোমার এই জলৌকাবৃত্তি
বিদ্রূপ-কটাক্ষে
তোমাকে এমনতরই বঞ্চিত করবে একদিন
যে, অজচ্ছল আপসোসেও
ঐ অপলাপের হাত হ'তে
তোমার রেহাই পাওয়া
দুষ্করই হ'য়ে উঠবে। ১৭৮।

সাহসে, ভরসায়, আপনার-জন বোধে
আত্মত্যাগে তৎসম্বর্দ্ধনায় সুখী হ'য়ে
অনুকম্পী পরিচর্য্যায়
শুভ-সন্দীপনায়
সতর্ক, সন্ধিৎসাপূর্ণ পরিবেক্ষণে
অশুভ-নিরাকরণী ব্যগ্রতা নিয়ে

তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সাহচর্য্য-নিরত থেকে
সম্বর্দ্ধনী সমর্থন
ও তৎপ্রতিষ্ঠা-প্রবৃত্তি যেখানে যেমনতর,
আপ্তভাব বা আত্মীয়তাও সেখানে
তেমনি বাস্তব-প্রকৃতিসম্পন্ন ;
যেখানে ওগুলি স্বতঃ-উল্লসিত নয়কো—
অথচ লৌকিক আত্মীয়তার
দাবী বা বড়াই প্রবল,
তা' স্বার্থসন্ধিৎসু শোষণপ্রবৃত্তিসম্পন্ন
আত্মীয়তার ভাঁওতাবাজি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ১৭৯।

ছেদ কখনও
সত্তায় সঙ্গতিলাভ ক'রে
ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারে না,—
প্রকৃতির অনুশাসনই এমন। ১৮০।

বীজের প্রভাব যেমনতর—
প্রকৃতির পরিণয়নও হ'য়ে থাকে তদনুপাতিক। ১৮১।

প্রকৃতি যেমন মমতাশীলা,
তেমনি ক্রূরও,
সুক্রিয়ায় সে মমতাশীলা,
অপক্রিয়ায় সে ক্রূর—
যদি সেই অপক্রিয়া
শুভকে আমন্ত্রণ না করে। ১৮২।

যা'র আধিপত্য তোমার পছন্দ হয় না—
তার আধিক্যেতায় বিরক্তি তো আসেই,

আবদারী অনুকম্পী আবেদনও
তিক্ততাকেই আবাহন করে। ১৮৩।

তোমার অনুচলন
শ্রেয়নিদেশকে লঙ্ঘন ক'রে
তাঁ'কে উপেক্ষা ক'রে চলতে থাকবে যতই,—
মানুষের কাছেও
তুমি উপেক্ষিত হ'তে থাকবে তেমনি। ১৮৪।

মরণ-অভিযান যতই গৌরবময় হো'ক না কেন—
তা' পরাজয়,
আর, জীবন-অভিযান যেখানে
শৌর্য্যমণ্ডিত, সুসঙ্গত, সুব্যবস্থ,
কুশলকলা-অভিদীপ্ত হ'য়েও
বহির্দীপ্তিহীন অথচ সক্রিয়—
তা' সাফল্যই। ১৮৫।

বোধদীপ্ত দূরদৃষ্টির অভাব
মানুষকে নির্ব্বিবাদে
জাহান্নমের দিকে পরিচালিত ক'রে থাকে—
আপাতমধুর ভোগদৃপ্ত সত্তাসংঘাতী
জলুস-বিহ্বল ক'রে। ১৮৬।

শাঁসহীন ভক্তি,
বীর্য্যহীন শক্তি—
দুই-ই বিদ্রূপাত্মক,
বাস্তব-সঙ্গতিহীন জ্ঞান,
আচার্য্যবিহীন ধ্যান—
দুই-ই অলীক। ১৮৭।

ভজনহীন ভক্তি আর যোগ্যতাহীন শক্তি—
দুই-ই অন্তঃসারশূন্য,
কাপট্যের অভিব্যক্তিমাত্র। ১৮৮।

কৃষ্টি যেখানে কেন্দ্রচ্যুত, অবগুণ্ঠিত,
উপস্থিতবুদ্ধিও সেখানে মুহ্যমান—
কৃতিত্বহারা, অকুশল। ১৮৯।

যে-জাতির ভিতর মরণ-কৃতিত্ব
জলুস বিস্তার ক'রে চলে—
কৃতকার্য্যতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে,
সে-জলুস মরণকেই আমন্ত্রণ করে,
সত্তাকিরীট তা'দের দোদুল্যমান—
অসংহত। ১৯০।

যে-জাতি একানুধ্যায়ী
প্রীতিপরাক্রম-অধ্যুষিত নয়কো,
তা'রা সংহতিহারা, বিচ্ছিন্ন-বোধিসম্পন্ন,
দুর্ব্বল স্বতঃই। ১৯১।

বেষ্টনীর সংহতিদৃঢ়তা
যেখানে যত কম,
কেন্দ্রের স্থায়িত্বও সেখানে
তত সন্দেহসঙ্কুল। ১৯২।

প্রিয় বা প্রীতিকে পরিহার ক'রে
আরামদায়ক অবস্থান—
জীবনকে মরুভূমি ক'রে তোলে। ১৯৩।

শ্রেয়কে অবজ্ঞা বা অপমান করা মানেই হ'চ্ছে—
মরণ-প্রসাদে নিজেকে ও মানুষকে
অভিষিক্ত ক'রে তোলা। ১৯৪।

যা' সত্তাপোষণী,
তা' ধীরজ প্রগতিশীল হ'লেও অমোঘ—
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন—
বিবর্ত্তন-অনুক্রমী,
আর, যা' প্রবৃত্তিপোষণী,
তা' মনোমোহী তীব্রগতিসম্পন্ন হ'লেও
উদ্ধত, সত্তাদ্রোহী, অপবর্ত্তনী, অপলাপী। ১৯৫।

পর্য্যায়ী চলনকে অবজ্ঞা ক'রো না,
ঐ চলনকে যতই অবজ্ঞা ক'রে চলতে থাকবে,—
দুরত্যয় বিপর্য্যয়ী বিপাক হ'তে রেহাই পাওয়া
দুরাশা হ'য়ে উঠবে ততই। ১৯৬।

সুকেন্দ্রিক অচ্যুত আনুগত্য-সম্পন্ন
ইষ্টার্থ বা শ্রেয়ার্থপরায়ণ অনুচর্য্যা
যেখানে যেমন ব্যতিক্রান্ত,
পাপ বা পতনও সেখানে পরাক্রান্ত তেমনি। ১৯৭।

যে-আগ্রহ পরিপূরণে তদর্থী কর্ম্মদীপনা নাই,
উপকরণ বা উপাদানের
সংগ্রহ ও সমাবেশ নাই,
ব্যবস্থিতি নাই,
ব্যতিক্রমের নিরাকরণও নাই,
অথচ প্রলোভন আছে,—
সে-আগ্রহ নিগ্রহেরই আমন্ত্রক। ১৯৮।

হৃদয়ে যদি সুকেন্দ্রিক আগ্রহ-অন্বিত
সক্রিয় ভাবদীপনা না থাকে,
শুধু চালাকীর দ্বারা যা'ই করতে যাবে,
ঠকবার সম্ভাবনাই বেশী;
তাই, চালবাজি বা চালাকী
বাস্তবে সৎ কিছু গ'ড়ে তুলতে পারে না। ১৯৯।

বিবর্ত্তনী সম্বেগ যা'দের ভিতর যত বেশী—
অপবর্ত্তনী স্বাধীনতাও তা'দের ভিতর ততখানি,
আর, বিবর্ত্তনে সুসংহত হ'তে হ'লেই
চাই সুকেন্দ্রিকতা,
বিকেন্দ্রিকতা যেখানে
অপবর্ত্তন সেখানে অবশ্যম্ভাবী। ২০০।

প্রগতির প্ররোচনায় যা'রা
অপগতিরই পরিচর্য্যা করে—
অপদেবতার আশীর্ব্বাদে
অপকৃষ্ট সংস্থিতিতেই
তা'রা পুরস্কৃত হ'য়ে থাকে,
বীভৎস অভিনন্দনে নাকাল হ'য়ে
আত্মনিমজ্জন করা ছাড়া
তা'দের পথ কোথায়?
তাই, ফিরে দাঁড়াও এখনও,
বৃদ্ধিদ চলনে চলন্ত হ'য়ে ওঠ। ২০১।

অসৎ-বীর্য্যী পরাক্রম
যা' মানুষকে ঈশ্বরভ্রষ্ট ক'রে,
ইষ্টভ্রষ্ট ক'রে, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যভ্রষ্ট ক'রে
উদ্বর্দ্ধনী জনন-সংস্কৃতিকে বিশীর্ণ ক'রে তোলে—
প্রবৃত্তিপ্রসাদী আত্মম্ভরি ঔদার্য্যের বাহানায়,

এক কথায়,
যা' বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
অসংহত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক'রে
দাসত্ব-প্রবণতায়
বিবর্ত্তনে বিক্ষোভ এনে দেয়—
তা' কিন্তু বীরত্ব নয়,
বরং আপদ-উদ্দীপী,
তা'দের সম্বর্দ্ধনী অভিনন্দন
শাতনী 'স্বাগতম্',
বুঝে চ'লো। ২০২।

আত্মঘাতী আদর্শ যখন
মরণবীর্য্যী হ'য়ে ওঠে—
জয়ের চাইতে মরণ-সার্থকতায়,
মিলনান্ত হ'তে
বিয়োগান্তের পূজারী হ'য়ে ওঠে গণ-হৃদয়,
অনীত, বিকেন্দ্রিক, আদর্শহারা,
অব্যবস্থ, একদেশদর্শী, স্বার্থসন্ধিক্ষু
নেতৃত্ব যেখানে প্রভাবান্বিত,
সহযোগিতাহীন স্ব-স্ব-প্রধান সংহতি
পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বিরোধপ্রবণ,
উচ্চকে অবনত করা,
অবনতদিগকে সাবাড়ে পরিচালিত করা
—এই হ'য়ে ওঠে বাহাদুরি ঔদার্য্য,
পরাক্রমী কৃতি-কৌশল যখন
ভীরুতা ব'লেই বিবেচিত হয়,
শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ন্যায়ের বাহাবা
মুখরিত হ'য়ে ওঠে ওরই সমর্থনে,—

আদর্শ, ধৰ্ম্ম, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য, বৰ্দ্ধনা,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সত্তাপরিরক্ষণা
তখন হ'য়ে ওঠে ভীরুতা,
সম্বৰ্দ্ধনী সংহতি হয় ব্যঙ্গ-কৌতুক;
যেখানে এমনতর—
বুঝবে, জাহান্নম এগিয়েই আস্‌ছে ক্রমশঃ। ২০৩।

তোমার বীৰ্য্যবত্তা বা বীরত্ব
কৃষ্টিকে অবদলিত ক'রে তোলে—
সংহতিতে সংঘাত এনে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে তা'কে—
সত্তা ও সম্বৰ্দ্ধনাকে
সংঘাতে নিরোধ ক'রে অবলুপ্ত করে তাকে—
আত্মঘাতী শৌর্য্যে—
সে-বীরত্ব বা বীৰ্য্যবত্তা
তোমার নিজের
তোমার জাতির
তোমার দেশ, রাষ্ট্রের
গ্লানি ছাড়া আর-কিছুই নয়,
অন্তরালে অনুসৃত সৰ্ব্বনাশ
অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে
সাংঘাতিক সংঘাত নিয়ে
আক্রমণে নিঃশেষ ক'রে ফেলবে সত্বরই। ২০৪।

সৎ ও সুষ্ঠুকে সন্দীপ্ত না ক'রে
তা'তে সংঘাত হানা মানে—
অসৎ-নিরোধে ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে
তা'কেই উচ্ছল ক'রে তোলা,
অসতের জ্বালাময়ী হোতা হ'য়ে ওঠা। ২০৫।

প্রেষ্ঠ-অনুচর্য্যা, তাঁ'র সঙ্গলোলুপতা
উদগ্র না হ'য়ে
স্তিমিত চলনে যতই চলছে,
মনে যেন থাকে—
ব্যতিক্রম অদূরেই অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। ২০৬।

ইষ্টার্থপোষণী চিন্তা ও চলনের অজুহাতে
মুখ্য ইষ্টার্থকে
যতই গৌণ ক'রে তুলবে—
বিবর্ত্তনী সম্ভাব্যতা
স্তিমিত হ'য়ে চলবে ততই। ২০৭।

যখনই দেখছ
ইষ্টার্থপোষণী সত্তাসংস্থিতিকে অবজ্ঞা ক'রে
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে অবলাঞ্ছিত ক'রে
তোমার দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণই হো'ক
আর কামক্রোধাদি প্রবৃত্তিই হো'ক—
ঔদার্য্যের মহড়ায় আত্মবিকাশ করছে
ক্ষয়িষ্ণু ক'রে সত্তা-সংহতিকে,
অপলাপ ক'রে বিবর্ত্তনকে,—
প্রবঞ্চনা-প্রলুব্ধ ঔদার্য্য তোমার
আত্মঘাতী পথ-অবলম্বনায়
সর্ব্বনাশকেই স্বাগত-সম্ভাষণ জানাচ্ছে—
এটা কিন্তু ঠিকই। ২০৮।

ইষ্ট বা আদর্শের প্রতি
একমুখিনতাকে ব্যাহত ক'রে
সন্দিগ্ধমনা দোষদৃষ্টি যেই আসতে সুরু করলো—
তোমার জীবনে নিপাত-অভিযান
সুরু হ'লো কিন্তু তখন থেকেই। ২০৯।

যে যা'তে শ্রদ্ধানিবদ্ধ বা আসক্ত
তা'র জীবনও উৎক্রমণ বা অপক্রমণ-শীল হয় তেমনি;
অচ্যুত শ্রদ্ধানিবদ্ধ নয় যা'রা—
বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, বিকৃত হ'য়ে
আত্মবিলয় করা ছাড়া
তা'দের আর পথ কোথায়? ২১০।

কুৎসিত আচার, কুৎসিত সংসর্গ,
কুৎসিত পান-ভোজনাদি,
কুৎসিত পরিচর্য্যা ও গ্রহণ,
কুৎসিত সহবাস
যা'র জীবনে যত প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে,
সে যত বড়ই
কৃষ্টিতপা-কুলসম্ভূত হো'ক না কেন,
তা' তা'র জীবনের
ঐ কৃষ্টিতপা সংস্থিতিকে
ক্রমশঃ খিন্ন ক'রে তো'লে,
আর, যে কুৎসিত প্রবৃত্তিগুলিকে
সে কৌলিক-ধারাবাহিকতায়
বিন্যাসপ্রবণ ক'রে রেখেছিল—
সৎ-সন্দীপনায় সম্বিৎ-প্রবণ ক'রে,
সেগুলি ঐ কুৎসিত পরিভৃতির প্রভাবে
সৎ-সংহতি হ'তে বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
নিজেরাই পুষ্ট হ'য়ে চলে,
ফলে, কুৎসিত ঝোঁকই
ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হ'তে থাকে,
কৌলিক কৃষ্টি-সংহতি অমনি ক'রেই
ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
অপকর্ষের দিকে এগুতে থাকে,

মানুষ আদর্শহারা, মেধা, বুদ্ধি, স্মৃতিহারা,
আত্মমর্য্যাদা ও সম্ভ্রম-হারা হ'য়ে
কুৎসিত জনন-সংস্রবে
নিজের ঐ কৃষ্টিতপা সংহিত জীবনকে
জাহান্নমে বিলীন করতে বাধ্য হ'য়ে থাকে,
তাই, শ্রেয়-সংশ্রয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব ও কৌলিক মর্য্যাদাকে
যদি কৃষ্টিতপা ক'রে রাখতে চাও,
বিহিতভাবে নৈষ্ঠিকতা নিয়ে
ঐগুলিকে পরিহার ক'রে চলতে প্রয়াসশীল থাক,
নয়তো, ভ্রান্তি
কঙ্কাল-আলিঙ্গনে
তোমাকে কলঙ্কে কুৎসিত ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
তুমি হারাবে সব,
আর, হারালে,—হারাচ্ছ যে
তা' বুঝবার ক্ষমতাও অবসন্ন হ'য়ে
তোমার মনোদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে—
শুধু অপদার্থ নয়—
কুপদার্থেও পরিণত ক'রে তুলবে তোমাকে। ২১১।

যে-জীবনে
পূরয়মাণ শ্রেয়ার্থসন্দীপী একানুরক্তি নেই,
তীব্র সম্বেগ নেই,
লাগোয়াভাব অর্থাৎ ক্রমাগতি নেই,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনশীল নয়কো যে-জীবন—
সে-জীবন
স্থৈর্য্যহারা, শৌর্য্যহারা, বিকেন্দ্রিক,
বিক্ষুব্ধ, বিচ্ছিন্ন-বিবেক, শ্লথ,
দৈন্যপীড়িতই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ২১২।

যে-উত্তেজনা ইষ্টার্থপরিচর্য্যাকে
বিভ্রান্ত ও ব্যাহত ক'রে তোলে,
বিচ্ছেদকে আমন্ত্রণ করে,
গণবিদ্বেষ ও বিদ্রোহকে আবাহন ক'রে
সংহতির অপলাপ করে—
তা' কিন্তু
শয়তানেরই আমন্ত্রণ-সঙ্গীত। ২১৩।

ইষ্টার্থপ্রণোদিত মুখ্যকর্ম্ম যা'
তা'তে শ্লথ হ'য়ে
বা তা' ছেড়ে
নিজের অভিসন্ধি-আপূরণী
যা'-কিছুই করতে যাও না কেন,
তা' তোমাকে সংঘাত-বিধুর করতে
ত্রুটি করবে কিন্তু কমই;
তোমার অযাচিত
ঐ আত্মপ্রসাদী ইষ্টার্থী কর্ম্ম
যেমনতর নিষ্পাদন-বিভূতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে—
সময়ের সঙ্গতি নিয়ে,—
অযাচিতভাবে
তুমি স্বার্থকেও সুগম ক'রে তুলবে কিন্তু তেমনি;
নয়তো, কানা চোখ নিয়ে চলবার মতন
একপেশে চলনা
কখন্ কোন্ ভাগাড়ে ফেলবে তোমাকে
তা'র কিন্তু ঠিক নেই। ২১৪।

তোমার সমস্ত জীবন, চিন্তা ও কর্ম্ম নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
হয় তোমাকে শ্রেয়নিষ্ঠ হ'তে হবে—

তদনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে,
নয়তো, তোমাকে
পাতিত্যের পরম অজ্ঞতায়
সত্তাকে আহুতি দিতেই হবে,
আভিজাত্য-অভিঘাতী, মূঢ়-স্পর্দ্ধী
হীনশ্রদ্ধ, অপদার্থ জীবন নিয়ে
খুশী হ'য়ে থাকা ছাড়া উপায়ই থাকবে না। ২১৫।

শব্দ যখন সুরে বিন্যাসলাভ ক'রে
আভ্যন্তরীণ স্পন্দনকে
অনুকম্পনায় সুসঙ্গত ক'রে
অনুবেদনা ও ভাবাবেগকে উচ্ছল ক'রে তোলে,
তখন তা' ভাল লাগে, প্রীতিপ্রদ মনে হয়;
আর, যে-শব্দ তা' করে না,
জীবনের সাথে তা' বেসুরো হ'য়ে ওঠে,
ভাল লাগে না,
তাই, বিরক্তিকর মনে হয়,
আবার, বিকৃতিও নিয়ে আসতে পারে। ২১৬।

বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন
বুদ্ধিবৃত্তিকে ভোঁতাই ক'রে তোলে,
সম্বর্দ্ধনী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়া
মানুষ বড় হয় না,
মানুষের উন্নতির একটা প্রধান উপাদানই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যপালী পারস্পরিক সম্বর্দ্ধনী সক্রিয়তা;
আর্য্যদের বর্ণাশ্রমের
একটা বিশেষ তাৎপর্য্যও ওটা। ২১৭।

যেখানে একঘেয়ে কাজ—
সেখানে ছুটি বেশী থাকা ভাল,
কারণ, বৈচিত্র্যহীনতা মানুষের মস্তিষ্কের
বোধায়নী তৎপরতাকে
অবসন্ন ক'রে তোলে,
তাই, তৎ-পরিপূরণে ছুটির প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে—
বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হ'তে;
আর, যে-সব কাজে
নানা বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হ'তে হয়,
সে-সব কাজে বেশী ছুটি উপাদেয় না হ'য়ে
অপকারেরই হ'য়ে ওঠে,
এবং তা' কর্ম্মীদের স্নায়ু ও বোধিকেন্দ্রকে
শ্লথ ক'রে তোলে,
সময়োপযোগী সুযোগ ও সুবিধার
সুবিন্যস্ত নিয়োগ-সন্ধিৎসাকে
ক্রমশঃ স্তব্ধ ক'রে তোলে,
অভ্যাসের স্থিতিস্থাপকতাকেও
তা' দুর্ব্বলই ক'রে ফেলে,
তাই, সেখানকার বিরমণ
বিধানের চাহিদামাফিকই হওয়া উচিত। ২১৮।

বিষয়ান্তর থেকে যা'রা আহরণ করে,
বা বিভিন্ন ব্যষ্টি থেকে
যা'দের আহরণ করতে হয়,
সন্ধিৎসু বোধায়নী পরিক্রমায় চ'লে
অনুশীলনে অভ্যস্ত থাকতে হয় যা'দের,
বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে
উৎসব-উদ্যম-উদ্যত
পবিত্র দিবস বাদে কর্ম্মবিরতি

তা'দের বিধিস্রোতা জীবনধারাকে
শ্লথই ক'রে তোলে;
আবার, তেমনতর উপজীবিকাসম্পন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা
যদি অযথা কর্ম্মবিরত হয়,—
তা'তে তা'দের যোগ্যতা-অর্জ্জনী অভ্যাস
শ্লথই হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র ফলে
তা'দের নিজেদের ও গণগোষ্ঠীরও
অসুবিধাই হ'য়ে থাকে,
অনেক সময়
অনেক উৎপাতই ভোগ করতে হয়,
বোধ-বিনায়নী সম্বেগের শ্লথতার দরুণ
ভবিষ্যতে কর্ম্মনিরতিও
খানিকটা শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
তাই, সম্বেগ-প্রগতিও
জীবনে কিছুটা ক্ষুণ্ণই হয়;
কিন্তু যা'রা একই রকমের একঘেয়ে কর্ম্মনিরত,
একঘেয়ে বোধি-বিনায়নে
যন্ত্রবৎ চালিত হ'য়ে থাকে যা'রা,
ঐ রকম কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
জীবনযাপনী আহরণ
সংগ্রহ করতে হয় যা'দের,—
তা'দের পক্ষে মাঝে-মাঝে
ঐ-জাতীয় কর্ম্মবিরতি
জীবনীয়ই হ'য়ে ওঠে,
তা' তা'দের সম্বেগকে সম্বুদ্ধই ক'রে তোলে;
তাই, ছুটি বা কর্ম্মবিরতি
কোথায় কেমন ক'রে নির্দ্ধারিত করবে—
ঐ দিকে নজর রেখেই ক'রো;

অবিকৃত অবিরাম চলনই জীবন-সম্বেগ,
আর, যেখানে বিকৃতি যতটুকু—
ব্যাহতিও সেখানে ততটুকু,
অবিরাম সলীল-নন্দনাই
ঈশ্বরের সিংহাসন। ২১৯।

দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থানুগ সঙ্গতিতে
কোন প্রত্যক্ষ দর্শন
বিষয় ও ব্যাপারের সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
যদি অন্বিত হ'য়ে না ওঠে
একটা সার্থক অন্বয় নিয়ে,—
তাও কিন্তু প্রবৃত্তি-প্রসূত ধারণা-অনুলম্বিত,
আর, তাও কিন্তু
ঘটনার তত্ত্বকে স্পর্শ করতে পারে না,
তাই, তা' সম্যক্‌ভাবে গ্রহণীয় নয়,
তা'র অনুসরণ ভ্রান্তিরই হোতা। ২২০।

উত্তর যেখানে সহজ ও স্বচ্ছ নয়,
তা'র মানে, সেই উত্তরের অন্তরীক্ষে
অনেক-কিছু চাপা আছে,
বা তৎ-সম্বন্ধীয় ধারণা
সুসঙ্গত হ'য়ে
সঙ্গতিশীল বিন্যাসে
সুবীক্ষণী আত্মনিয়মনে
স্বস্থ হ'য়ে ওঠেনি,
অর্থাৎ চাহিদা ও ধারণা
এলোমেলো বা অগোছালো হ'য়ে—
সার্থকতায় উপনীত হয়নি। ২২১।

সমস্যা নিরাকরণের ধাঁধা কাটে মানুষের তখনই,
যখনই অনুশীলনের ভূয়োদর্শনে
বাস্তব করায়
অর্থান্বিত সঙ্গতিতে
তা' অধিগত হ'য়ে
যোগ্যতার বরে
মানুষের অজ্ঞান-গ্রন্থিমুক্ত হ'য়ে ওঠে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে;
তোমার জানা যতটুকু
সমস্যা বা ধাঁধা তা'রও পারে। ২২২।

যা'রা করে,
মায় সহকর্ম্মীসহ তা'দের অবস্থা,
বিষয়, ব্যাপার ও উদ্দেশ্যের
সার্থক সুসঙ্গত বিবেচনায়
সমীক্ষ বিচারে
সর্ব্বসঙ্গত বিনায়নায়
তা'দের অধিগম্য কী
আর, কেমনতর হ'লেই বা তা'
উন্নতিশীল হওয়া সম্ভব,—
বেশ ক'রে ধীইয়ে
উপদেশ যদি দিতে হয়,
দিও—
সামগ্রিকতা নিয়ে;
—তা' বরং তা'দের কাজে লাগতে পারে;
মোৎফরাক্কা উপদেশ
একটা বাজার-গরম-করা
বিজ্ঞ দাম্ভিকতারই পরিচায়ক,
তা'তে উপকার তো হয়ই না কা'রও,
বরং অপকারই সম্ভব,

কারণ, সে-সমালোচনা
পরিধ্বংসেরই আবাহক,
তা' কর্ম্মীদের অকর্ম্মণ্যতার
মিথ্যা পরিচয়ে
তা'দিগকে মানুষের চক্ষুতে
হীন ব'লেই পরিবেষণ করে। ২২৩।

নিরাশায় অবশ হওয়ার চাইতে
আশাদীপ্ত থাকা ঢের ভাল,
তাই ব'লে, অলস বা অসৎ আশাবাদী হওয়া
ভাল না;
আশাকে সমাধান করতে পারে—
এমনতর সুসঙ্গত কর্ম্মরচনার ভিতর-দিয়ে
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোলাই
আশা-আপূরণার বিহিত পথ। ২২৪।

তোমাকে পেয়ে
যে প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
ভূয়সী অন্তর-উদ্দীপনায়,
তা'র সৌজন্য-অভিজ্ঞান থাকুক বা না-থাকুক,
তুমি যদি সেখানে
ঐ প্রীতি-পরিচর্য্যায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
সংঘাত সৃষ্টি কর,—
প্রকৃতির অভিশপ্ত নিদাহ-ধুক্ষা
তোমাকে দুর্ভোগগ্রস্ত ক'রে
অন্তরকে রোরুদ্যমান ক'রে তুলবে। ২২৫।

মানুষ কিসে অন্তরাসী মুখ্যতঃ
তা' বুঝতে তোমার দেরী হবে না,
তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগই তা' ব'লে দেবে;
যা' তোমার শুভপ্রদ হ'য়ে ওঠে বাস্তবে—
তা' যেমন তোমার সহজ চাহিদা,
অন্যেরও কিন্তু তা'ই,
অন্যের প্রতিও তেমনি করণীয়। ২২৬।

মানসিক ভাবের অধিগতি যেমনতর—
চারিত্রিক ও দৈহিক ব্যঞ্জনাও তেমনতর। ২২৭।

যা'কে যেমন মানবে
তা'কে তেমন জানবে। ২২৮।

যা'র কথা রাখবে না,
বা রাখতে পারবে না,
যা'র সিদ্ধান্ত মেনে চলবে না,
বা মেনে চলতে পারবে না—
এমন-কি, শুভ-সঙ্গতি ও যুক্তিসত্ত্বেও,—
তা'কে তোমার বিষয় জিজ্ঞাসা করা মানেই
তা'কে তাচ্ছিল্য করা,
এই তাচ্ছিল্যের প্রতিক্রিয়া
তা'কেও তদনুরূপই ক'রে তুলতে থাকবে—
অনুকম্পাহারা ক'রে। ২২৯।

শ্রদ্ধা-উদ্দীপী আদর ও উপরোধের ভিতর-দিয়ে
মানুষের পরিশুদ্ধি-প্রবৃত্তি
সহজ হ'য়ে ওঠে,
আর, পরিশোধনী অভ্যাসও
অনেকখানি প্রসাদসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। ২৩০।

উচ্ছৃঙ্খলতা যেখানে
অবিনায়িত অমিত বিশৃঙ্খলা নিয়ে চলে—
সেখানে অমিত হকচকানি দান ও কসন
যা' তা'কে হতভম্ব ক'রে তোলে,
তা' অনেক সময় তা'র সংশোধনে
কার্য্যকরী হ'য়ে থাকে;
সব ব্যতিক্রমী চলনার ভিতর-দিয়েও
ঐ স্মৃতি-অনুবেদনা
তা'র অন্তরে
সম্বেদনী সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
ঐ বিশিষ্ট পথেই
তা'কে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে থাকে ব'লেই
তা' হওয়া সম্ভব। ২৩১।

তোমার শ্রদ্ধা বা আসক্তি
ও আচরণ যেমন—
বোধসঙ্গতিও তেমনি হ'য়ে ওঠে,
জন্মবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আভিজাত্য
ঐ শ্রদ্ধা বা আসক্তি
ও তদনুগ আচরণের ভিতর-দিয়ে
বোধসমাবেশ লাভ ক'রে
উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হ'তে থাকে তেমনি,
অপকৃষ্ট হ'লেও
তোমার অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতিতে
যে-সম্ভাব্যতা অনুস্যূত হ'য়ে আছে,
তা' একদম খতম নাও হ'তে পারে,
কিন্তু ঐ সম্ভাব্যতার সম্বেগ
তোমার শ্রদ্ধা বা আসক্তি ও আচরণানুপাতিক
বিন্যস্ত বা অবিন্যস্ত বোধায়নী সমাবেশ সৃষ্টি ক'রে

তোমাকে উৎকর্ষ বা অপকর্ষে
নিয়ন্ত্রিত করতে কসুর করবে না;
তাই, উন্নতি বা অবনতির পথ
তোমার শ্রদ্ধা বা আসক্তির পাত্র
ও তদনুবর্ত্তিতার উপর নির্ভর করে। ২৩২।

প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠবে যা'র যেমনতর
প্রীতিও পাবে তা'র তেমনিই। ২৩৩।

প্রীতি, পোষণ, শাসন—
এই ত্রয়ী সঙ্গতির ভিতর-দিয়েই
নিয়ন্ত্রণ কৃতী হ'য়ে ওঠে—
যদি ঐ নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য-অনুগ হয়। ২৩৪।

নিজে যে শাসিত হয় না—
তুষ্টি-তৎপরতা নিয়ে,
সে শাসনও করতে পারে না কাউকে—
তুষ্টিতৎপর ক'রে তুলে উদ্বুদ্ধ আবেগে। ২৩৫।

মানুষ শাসনে সংযত হয়,
আর, তোষণে সংবুদ্ধ হয়,
অনুপ্রেরণা পায়;
তাই, শাসনের সাথে তোষণ না থাকলে
কাউকে সংশোধনের পথে নেওয়া কঠিন। ২৩৬।

বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহ-অনুরাগে
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায় নিয়ন্ত্রণবাধ্য না হ'য়ে
বাধ্যতামূলক যথেচ্ছ শাসনের আওতাতেই যদি
কেবল পশুবৎ চালিত হয়,—

তবে তা'র পরিণতি
পাশবিকই হ'য়ে ওঠে। ২৩৭।

যেখানে কা'রও অভিভাবক বা শুভানুধ্যায়ী
তা'র সংশোধন-ব্যাপারে
তোমার সাথে
সরল ও সাধু সহযোগিতা না করে,—
তুমি যত বড়ই মহাপ্রাণ হও না কেন,
তা'র কুৎসিত চরিত্রকে
সংযত ও সংহত ক'রে
শ্রেয়পন্থী ক'রে তোলা
সুদূরপরাহতই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে,
তোমার মহাপ্রাণতা সেখানে
বিপদ্ ও বিধ্বস্তির আঘাতে
বিক্ষত ও বিপন্ন হওয়াই সম্ভব। ২৩৮।

কা'রও দায়িত্ব, অভিভাবকত্ব বা অনুচর্য্যিতার আওতায়
যে বা যা'রাই থাকুক না কেন,
তোষণে, পোষণে, শাসনে, ভর্ৎসনায়, দণ্ডে
তা'দিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা'দের জীবন ও বর্দ্ধনকে
সংযমনী তাৎপর্য্যে
প্রবর্দ্ধন-প্রদীপ্ত ক'রে তোলার অধিকার
তা'র সর্ব্বতোভাবেই আছে,
এটা প্রকৃতিরই অবদান;
এই প্রাকৃতিক অবদানের উপর
হস্তক্ষেপ যদি কেউ করে,
তা' অবৈধ অনুশাসন ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,—

যা'র ফলে, সংহতি
উচ্ছৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল হ'য়ে
সমাজের পক্ষে বিষ-জৃম্ভী হ'য়ে ওঠে। ২৩৯।

প্রীতি-সন্দীপনায়
অহৈতুক অনুবর্ত্তী দেখেও
যা'দের কম দেওয়া হয়েছে—
তা'রা পাবে বেশী,
আর, প্রত্যাশাপূর্ণ অনুবর্ত্তিতার দরুণ
যা'দের বেশী দেওয়া হয়েছে—
তা'দের পাওয়া কমই হ'তে থাকবে। ২৪০।

যে বা যা'রা
তোমার অনুকম্পা-উৎসারণী
অযাচিত অনুগ্রহ হ'তে বঞ্চিত,
বা তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার
প্রত্যাশাই করতে পারে না,
তুমি যেই হও না কেন—
তা'দের কাউকে কোনপ্রকারে নিগ্রহ করা
তোমার পক্ষে নিতান্ত অপরাধের,
কারণ, যা'কে তুমি
সত্তাপোষণী অনুগ্রহ-অবদান হ'তে
বঞ্চিত করেছ—
তা'কে শাসন করবার অধিকারও তোমার নাই,
তবে শুভ-সন্দীপনী অসৎ-নিরোধে
সবারই অধিকার আছে। ২৪১।

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক,
সন্ধিৎসা, বোধ-ব্যবহার, চাল-চলনগুলিকে

উদ্দেশ্যে কেন্দ্রায়িত ক'রে
এমনতর সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে হয়—
যা'তে তীক্ষ্ণ ধী নিয়ে
সামঞ্জস্যে সার্থক ক'রে তুলে
কূটকৌশলে নিখুঁতভাবে
অনুধাবন করতে পার ব্যাপারগুলিকে,
আর, বিপত্তি আসার আগেই
অচ্ছেদ্য নিরোধ সৃষ্টি ক'রে রাখতে পার—
উৎক্রমণী চলনাকে
অব্যাহত গতিতে চালিয়ে—
সার্থক কৃতিত্বে,
নয়তো, অন্তর্নিহিত ফাঁকগুলি
এমনতর বেফাঁস বিকৃতির পথ খুলে দেবে—
তুমি তা'তে ব্যর্থ হ'তে বাধ্য হবেই কি হবে। ২৪২।

তোমার স্নায়ুতন্ত্রে
বিধানের কোন-কিছু যদি
সঙ্গতিলাভ ক'রে না থাকে—
সেখানে যেমন তোমার
বেদনাবোধ থাকে না,
তেমনি হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে
তোমার আত্মসম্বেগ
যেখানে চারিয়ে যায়নি—
বোধ ও বেদনাও সেখানে
তেমনি মূঢ় অভিভূতি নিয়েই চ'লে থাকে;
এক-কথায়, যা'কে আপনার ক'রে না নিয়েছ—
সে লাখ করুক তোমার জন্য,
তুমি তা'কে অনুভব করতে পার কমই,

নিজেরই ধুক্ষিত চাহিদায়
তুমি তখন পরিব্যাপ্ত হ'য়ে থাক—
দাম্ভিক গর্ব্বেপ্সায়
প্রত্যাশাবিধুর হ'য়ে;
আবার, আত্মিক স্নায়ুসঙ্গতি যদি থাকে—
তখন তা'র এতটুকু করাও
তুমি প্রভূত ব'লে বোধ কর। ২৪৩।

তোমার শারীর-বিধানের
কোন ক্ষুদ্রতম অংশও যদি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ঐ বিধানের পরিপোষণায়
নিজের বৈশিষ্ট্যকে জীয়ন্ত রেখে
চলৎশীল না থেকে
বিকৃতি লাভ করে
বা বিধানের ক্ষতিকারক হ'য়ে ওঠে,
প্রকৃতিই তা'কে যেমন
বিধান-বিচ্যুত ক'রে দেয়
বা তা' যেমন বিধানকেই বিকৃত ক'রে তুলে
অশেষ কষ্টের কারণ হয়,
তেমনি তোমার কেউ
সার্থক সম্পোষণী অনুবেদনা নিয়ে
সক্রিয় শুভ-সমর্থনে
তোমাতে যদি আত্মনিয়োগ না করে—
তুমি তা'র জন্য অমনতর করা সত্ত্বেও
বরং তোমার ক্ষতিসাধনে উদ্যত হয়,
তাহ'লে, প্রকৃতিই তা'কে
তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়,

বা তোমার সঙ্গে থাকলেও
তোমার অশেষ কষ্টের কারণ হ'য়ে ওঠে সে—
মর্য্যাদাকে বিপন্ন ক'রে ;
তোমার সঙ্গে আত্মিক সঙ্গতি নিয়ে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে না সে—
নিকট-সান্নিধ্য সত্ত্বেও ;
প্রত্যেকের বেলায়ই এমনতর,
—বোঝ,
যেমন ক'রে চলা উচিত তোমার
তেমনি ক'রেই চল। ২৪৪।

উদ্দেশ্য এক থেকেও
যা'রা একমত হ'তে পারে না,
একপন্থী কর্ম্মানুচর্য্যী হ'তে পারে না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ প্রবৃত্তি-অভিভূতি
তা'দের স্বার্থসম্পদ্ হ'য়ে উঠেছে—
পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে
যা' অতীতের পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে
বর্ত্তমানকে আমন্ত্রণ ক'রে তুলেছে
যা'র-যা'র পক্ষে যেমনতর—
পরস্পরের ঐক্যানুবন্ধকে ব্যাহত ক'রে ;
তাই, শ্রেয়ার্থ-অনুধ্যায়ী একানুধ্যায়িতার
সশ্রদ্ধ সম্বেগই
পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে
ঐক্যনিবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
শ্রদ্ধাই শ্রেয়কে ধারণ করতে পারে—
পরস্পরকে ঐক্যনিবদ্ধ ক'রে
প্রতি-পরস্পরকে আপূরিত ক'রে। ২৪৫।

তোমার সত্ত্ব যেখানে—
স্বার্থও সেখানে,
তুমি যা'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠনি—
স্বত্বও সেখানে তোমার অবাস্তব;
আর, যা'কে বুঝে
তা'র অন্তরে ঢুকতে পার,
বা তেমনি ক'রে চলতে পার—
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে মনোজ্ঞ হ'য়ে—
নিরন্তরতায়,
তুমি তা'র অন্তরঙ্গ,
অন্তরঙ্গ মানে অন্তরে যাওয়া
বা মনের মতন হওয়া;
এই সত্তাস্বার্থী
মনোজ্ঞ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
একের স্বত্বে
অন্যে স্বত্ববান হ'য়ে ওঠে বাস্তবে। ২৪৬।

যা'র সত্ত্ব তোমার সত্তাপোষণী,
এক-কথায়, যে তোমার স্বার্থ,
সশ্রদ্ধ বা স্নেহল আকর্ষণে
যা'র প্রতি তুমি দ্বিধাশূন্য মনে
কর্ত্তব্য পরিপালন ক'রে চল,
এক কথায়,
তা' তুমি না ক'রেই থাকতে পার না—
অন্তরের অচ্যুত অনুরাগ-উল্লসিত পরিচর্য্যায়,—
কৃতজ্ঞতা যদি তা'র চরিত্রে
সহজ উৎসারণশীল
সুসন্বেগী ও অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে চলে—
স্বভাব ও সঙ্গতির সমবায়ে,

অধিকারও তোমার সেখানে স্বতঃই,
দাবীও সেখানে
প্রত্যাশারহিত অবদানে আপূরিত। ২৪৭।

সহ্য, স্বার্থান্বিত হওয়া ও সমর্থন—
এ তিনই যেখানে অবাধ্যভাবে
পরস্পরকে নিবদ্ধ ক'রে তোলে,
আত্মীয়তা বা আপ্ত স্বীকৃতি—
যত ব্যতিক্রমই হোক
আর যেমন বিপর্য্যয়ই আসুক—
সানুকম্পী সহানুভূতি নিয়ে
সেবা-তাৎপর্য্যের সহিত
পালন, পোষণ
ও অধ্যবসায়ী পূরণপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে
স্বতঃ ও সলীল গতিতেই চলতে থাকে সেখানে,
অন্তরাস
উদগ্র আহুতি নিয়ে
সন্ধিৎসু চকিত ব্যস্ত পায়ে
পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রেই চলে। ২৪৮।

তোমার আত্মীয় তা'রাই—
যা'রা তোমার সত্তায় বা জীবনচলনায়
সঙ্গতিশীল,
স্বতঃই তোমাতে স্বার্থান্বিত,
অস্তিবৃদ্ধির হোমহোতা যা'রা তোমার—
স্বভাব-সন্দীপনায়,
অনুকম্পী অনুবেদনায়,

তোমার জীবনে
পালন-পোষণ-আপূরয়িতা যা'রা,
তাই, তা'রাও তোমার স্বতঃস্বার্থ,
অনুবেদনী অনুচর্য্যার সামগ্রী,
আপালনীয়, আপূরণীয়, আপোষণীয়;
আর, পরিবার তা'রাই তোমার—
তুমি যা'দের দ্বারা
পরিষেবিত,
পরিবেষ্টিত,
তুমি বরেণ্য যা'দের,
যা'রা আরতিসম্পন্ন তোমাতে,
যা'দের স্বার্থ
তোমার স্বার্থকেই পরিপুষ্ট করে,
নিজের জীবনের মতনই ক'রে
তোমার অস্তি-বৃদ্ধির অনুচর্য্যাশীল যা'রা—
স্বতঃ-আহরণ-তাৎপর্য্যে,
তোমার সমর্থন, প্রশংসা ও খ্যাতিকে
যা'রা নিজেদের সমর্থন ও খ্যাতি ব'লে
অনুভব করে,
তা'তে গৌরবান্বিত হ'য়ে ওঠে যা'রা,
প্রশংসার প্রসাদ উপভোগ করে,—
এই হ'চ্ছে পরিবারের
বাস্তব তৎপর তাৎপর্য্য;
ঈশ্বর সবারই আত্মীয়,
সবারই পরিবার,
সবারই পরিচর্য্যা,
সবারই আত্মিক-অনুবেদনা—
জীবন-প্রগতি। ২৪৯।

সুনিষ্ঠ, সক্রিয়, প্রাণবন্ত, গণহিতী
জাঁকজমক—
ঐ রকম সংহতিরই স্রষ্টা। ২৫০।

মনে রেখো,
তোমার ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান যেন
বৈশিষ্ট্যপালী ভেদ-সংশোধক হয়,
গণ-নিয়ামক হয়—
সত্তাসন্দীপী অভিদীপনায়
সম্বুদ্ধ ক'রে মানুষকে;
ধর্ম্ম বা বিজ্ঞানকে
গণতান্ত্রিক ক'রে তুলো না,
বরং তা'কে
পূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী ক'রে তোল,
অমরপন্থী সন্ধিৎসু অনুচর্য্যায়
অভ্যুদয়ী আলোকশোভিত হ'য়ে উঠবে—
সুসঙ্গতি নিয়ে। ২৫১।

কোন অসৎ কর্ম্ম বা মিথ্যা যদি
জন বা গণহিতী হয়,
ধর্ম্মদ ও ইষ্টার্থপূরণী হয়,—
আপাতদৃষ্টিতে তা' অসৎ বা মিথ্যা হ'লেও
সদর্থী,
প্রতিক্রিয়ায় তা' বিড়ম্বনার সৃষ্টি ক'রেও
সৎ-সন্দীপীই হ'য়ে ওঠে। ২৫২।

মানুষকে যতই
সৎ-সন্দীপ্ত সত্তাপোষণী স্বাধীন
ক'রে তুলতে পারবে,

গণসত্তাপোষক ক'রে তুলতে পারবে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তুলতে পারবে—
একানুধ্যায়ী অনুবেক্ষণী ক'রে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উচ্ছল ক'রে
অসৎ যা'-কিছুর নিরোধ ও নিরসনে,—
তুমি ততই
মানুষের বান্ধব হ'য়ে উঠতে পারবে,
বিবর্ত্তনের হোতা হ'য়ে উঠতে পারবে,
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও পরিপূরণের
ঋত্বিক্ হ'য়ে উঠতে পারবে। ২৫৩।

ব্যক্তির অভিব্যক্ত গুণ ও ক্রিয়ার
অর্থান্বিত সঙ্গতি ব'লে দেয়—
সে কেমন লোকহিতী, শুভপ্রসূ,
না কী! ২৫৪।

অযথা প্রশংসা বরং ভাল,
কারণ তা' শুভ-স্ফুরণাকে পরিপুষ্ট ক'রে থাকে,
কিন্তু যথা-নিন্দাও ভাল নয়,
কারণ, তা' বিশেষ স্থলে সীমাবদ্ধ না থেকে
লোকজীবনকে
তৎ-সমর্থন ও সংক্রমণ-প্রবণ ক'রে তুলতেই
সাহায্য করে। ২৫৫।

তোমার যে-গুণই থাক্ না কেন,
ইষ্টার্থব্যত্যয়ী তা' যখনই হ'য়ে উঠবে—
তা' যেমন সর্ব্বনাশা তোমার পক্ষে,
পরিবেশের পক্ষেও তেমনি,

কারণ, তা'তে সেই গুণগুলি
সুকেন্দ্রিকতায় জমাট বেঁধে উঠবে না,
শ্লথ, বিচ্ছিন্ন, অব্যবস্থ হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
টলায়মান ক'রে তুলবে। ২৫৬।

তোমার গুণদীপনা যদি
অশ্রেয় বা অসৎ-সেবায় নিরত থাকে,—
তুমি অসৎ-সংবিদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
তা'র কোনরকম ব্যত্যয়ই কিন্তু হবে না,
তোমার এই কুশল-কৌশলী তৎপরতা
তোমাকেই প্রবঞ্চিত ক'রে চলবে,
কিন্তু ঐ গুণদীপনাকে
যদি শ্রেয়ার্থপরায়ণ শ্রেয়ানুচর্য্যী ক'রে তোল
তা' গুণিত হ'য়েই চলবে,
তোমার ব্যক্তিত্বকে
গুণে জমাট ক'রে ফেলবে,
বিজ্ঞবিভায় দীপ্ত হ'য়ে উঠবে তুমি—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়;
তোমার জৈবী-বৈশিষ্ট্যকে
যদি সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনদৃপ্ত ক'রে তুলতে চাও,—
জীবনকে অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তোল,
নয়তো, তা' অসৎ-সেবায়
প্রবৃত্তির আবর্ত্তনে
অপলাপেই নিবর্ত্তিত হবে। ২৫৭।

তুমি যে-উদ্দেশ্যে
কোন বিষয় বা ব্যাপারে
যে-কোন পদ-প্রার্থী হও না কেন,
ঐ উদ্দেশ্যেই তুমি লুব্ধ অতিনিশ্চয়;

আর, তোমার উদ্দেশ্য যদি
ইষ্টার্থপরায়ণ ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী না হ'য়ে
প্রবৃত্তির আপূরণী প্রেরণা-সম্ভূত হ'য়ে থাকে,—
এবং ঐ পদে তুমি যদি নির্ব্বাচিত হও—
তোমার প্রবৃত্তি-চাহিদার অনুপোষণী
সময় ও সুবিধা এলেই
যে-পদে তুমি নির্ব্বাচিত হ'য়েছ
তা'কে তুমি অপঘাত করবে;
কিন্তু তোমার
একানুধ্যায়িতা-অনুপ্রেরিত কর্ম্মঠ জীবন
কৃতী সন্দীপনা নিয়ে
উচ্ছল আবেগে
নিষ্পন্নতাকে আহরণ ক'রে
সত্তাহিত-তৎপর অনুসেবায়
জ্বলন্ত হ'য়ে যতই চলবে,
তুমি যে-পদেই নির্ব্বাচিত হও না কেন,—
সে-দায়িত্বকে তুমি
অপঘাত কিছুতেই করবে না—
যদি প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
তুমি লুব্ধ হ'য়ে না ওঠ,—
ঐ একানুধ্যায়ী সত্তাপোষণী অনুরঞ্জনাই
যদি তোমার জীবন-প্রদীপ হ'য়ে থাকে। ২৫৮।

গণসমষ্টির মনের অন্তর হ'লেই
অর্থাৎ মননশীলতার অন্তর হ'লেই
এক-কথায়, আদর্শের অন্তর হ'লেই
সে-অন্তর যেমন বিশেষত্ব বহন করে—
মন্বন্তরও তেমনতরই হ'য়ে থাকে,

ফলে, মানুষ
নিম্নাভিমুখে বা উচ্চে
সংক্রমণশীল হ'য়ে থাকে তদনুপাতিক;
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ আদর্শে
সক্রিয়, অচ্ছেদ্য, অদম্য আনতি
ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রে
শুভ-সংক্রমণী আশীর্ব্বাদস্বরূপ;
মানুষ যেমনতর আদর্শনিষ্ঠ, শ্রেয়নিষ্ঠ,
তৎসম্বুদ্ধ ও ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে,—
তার যোগ্যতা
সংহতিসম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে তেমনতরই,
স্বাস্থ্য, আয়ু ও পরাক্রম নিয়ে
তেমনতর জীবনই আবির্ভূত হ'তে থাকে,
আর, এর অপলাপে
অবনতির দিকে নিবর্ত্তিত হ'তে থাকে;
দেশের পরিস্থিতি, পরিবেশ
ও ঐতিহাসিক উদ্বর্দ্ধনাও
আদর্শকেন্দ্রিক সক্রিয় মননশীলতার দ্বারাই
অনুশাসিত হ'য়ে থাকে,
কারণ, মানুষের জীবনসম্বেগ
ঐ আদর্শে নিয়ন্ত্রিত ও নিবদ্ধ হ'য়ে
তদনুপাতিক ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে,
আর, মন্বন্তর কথার তাৎপর্য্যই এমনতর। ২৫৯।

মানুষ যদি আদর্শে কেন্দ্রায়িত না হয়,
তা'র অন্তরাসী আগ্রহ
স্রোতস্বতী আবেগে
যে-শক্তি নিয়ে চলে
তা' বহুধা এমনতরভাবে বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে—

প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রে
তা'র বহুধা শাখাপ্রশাখায় প্রবাহিত হ'য়ে,—
যা'তে সেই আগ্রহ-উদ্দীপ্ত শক্তি
মন্থরতা লাভ করে
একদম শিথিল হ'য়ে যেতে থাকে;
আবার, বাস্তব জীবনে
বিহিত অনুষ্ঠানের সহিত
সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃষ্টিকে যদি
পরিপালন না করা যায়,
তা'র ফলে, জৈবী-সংস্থিতি
ক্রমশঃই হীনতাপ্রাপ্ত হ'তে থাকে—
একদম ভেঙ্গে না গেলেও,
ফলে, স্বভাব, প্রকৃতি ও যোগ্যতারও
অপলাপ হ'য়ে চলতে থাকে ক্রমশঃই,
তেমনি জনন-বিধির ব্যত্যয় ক'রে
তা'কে উল্লঙ্ঘন ক'রে
বৈশিষ্ট্যকে অপহত ক'রে
যতই চলতে থাকা যায়—
মানুষের জৈবী-সংস্থিতিতেও ভাঙ্গন ধ'রে
নষ্টে
বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশঃ হারিয়ে-হারিয়ে চলে;
তাই, জাতিই বল, সমাজই বল,
সম্প্রদায়ই বল—
তা' যদি পূরয়মাণ আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
পুষ্ট ক'রে না চলে,—
তবে এমনতর অবস্থায় এসে দাঁড়ায়
যে, সংহতিহারা আত্মঘাতী ব্যতিক্রমে
নিঃশেষ হওয়া ছাড়া পথই থাকে না;

তাই জাগ,
একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে
কী করতে হবে—নজর ক'রে দেখ,
সময় থাকতেই সাবধান হও,—
বাঁচতেই যদি চাও,
বাঁচাতেই যদি চাও সবাইকে। ২৬০।

যদি কেন্দ্রায়িত না থাক,
মানসিক অন্ধতা ও বোধি-তৎপরতাকে
অতিক্রম করতে না পার,
যা' দেখ বা যা' শোন
তা'তে কোনরকম নমুনা না ফলিয়ে
যথাবিহিত অনুভব করতে না পার,
মানসিক ক্লীবতাকে
অভ্যাসের দ্বারা
ক্রমশঃই তিরোহিত করতে না পার,
তাহ'লে, সম্যক্ বোধির অধিকারী হ'য়ে উঠতে
পারবে না,
বিকৃত বোধির নিয়ন্ত্রণ
তোমাকে ভ্রান্তির পথেই নিয়ন্ত্রিত করতে থাকবে। ২৬১।

মানুষকে কর্ম্মঠ ক'রে তুলতে হ'লে
শুধুমাত্র প্রীতিচর্য্যায়ই
সব সময়ে হ'য়ে ওঠে না তা',
কারণ, প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী আকর্ষণ
নানা সময়ে, নানা ব্যাপারে
বিচ্ছিন্নভাবে নিয়োগ ক'রে তোলে তা'কে
তা'রই লালসায়,
যা'কে কর্ম্মঠ ক'রে তুলতে চাচ্ছ—
তা'র অন্তরের প্রথম সম্পদ্ই চাই
তোমাতে তা'র সশ্রদ্ধ অনুরাগ,

আর চাই
তা'র প্রতি তোমার
শুভপ্রসূ সৎ ব্যবহার—
যা'তে সে অন্ততঃ
এতটুকুও ধারণা রাখতে পারে
—তুমি তা'র শুভানুধ্যায়ী সৎ-বান্ধব,
—এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে
তা'র মস্তিষ্ককে উৎসাহ-উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে
বা উত্তেজিত ক'রে তুলতে,
শরীরকে কর্ম্মনিয়োজিত ক'রে তুলতে
যেমন চাই প্রীতি-পরিচর্য্যা,
তেমনি কোথাও চাই বৎসল ভর্ৎসনা,
কোথাও কুশল-কৌশলী শাসন,
কোথাও দরদী-চক্ষুর সাথে
নির্ম্মম কর্ম্মব্যাপৃতি—
যা'তে যোগ্যতা, দক্ষতা নিয়ে
স্বতন্ত্রতায় ক্রমবৃদ্ধিপর হ'য়ে চলে
সত্তাকে সংস্থ রেখে,—
বেদনা যেন
ব্যর্থ ক'রে তুলতে না পারে তা'কে—
অভ্যাস-বোধকে এমনতর উস্‌কানি দিয়ে,
তাই, প্রীতিপরিচর্য্যায়
বৎসল ভর্ৎসনা, শাসন, শাস্তি
যেখানে যেমন প্রয়োজন
মানুষকে
জীবন্ত কর্ম্মপ্রাণ প্রাজ্ঞ ক'রে তুলতে—
বিবেচনার সহিত দৃঢ়ভাবে
তা'র প্রয়োগ করতে হবে,

শুধু একঘেয়ে মিষ্টি প্রিয়-ব্যবহার
প্রবৃত্তি-অভিভূতদের
সব সময়ে
যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক
আচার্য্যত্বে উন্নীত ক'রে তুলতে পারে না,
বরং তা'তে
কর্ম্মমূঢ় বাচকজ্ঞানীই ক'রে তোলে;
দায়িত্বহীন, অসাধু, স্বার্থলোলুপ,
অন্ধ অলস-প্রকৃতি,
প্রীতি ও প্রজ্ঞার ভড়ংয়ে
ভাঁওতাবাজ ক'রে থাকে;
মনে রেখো,
বুঝে চলো। ২৬২।

যা' তোমার পক্ষে সত্তাপোষণী, সৎ,
অন্যের পক্ষে সেইটেই সত্তার ক্ষয়কারী,
অসৎ হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, যে-কোন জিনিষের পরিমাণ—
যা' ব্যবহার ক'রে
তোমার সত্তা পোষণ পেতে পারে,
সেই পরিমাণই আবার অন্যের পক্ষে
সাংঘাতিক হ'য়ে উঠতে পারে,
আবার, দেশ-কাল-পাত্রভেদেও
এমনতর হ'য়ে থাকে;
তাই, পরিপ্রেক্ষণী সন্ধিৎসার সহিত
বোধ ও বিবেচনা নিয়ে
ভূয়োদর্শনে
তোমার পক্ষে যা' পোষণী ব'লে স্থিরীকৃত হয়েছে,

তা'ই সুষ্ঠু ও স্বস্তির তোমার কাছে—
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণে ;
এর কতকগুলি তুলনামূলক,
আবার অনেকগুলি গবেষণাসাপেক্ষ,
যেগুলি পরিবেক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে
পরীক্ষায়
বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
পোষণী ব'লে স্থিরীকৃত হয়েছে
তোমার ও অনেকেরই সত্তা-সংরক্ষণী ব্যাপারে,
সেগুলি নির্দ্ধারিত সত্য—
সতের ভাবওয়ালা, সত্তাপোষণী ;
তাই, সত্তার পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিপূরণ ব্যাপারে
নির্দ্ধারিত সত্য যা'—
তা'কে গ্রহণ ক'রে চলাই শ্রেয়,
আবার, ঐ শ্রেয়ের উপর দাঁড়িয়ে
শ্রেয়-অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে
শ্রেয়কে যদি নির্দ্ধারণ করতে পার
অবস্থা-ভেদে—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিকতায়—
চিরন্তন সত্যকে বরবাদ ক'রে নয়
বরং আরোতে উচ্ছল ক'রে,
কারণ, ওটা হ'লো ভ্রান্তি-নিরাকৃত,—
শ্রেয় ততই
অজ্ঞতার আবরণ উন্মোচিত ক'রে
প্রসার-লাভ ক'রে দাঁড়াবে তোমার কাছে—
শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে,
শুভ ও স্বস্তির সীমাও
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে থাকবে ততই—

স'রে-স'রে—
ক্রমপদবিক্ষেপে,
তাই, অসৎকে নিরাকরণ করতে হ'লে পরেই
কেমনতর কী করণীয় আছে
তা' শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে
তোমার কাছে উপস্থিত হবে,
আর, এর ভিতর-দিয়েই
তোমার বিজ্ঞ বোধি
প্রজ্ঞাস্পর্শী হ'য়ে
নন্দনায় অভিষিক্ত হ'য়ে উঠবে। ২৬৩।

কোন বিষয়ে সুসন্ধিৎসু হ'য়ে
তা'র বাস্তবতা নির্ণয় করতে হ'লে
তা'কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ,
আর, তা' থেকে কী হ'তে পারে
উপপদী দূরদৃষ্টি নিয়ে তা' ধারণা কর,
সুসঙ্গত অন্বয়ী-তাৎপর্য্যে
সংশ্লেষণী বিধায়নায়
তা'র সমাবেশ ক'রে দেখ—
ফলে কোথায় কী দাঁড়ায়,
এবং তা' তোমার পক্ষে
কতখানি সত্তাসঙ্গত উপযোগী বা অনুপযোগী,
আর, অনুপযোগী যা'
তা' কোথায় কেমন ক'রে
নিরুদ্ধ বা ব্যাহত করতে হবে;
আবার, সঙ্গতির অভাব যেখানে,
কেমন ক'রে, কোন্ বিনায়নায়
কী ক'রে তা'কে আপূরিত করলে

তা' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে ওঠে—
সার্থক অন্বয়ে,—
বোধবীক্ষণী অনুধাবনায় সেগুলিকে দেখে
তেমনতরভাবেই তা'কে নিয়ন্ত্রিত কর,
নিয়ন্ত্রণ-সার্থকতায় এমনি ক'রেই
তা'কে নিটোল ক'রে তোল;
এই বিনায়নী বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
বিধি-উৎসৃষ্ট যে-বোধের সৃষ্টি হবে,
সেই বোধই
বহুদর্শিতার সার্থক মর্ম্ম;
নয়তো, অসঙ্গতিপূর্ণ
কতকগুলি এলোধাবাড়ি চিন্তায়
নিজের স্বকল্পিত ধারণাকে
যদি পরিচালন কর,—
তবে তোমার ঐ মিথ্যা ধারণা
সৃষ্টি করবে একটা মিথ্যার অবাস্তবতা,
তোমার মস্তিষ্কেও
অমনতরই অবাস্তব বিনায়নে
পরিচালিত করবে তা',
তুমি ব্যর্থ, বিভ্রান্ত ও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
নিজের বোধিসত্তাকেও
বিপাক-বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে,
আহাম্মকী বিজ্ঞতায় নষ্ট পাবে;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই
সুসঙ্গত ছন্দ-বিনায়িত বাস্তব বিধায়না,
তাই, তিনি বিধাতা,
তাই-ই তিনি বিধি। ২৬৪।

বিষয়-ব্যাপারের সন্তরণ-সম্বেগ
বাস্তব-সঙ্গতিতে
এক-শালিন্যে যখনই উপস্থিত হয়—
মিলন-সমবায়ে,
সম্ভাবনার সম্ভব হ'য়ে ওঠে তখনই—
তা' আকস্মিকভাবেই হো'ক
বা দৈব-দীপনায়ই হো'ক,
জানার পরিধির ভিতরেই হো'ক
আর তা'র বাইরেই হো'ক। ২৬৫।

দৈব
ভালই থাক্ আর মন্দই থাক্,
পুরুষকার তা'কে যেমন
পোষণ দেবে ও নিয়ন্ত্রণ করবে
সক্রিয় আনুকূল্যে বা প্রতিকূলতায়,—
অবস্থাও তেমনতর হবে—
তা' ভালর দিকেই হো'ক
আর মন্দের দিকেই হো'ক। ২৬৬।

গুঁতোর ভিতর-দিয়েই সুতো মেলে—
যদি একার্থপরায়ণ তাগদ থাকে
শরীর ও মনে। ২৬৭।

প্রয়োজনীয় সেই তত বেশী—
বহুর প্রয়োজনে যে যত। ২৬৮।

অসৎ-নিরোধী প্রবৃত্তি
সুচর্চ্চিত হ'লে

সম্বেগকে
বিক্রমেই পর্য্যবসিত ক'রে থাকে। ২৬৯।

ইহকালে তুমি যেমন চলবে,
যেমন করবে—
সত্তায় অন্বিত ক'রে,
তাই-ই কিন্তু তোমার পরকালকে
নির্দ্ধারিত ক'রে তুলবে। ২৭০।

আমি যা' বলি—
সে-বলাটা হয়তো
তোমার কাছে ভাল লাগতে না পারে,
উচ্ছৃঙ্খল সমালোচনায়
তা'কে হয়তো বিদীর্ণ ক'রে দিতে পার,
প্রবৃত্তি-নিবদ্ধ বিষাক্ত বাক্-চাতুর্য্য
তা'কে হয়তো তছ্নছ্ ক'রে দিতে পারে,—
কিন্তু প্রকৃতি তোমার
সে-প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলনে
রূপায়িত হ'য়ে সাড়া দেবেই কি দেবে,
সত্য যা'
জীবনীয় যা'
সম্বর্দ্ধনীয় যা'—
সত্তাই তা'র পূজার অঞ্জলি সংগ্রহ করে,
মানুষ
বোধি নিয়ে
প্রবুদ্ধ হ'য়েই চ'লতে চায়—
আর, বিদ্যা সেখানেই। ২৭১।

প্রত্যয় যেখানে প্রাঞ্জল,—
প্রতিপাদনাও সেখানে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত, উজ্জ্বল। ২৭২।

প্রত্যয় যেখানে যেমন বাস্তব—
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতিশালিন্যে,
প্রতিপাদন-দ্যুতিও সেখানে তেমনই সহজ—
উপযোগী অর্থনার সৌষ্ঠব-বিনায়নায়। ২৭৩।

প্রত্যয় আছে,
নিষ্ঠা আছে,
বিশ্বাস আছে,
কিন্তু তদনুগ কৃতিদীপনা নাই,
আবেগ-উদ্যমী উপচয়ী অনুচর্য্যা নাই,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
প্রত্যয় সেখানে মূক,
বিশ্বাস সেখানে বধির,
নিষ্ঠা সেখানে খঞ্জ—
বাস্তবতায়। ২৭৪।

অবিশ্বস্ততায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে যতই,
জীবন ও প্রস্বস্তিকেও
হারাতে হবে ততই,
লোক-অনুকম্পা হ'তেও
বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে তেমনি। ২৭৫।

যে বিশ্বস্ততা
বিশ্বাসঘাতকতায় রূপায়িত হ'য়ে ওঠে—
তা' আগাগোড়াই
উহারই ছদ্মবেশমাত্র। ২৭৬।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ, ইষ্টনিবদ্ধ
বিশ্বস্তি যদি না থাকে—
সত্যের ভূমি চিরচঞ্চল সেখানে,
আর তা' ছন্ন, স্ববিরোধী
এবং বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমযুক্ত,
তা' সত্তায় অসংস্থ ও অসঙ্গত,
তাই, তা' সত্তাপোষণীও নয়কো;
রামপ্রসাদের গানের ঐ কথাই খাটে সেখানে—
'মন তাঁতি তুই বুনতে গেলি তাঁত,
এসে প্রথমেই হারালি আঁত'। ২৭৭।

ঈশ্বরে বিশ্বাস
ও আপূরয়মাণ প্রেরিত বা মহাপুরুষে
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত ঊর্জ্জী অনুরাগ
মানুষের ব্যক্তিত্বকে সংহত, সংস্থিত ক'রে
সুসঙ্গত বোধি-তৎপরতায়
কুশল-কৌশলী
অদম্য সাহসী ক'রে তোলে;
কিন্তু প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র-অভিভূত আবেগ
মানুষকে পরশ্রীকাতর, হিংসুক, দুর্ব্বল
ও ক্লীবমনা ক'রে তুলেই থাকে,
তাই, তা'দের
সৎ-সন্দীপনী দুরাগ্রহ আবেগ
নিরন্তর অভিযানে বিচ্ছুরিত হ'য়ে চলে না। ২৭৮।

সুনিষ্ঠাই স্বাতন্ত্র্যের স্রষ্টা। ২৭৯।

উৎসমুখতা যেখানে যত নিষ্প্রভ,
বিজ্ঞতার ছদ্মবেশে অজ্ঞতাও
তেমনি গহীন সেখানে। ২৮০।

চলনা যেখানে শুভ,
স্বস্তিও সেখানে সহজ। ২৮১।

প্রবণতা যা'র যেমন,
তা'র চলন, আলোচনা
ও দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে চ'লতেও থাকে তা' তেমনই। ২৮২।

যা'র যা'তে সমর্থন ও সহানুভূতি—
বাস্তব সক্রিয়তায়,
অন্তঃকরণও তা'র তেমনি,
আবার, প্রবণতা যা'র যেমনতর,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনই প্রায়শঃ। ২৮৩।

যা' যা'কে আপূরিত করতে পারে না,
অর্থান্বিত করতে পারে না—
সুযুক্ত বাস্তব-সঙ্গতিতে,
তা' তন্মুখী হ'লেও
ঐ 'সে' হ'তে সঙ্কীর্ণ। ২৮৪।

মানুষের মনোবৃত্তির
যা' পরিপোষক নয়—
সাধারণতঃ তা' সে পছন্দ করে না—
এমন-কি সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'লেও। ২৮৫।

সুযুক্ত বাস্তব বিনায়ন না থাকলে
বোধ গজায় না,
আর, বোধ না গজালে
উপভোগও আসে না। ২৮৬।

বোধি যদি শ্রেয়ার্থপরায়ণ,
উপচয়ী, কর্ম্মঠ না হয়,
তা' প্রজ্ঞাকে অভ্যর্থনা করতে পারে না। ২৮৭।

তৎপর ইন্দ্রিয়গ্রামের সাথে
সুসঙ্গত বোধি যত ক্ষিপ্রতর হ'য়ে ওঠে
একানুধ্যায়ী তাৎপর্য্য নিয়ে,—
উপস্থিত বা সহজ বুদ্ধিও
তত বেড়ে ওঠে। ২৮৮।

ভাবসম্পদ্ যা'ই থাকুক না কেন—
করায় ফুটন্ত ক'রে না তুললে
প্রকৃতিতে স্বতঃ হ'য়ে উঠবে না। ২৮৯।

নিবিষ্ট হ'য়ে কর—
বুঝ বাড়বে,
আর, সন্ধিৎসু চোখে দেখ—
সুঝবে ভাল। ২৯০।

যা'র বা যা'দের সাজসজ্জা, ধরণ-ধারণ
সাধারণে অনুকরণ ক'রে থাকে,
তা'ই দেখে বুঝতে পারা যায়—
মানুষের অন্তঃকরণ সেই দিকেই
আনতিপ্রবণ হ'য়ে উঠেছে। ২৯১।

শ্রেয়কেন্দ্রিকতা যেখানে যত শ্লথ
অর্থাৎ সুক্রিয় নয়কো,—
প্রবৃত্তির প্রভাব সেখানে তত বেশী,
অপরাধপ্রবণতাও সেখানে তেমনতর। ২৯২।

যখনই দেখছ, পাঁচ মাথা
একবুদ্ধিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
এই পাঁচে কোন বোধি
সর্ব্বসঙ্গতি লাভ করেনি—
উপায়ে, উদ্দেশ্যে ও আদর্শে;
তা'র মানেই—
সফলতায়
বিপত্তিকে অনুমান করতে পার। ২৯৩।

নিজ বা নিজের যা'
তা'র বিপদাশঙ্কা থেকে আসে ভয়,
প্রীতি বা স্নেহের পাত্র যা'রা
তা'রা কষ্ট পাবে
এই আশঙ্কা থেকে আসে আতঙ্ক—
যা'র প্রতিক্রিয়ায়
নিজেরই কষ্টের উদ্ভব হ'য়ে থাকে। ২৯৪।

মমতা-অভিভূতি মানুষকে
দুশ্চিন্তাপরায়ণ ক'রে তোলে,
মমত্ব-সন্দীপনা মানুষকে শুভদর্শী
নিরাকরণ-প্রয়াসী ক'রে তোলে। ২৯৫।

মমতা ক্রূর হ'য়ে ওঠে
উৎসের প্রতি তখনই—
যখনই তা'র আশ্রয়-অবলম্বন যা'রা
তা'রা তা'কে শরীরে, মনে, সত্তায়
পোষণ না দিয়ে
অবজ্ঞায় অবদলিত ক'রে
নিষ্ঠুর ও নিঃসংস্থ হ'য়ে চলে। ২৯৬।

মানুষের মমত্ব-অভিনিষ্যন্দী হৃদয়
বিরক্ত, ব্যথিত
বা বেদনাপ্লুত হ'য়ে ওঠে তখনই—
যখনই কেউ
অন্যায্য বা অলীক সন্দেহে
তা' হ'তে বেদনা-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
বা তা'র প্রীতিকে
অবজ্ঞা বা প্রতারণা করে,
এবং স্বার্থান্বিত সমর্থন ও প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস নিয়ে
নন্দিত করা দূরে থাকুক—
স্বার্থগৃধ্নুতার বিবেক-অনুচর্য্যায়
তা'কে আঘাত হেনেই চলে;
তাই, মমতা-নিবদ্ধই যদি হ'তে চাও
নজর রেখো ওগুলিতে,—
নয়তো বেদনা পাবে। ২৯৭।

যে-ঔদার্য্য বা সত্য
সত্তা-বিধ্বংসী
গণ-বিপর্য্যয়ী
কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্ম-সংঘাতী—
তা'র অভিব্যক্তি
যে ব্যক্তি, নীতি বা বিবেকের
ভিতর-দিয়েই হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু প্রবৃত্তি-অভিভূত ব্যামোহ;
তাই, তোমার ঔদার্য্য বা সত্যনিষ্ঠা যদি
লোকবর্দ্ধনী ও লোকহিতী না হয়,
নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণকুশল না হয়,
যথার্থ হ'লেও
তা' ধর্ম্ম বা ন্যায়ের কুৎসিত সঞ্চরণ—

জাহান্নমেরই ডাইনী আকর্ষণ—
আত্মঘাতী উদাত্ত মন্ত্র—
মৃত্যু-মথিত মিথ্যার কুহক-সঙ্গীত। ২৯৮।

যা'-কিছু করেছ
সে-সবগুলিই তোমার মাথায়
রেখাপাত ক'রে রেখেছে,
আর, তা' হ'তে যে-ব্যুৎপত্তি জন্মেছে
অজানায় অসাড় হ'য়ে
সেগুলি তোমাকে সঞ্চালিত ক'রে চলেছে,
আর, এই রকমই তা'রা করতে থাকবে—
যতক্ষণ-না সক্রিয় ও সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
তুমি কা'রও নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত না হ'চ্ছ,
ইষ্টানুগ চলনই
তোমার পক্ষে সত্তাপোষণী চলন। ২৯৯।

মানুষের মস্তিষ্কলেখা
যেমনতর আগ্রহ-অভিভূতি নিয়ে নিবদ্ধ থাকে—
কপাল বা অদৃষ্টও তা'দের তেমনতরই,
স্বভাব, চলন, চরিত্র, আচার-ব্যবহার
সেই পরিচর্য্যানিরত হ'য়েই চলে ;
তাই, স্বভাব তা'র বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
যা'তে যেমনতর সক্রিয়—
কপালও তার তেমনিই। ৩০০।

যখনই দেখছ—
সোজা কথা, সোজা বুঝ
বা সহজ যুক্তিযুক্ত যা'
তা' বুঝতে পারছ না—

তা' স্থূলই হো'ক আর সূক্ষ্মই হো'ক,
পঁ্যাচোয়া ঘুরপাক-দেওয়া জাবড়া
আকাশকুসুমবৎ অবোধ্য যা'-কিছু—
যা' ধারণাও করা মুস্কিল
বা কল্পনাতেও ঠাঁই পায় না,
তা' বোঝ বা না-বোঝ
বেশ বুঝে যা'চ্ছ,
এটা কিন্তু সেই লক্ষণ—
তোমার মস্তিষ্কের বোধিতাৎপর্য্য
কেন্দ্রহারা, জড়োয়া ও বিকৃতিপ্রাপ্ত,—
পাণ্ডিত্য তোমার বেকুবির আসন
অধিকার ক'রে ফেলেছে;
যদি বাঁচতে চাও—
বিহিত যা' তা'ই কর,
নয়তো, ভুয়াবাজির ভুয়া পাণ্ডিত্যে
ভুয়া স্বর্গ হ'তে বঞ্চিত হওয়া
সুকঠিন হবে। ৩০১।

যে-ব্যবস্থাতেই ব্যবস্থ হ'য়ে চল না কেন—
তা' বৈধীই হো'ক
আর ব্যতিক্রমীই হো'ক—
তোমার মস্তিষ্কলেখায়
তা' কিন্তু অবস্থানই করবে
জীয়ন্ত অনুপ্রেরণায়—
স্মৃতিচর্য্যা নিয়ে—
অন্তঃত ততদিন পর্য্যন্ত
যতদিন তুমি জীবিত আছ
এবং তোমার শরীর ও মনকে
তদনুপাতিক অনুপ্রেরিত করতে থাকবে

সুযোগ ও সুবিধামত—
তা' সুশৃঙ্খলভাবেই হো'ক আর বিশৃঙ্খলাতেই হো'ক,
আজীবন তোমার
তা'র তাঁবেদারি করতেই হবে
যেন-তেন প্রকারে—
যতদিন না তুমি
শ্রেয়ার্থে অন্তরাসী হ'য়ে
তঁৎস্বার্থপরায়ণতায়
তোমার ভালমন্দ যা'-কিছুকে
সার্থক সক্রিয়তায়
নিয়ন্ত্রণনিবদ্ধ ক'রে তুলতে না পারছ
সুষ্ঠু, সার্থক পর্য্যায়ে;
তা'র তাৎপর্য্য এই—
তোমার সু-ই থাক আর কু-ই থাক,
তা' ইষ্টার্থনিবদ্ধ হ'য়ে
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে
সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
যা'-কিছু ব্যতিক্রমের সুসমাবেশে
শুভপ্রসূই হ'য়ে উঠবে—
এ কিন্তু সব ব্যাপারেই;
যেমন, কোন বিধবা রমণী বা ব্যভিচারিণী
কোন শ্রেয়পুরুষে
নিবাহ-নিবদ্ধতায়
তৎসার্থকতায় স্বার্থান্বিতা হ'য়ে
তাঁ'কে উপচয়ী করবার জন্য
নিজের জীবনের যা'-কিছুকে
যদি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে,
সে ঐ ব্যতিক্রমেও
শুভ-জীবনের অধিকারিণী হ'তে পারে;

তাই ব'লে, ঐ ব্যতিক্রম কিন্তু ব্যতিক্রমই—
যদিও তা' মন্দের ভাল। ৩০২।

সাবধান থেকো
চকিত অন্তর-পরিবেক্ষণে—
কোনকালে কা'রও বিরাগ-ব্যবহার,
আক্রোশ, ঘৃণা, অমর্য্যাদাকর লাঞ্ছনা
তোমার মস্তিষ্কে
যে-লেখার সৃষ্টি করে
বা সৃষ্ট হ'য়ে রয়েছে,
সুযোগ পেলেই
তা'র প্রতি সুব্যবহারে
বা শারীরিক ও মানসিক পরিচর্য্যায়
সেই মস্তিষ্কলেখার নিরয়ণ বা নিরাকরণ ক'রে
অন্তঃকরণে স্বস্ত্যয়নীর
অর্থাৎ ভাল থাকবার পন্থাকে
নিরাবিল ক'রে তুলো,
নয়তো, ঐ স্মৃতিলেখাই
কূটবিষাক্ততায়
বিষাক্তপ্রেরণা জুগিয়ে
তোমার বিবর্ত্তনকে
এমন পথে প্রবর্ত্তিত ক'রে দেবে
যা'তে তোম..র তপশ্চর্য্যা
যেমনই উন্নত ক'রে তুলুক না কেন,
ঐ বিষাক্ত প্রবৃদ্ধি
কুসুমে কীটের মতন
তোমার দৈবী-সম্পদের প্রত্যেকটি পাপড়ি
কীটদষ্ট ক'রে তুলবে,

অন্তঃকরণের তুষ্টিশোভা
পারিজাত-প্রভায় ফুটন্ত হ'য়ে
চলৎশীল হ'য়ে থাকতে পারবে না—
তোমার দেবত্বকেও দুষ্ট ক'রে ফেলবে;
তাই যেখানেই
অন্তরের যে-কোণেই হো'ক
বিদগ্ধ ক্ষত যা'ই থাক্ না কেন,
পার তো নিরসন ক'রে তোল তা'র,—
ভাগ্যবিধাতার আশিস্-উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠ
কেন্দ্রায়িত কুশল-জীবন নিয়ে। ৩০৩।

লেখা বা কথায়
পর্য্যায়ী অনুপূরক অনুক্রম যদি না থাকে—
সত্তাপোষণী সঙ্গতিপরায়ণ তাৎপর্য্য নিয়ে,
তা' কিন্তু মানুষের বোধিকে
বিন্যস্ত ক'রে তুলতে পারে না। ৩০৪।

ভাব ও বুঝের
সঙ্গতি ও সহযোগিতা থেকেই
আসে ভাষার তাৎপর্য্য—
যুক্তিসমৃদ্ধ হ'য়ে
আনুপাতিক ভঙ্গী ও ব্যবহার নিয়ে—
তা' বাক্যবিদ্ হও আর না-ই হও;
আর, এর দ্বন্দ্বেই আসে ব্যতিক্রম। ৩০৫।

যে-কলা বা সাহিত্যে বিপর্য্যয় আছে,
কিন্তু তা'র অতিক্রমী পরিবেদনা নাই,
তা' মানুষকে
বোধিদীপ্ত করতে পারে না,

নিরাশায়
আশা সঞ্চার ক'রে তুলতে পারে না,
অন্ধকারে আলোক ধরতে পারে না,
তাই, তা' অমৃতপন্থী নয়কো—
সৌন্দর্য্যে তা'
যতই দীপ্তিপ্রভ হো'ক না কেন। ৩০৬।

মানুষের মস্তিষ্কে
চিন্তা ও কর্ম্মের
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন-সমাবেশী অনুলেখন
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন-সমাবেশী
ব্যুৎপত্তির সৃষ্টি করে,
তা'র ফলে,
যুক্তির একটা ঘূর্ণিজাল সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে
সর্ব্ব-সমন্বয়ী প্রগতি-চিন্তা থেকে
বিরত বা বঞ্চিত ক'রে তোলে। ৩০৭।

বিয়োগান্ত সাহিত্যই বল আর অভিনয়ই বল—
তা' মানুষের
কূটকৌশলী বিজ্ঞতা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে
বিভ্রান্ত ক'রে
সঙ্কটত্রাণী প্রণোদনাকে
অবসন্ন ক'রে তোলে—
উপস্থিতবুদ্ধিকে হতভম্ব ক'রে,
জীবনীয় সত্তাপোষণী আগ্রহকে
উদাসীন আত্মঘাতী ক'রে
অপযৌক্তিক ত্রুটিকে
আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরবার বিলাসিতাকে
বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে,

আর, স্বার্থগৃধ্নুতার সেবায় প্ররোচিত ক'রে
সংহতিতে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আসে ;
যদিও অনেকে ভাবেন—
বিয়োগান্ত সাহিত্য বা অভিনয়
ত্রুটি-সঙ্কুল অকৃতকার্য্যতায়
আলোকপাত ক'রে
তা'র সমাধানে ভাবিয়ে তোলে,
কিন্তু সাহিত্য বা অভিনয়ের বাস্তব প্রতিকৃতিই
মস্তিষ্কে নিবদ্ধ থাকে,
চিন্তিত যা'
তা' চিন্তাতেই
নিষ্ক্রিয়ভাবে আলম্বিত থেকে যায় প্রায়শঃ,
এবং ঐ ধরণের সাহিত্য বা নাটকে বর্ণিত
বা, তজ্জাতীয় অবস্থা ও ব্যাপার
যখন মানুষের জীবনে আসে—
সে স্বতঃই
তেমনতর আচরণের ভিতর-দিয়ে
ব্যর্থতাকে আমন্ত্রণ করতে চায়। ৩০৮।

মহান্ যাঁ'রা
তাঁ'দের জীবন
যে-দীপন-পরশে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে—
তা'কে উপেক্ষা ক'রে যে-জীবনী সঙ্কলন হয়,
তা' মানুষের কোন উৎকর্ষ-অভিযানের
পাথেয় হয় না—
বরং বিক্ষিপ্ত ব্যামোহেরই স্রষ্টা তা'। ৩০৯।

কোন মহাপুরুষের জীবনী লিখতে গেলেই
বা অঙ্কিত করতে গেলেই

প্রথমেই ফুটিয়ে তুলতে হবে—
কোন্ দীপন-প্রেরণাকে অবলম্বন ক'রে
ঐ পরিণয়নে তিনি উপস্থিত হ'লেন
বা হয়েছেন—
তাঁ'র জীবন-অভিযান কী—
তা' তাঁ'র বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
গণজীবনে কী আলোকপাত করলো—
চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
কেমনতর কী-ভঙ্গীতে
তাঁ'র প্রেরণা-প্রস্রবণ
রূপায়িত হ'য়ে
কী-প্লাবনে দেশ-কাল-পাত্রকে
তদনুপাতিক বিহিত পরিবেষণে
পোষণপ্রবুদ্ধ ক'রে তুললো—
ঐ দেশ-কাল-পাত্র
তাঁ'র জীবনে জীবনলাভ করলো কেমন ক'রে—
কী বা কোন্ মহান্ বেষ্টনী
তা'দের ব্যষ্টি-জীবন নিয়ে
পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিপূরণে
তাঁকে প্রতিফলিত ক'রে
দুনিয়ার ধ্বান্তরাশিকে,
দুনিয়ার গ্লানিকে
আলোক-মার্জ্জনায় মার্জ্জিত ক'রে
মুক্তি, শান্তি ও প্রীতির পথ প্রশস্ত ক'রে দিল—
আর, যা'-কিছু সব নিয়ে
তাঁ'দের চলন-বলন যা'-কিছু
একসূত্রসঙ্গতির সঙ্গত অভিযানে
নিজেদের সার্থক ক'রে

দুনিয়াকেও সার্থক ক'রে তুললো!
এই হ'চ্ছে মোক্তা কথা;
এমনতর না করলে
সে-জীবনী
জনগণের জীবনীয় হ'য়ে উঠবে না,—
ব্যর্থ হবে তা',—
শুধুমাত্র ভাবালুতার রন্ধ্র সৃষ্টি ক'রেই চলবে;
তাই শিল্পী!
সতর্ক চক্ষু নিয়ে
তোমার লিখা বা অঙ্কনকে
সার্থক ক'রে তু'লো! ৩১০।

মানবে যা'কে যেমন ক'রে যে-ভাবে—
মানও পাবে তেমনি,
'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'। ৩১১।

সম্মানিত হবে ততই—
আত্মপর্য্যবেক্ষণে সুনিয়ন্ত্রিত সক্রিয়তায়
তোমার সম্মান-পাত্র যিনি বা যাঁরা
তাঁ'দিগকে সেবায়, সম্ভ্রমে, অনুচর্য্যায়
মন্ত্রণ-তাৎপর্য্যে
সম্মানিত ক'রে তুলবে যতই তুমি,—
অন্তরকে উৎফুল্ল ক'রে
পূরণ ও পোষণী-প্রেরণাদীপ্ত হ'য়ে—
আপদ্-নিরোধী সশ্রদ্ধ অনুরাগে
পরিবেশে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁ'দিগকে;
সম্মান স্মিত হাসিতে
অভিবাদন ক'রে চলবে। ৩১২।

যা'রা গুরুজনের শাসনে
দুঃখিত বা ম্রিয়মাণ না হ'য়ে
পরিশুদ্ধি-তৎপর হ'য়ে ওঠে
শঙ্কিত সন্ধিৎসা নিয়ে—
ঐ শ্রেয়ার্থপরায়ণ সন্তান বা শিষ্য
শীঘ্রই উন্নত-সংস্থিতি লাভ করে। ৩১৩।

বিগত যা'
তা'র রোমন্থন বা পুনরাবৃত্তি
ভাল সেই স্থলে—
যা'র ফলে, আত্মপর্য্যবেক্ষণে
বিষয় বা ব্যাপারগুলির অনুধাবনায়
কারণ নির্ণয় ক'রে
ঔচিত্য-অনৌচিত্য-বিবেচনায়
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
সার্থক সমাবেশী ভূয়োদর্শনে
সেই অভিজ্ঞতা ধ'রে
গন্তব্যের দিকে চলা যায়—
ভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত না হ'য়ে,
যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে;
আর, ঐ রোমন্থন বা পুনরাবৃত্তি যদি
বিদ্বেষ বা দ্রোহভাবের প্রশ্রয় হ'য়ে ওঠে—
অভিজ্ঞতার আহরণ জলাঞ্জলি দিয়ে,
তা' কিন্তু বিধ্বস্তিরই আহ্বান। ৩১৪।

ভাগবত-মানুষ বলেন,
আমরা তা' বুঝি
আমাদের অন্তর্নিহিত ভাব, বোধ ও ব্যবস্থিতি-মাফিক—
যা'র যেমন তেমনি ক'রে। ৩১৫।

তুমি জীবনে
যে-বিষয় ও যে-নীতিকেই অবজ্ঞা করবে—
সক্রিয়ভাবে
বিহিত-উৎক্রমণী আগ্রহ-উদ্দীপনাকে
ব্যাহত ক'রে,—
দৈন্যও পাবে তেমনি সেই বিষয়ে
সেই দিক্ দিয়ে। ৩১৬।

আগ্রহ যেখানে শিথিল,
সেবা মূঢ় যেখানে,
বোধি যেখানে বিচ্ছিন্ন, বিকেন্দ্রী,
স্বার্থ যেখানে সঙ্কীর্ণ, লোভলোলুপ,
ইষ্টানুগ সন্ধিৎসা ও অনুবর্ত্তন মূক যেখানে—
পুরস্কার সেখানে হতভম্ব। ৩১৭।

অভ্যুদয়ের উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ই হ'চ্ছে
অভাব—
যদি উদ্যমী উদ্দেশ্যানতি থাকে—
কোন জীবন্ত প্রিয়-গুরুজনে
সক্রিয়, সেবামুখর, একমুখীন
উদ্দীপনাময় আগ্রহ নিয়ে,
ওতে অভাবের মধ্য-দিয়েও
মানুষ বড় হয়ই—
অভাবকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
আচারে, ব্যবহারে, চলনায়—
কুশল-কৌশলী বোধিতাৎপর্য্যে। ৩১৮।

ওয়াদা-অনুলম্বিত প্রতিশ্রুতি
বাস্তবতায় কমই সংরক্ষিত হয়—
ব্যর্থই হয় প্রায়শঃ,

বিশেষতঃ সময়ের পাল্লা যেখানে যত বেশী—
ঐ অপালনী প্রবৃত্তি সেখানে তত তীব্র;
কারণ, প্রবৃত্তির মোহ-আবিষ্ট আকৃতি
বিবেচনায় সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর ক'রে
হৃদয়কেও সঙ্কুচিত ক'রে তোলে,
ফলে, মানুষের প্রবল 'হ্যাঁ'
অবসন্ন 'না'-তেই পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকে,
তা'র আন্তরিক পরিচর্য্যী আবেগ-সন্দীপনাকেও
তা' খঞ্জ ক'রে তোলে অমনি ক'রেই,
ফলে, দৈন্যও দুর্লক্ষ্য পদবিক্ষেপে
এগুতে থাকে ক্রমশঃই। ৩১৯।

অকারণ বিশেষ কা'রও ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
নিজের কুৎসিত প্রবৃত্তির সমর্থন করবে যত—
সে তোমার উত্থানের অবলম্বন
হ'য়ে উঠতে পারবে কমই,
কারণ, এই মিথ্যা দোষে তা'কে
অনবরত দোষী করতে করতে
ঐ দোষ
এমনই শক্ত হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
তা' হ'তে রেহাই পাওয়া
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে;
সরষেকেই যদি ভূতে ধরে
ভূত ছাড়বে কিসে? ৩২০।

নামের মোহ, যশের মোহ,
ক্ষমতার মোহ, মান-বড়াইয়ের মোহ,
হীনমন্য গর্ব্বেপ্সার মোহ,

স্বার্থের মোহ, পাণ্ডিত্যের মোহ,
ভেক, প্রথা ও সম্প্রদায়ের মোহ,
অনভিজ্ঞ বিজ্ঞতার মোহ—
ইত্যাদি যা'-কিছু
সুনিষ্ঠ সাত্ত্বিক-সঙ্গতিসম্পন্ন
পূরয়মাণ যুক্তিযুক্ত নয়কো,
তা' সত্য-সন্ধিৎসার অন্তরায়,—
শ্রেষ্ঠে আত্মোৎসর্গ করবার ব্যাঘাতস্বরূপ,
সাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যপালী
উৎকণ্ঠ-আপূরণী আবেগ
রুদ্ধকণ্ঠ হ'য়ে অবশ-অবসন্ন হ'য়ে পড়ে
ওতেই প্রায়শঃ। ৩২১।

তোমার সঙ্কল্প যদি
সার্থক-সুকেন্দ্রিক না হয়,
সুবিনায়িত সত্তাপোষণী না হয়,
উদ্যোগী ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত না থাকে,
প্রাণবন্ত হ'য়ে না ওঠে,—
তা' তখনও কিন্তু অশুদ্ধ,
তা' ক্রিয়মাণ হ'য়ে ওঠে না তাই—
অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে,
তাই, অশুদ্ধ-সঙ্কল্প
অসিদ্ধিরই বান্ধব। ৩২২।

সন্ন্যাসীই হও, যতিই হও,
সাধুই হও বা পণ্ডিতই হও—
তুমি ইহজীবনে যদি স্বর্গলাভ না ক'রে
পরকাল-স্বর্গপ্রত্যাশী হ'য়ে চল,—

তোমার সে-স্বর্গলাভ
সুদূরপরাহত ছাড়া আর-কিছুই নয়;
ঠিক জেনো,
এই জীবনের কৃতকার্য্যতাই
তোমার পরলোকের কৃতার্থ-জীবনেরই আমন্ত্রক। ৩২৩।

তুমি শিক্ষকই হও,
ব্যবসায়ীই হও,
আর যেই কেউ হও,
মনে রেখো—
প্রত্যেকের প্রকৃতিই চায়—
তা'র পক্ষে যা' অপ্রীতিকর
তা'কে পরিহার করতে,
বা তা'কে কি-ভাবে
পরিহার করতে পারা যায়—
তা'র কূটকৌশল-অভিজ্ঞ হ'তে,
আর, প্রীতিকর যা' তা'র পক্ষে
তা'কে সে চায় আঁকড়ে ধরতে,
তা'তে অন্তরাসী হ'য়ে
তা'র বিশেষত্বকে
বিশেষভাবে বিনায়িত ক'রে
তা'কে ধারণ করতে,
পালন করতে;
প্রকৃতির এই স্বতঃ-প্রবণতাকে উপেক্ষা ক'রে
যেখানে যা'ই করতে যাও না কেন,
তা' সমীচীন ও সুচারু হ'য়ে উঠবে না,
তোমার প্রয়োজনমাফিক তা'কে পাবে না,
তোমার অন্তঃস্থ ধৃতি-আবেগও
সমীচীনভাবে সার্থক-বিনায়নে
সঙ্গতিলাভ করবে না। ৩২৪।

যে-খাদ্যই গ্রহণ কর না কেন,
তা' যদি বিধানকে পরিপুষ্ট ক'রে
সত্তাপোষক না হয়,—
তা'র পরিণাম
অপরিপাচিত মল ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
তেমনি যে-বিদ্যাই শিক্ষা কর না কেন,
যে-কর্ম্মই কর না কেন,
তা' যদি তোমার বিধানকে সংস্থ ক'রে
সত্তানুপোষক না হ'য়ে ওঠে,—
তা'র পরিণাম
পয়মাল ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
পচা, পূতিগন্ধসম্পন্ন, সত্তার ক্ষয়কারী
অসহনীয় হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে ;
তাই, যা'ই শোন আর যা'ই কর—
তা' যেন বিধানকে পরিপুষ্ট ক'রে
সুসংস্থিতির উপাদান হ'য়ে
শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,
বিবর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে ;
নয়তো, তুমিও পয়মালে যাবে,
তোমার সংস্পর্শ যা'রা লাভ করবে—
ঐ পূতিগন্ধী পয়মাল
তা'দিগকেও ছাড়বে না। ৩২৫।

তোমার সহানুভূতি যদি
সক্রিয় না হ'য়ে উঠলো,
মনে রেখো—
তোমার হৃদয় তখনও কাপট্যের অন্তরালে,
আর, ঐ কপটতা তোমাকে
তোমার সত্তার নিকটেও অবিশ্বস্ত ক'রে তুলেছে,

আর, ঐ লক্ষণই ব'লে দেয় যে,
অজ্ঞতার দিগ্বলয় থেকে
শাতনের হাতছানি
তোমারই অজ্ঞাতে
তোমাকেই বিবশ ক'রে
অবলুপ্তির দিকে আকৃষ্ট ক'রে তুলছে। ৩২৬।

যতক্ষণ তোমার অন্তঃকরণ
কোনও জীবনের প্রতি সদনুকম্পী হ'য়ে ওঠেনি—
অসৎ-নিরোধী অনুদীপনা নিয়ে,
ঠিক মনে রেখো—
তখনও তুমি শাস্তা হওয়ার উপযুক্ত হওনি,
আর, উপযুক্ত না হ'য়েও
যদি তুমি কা'রও প্রতি
কোনপ্রকার শাসনের অনুপ্রেরণা জোগাও
বা নিজে কর,
খতিয়ে রেখো অন্তঃকরণে—
তুমি যেখানে যে-পরিবেশ
বা পরিস্থিতিতেই থাক না কেন,
ঐ পাপ কোন্‌রূপে
কখন তোমার সম্মুখে এসে
কেমন ক'রে, কোন্ অসময়ে, কোন্ ফাঁকে
তোমাকে বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে—
তার ঠিক নেই,
আর, তা' শাতন-প্রবৃত্তিরই অনুপ্রেরণায়। ৩২৭।

তোমার সত্তা যত সঙ্কুচিত হ'য়ে রইবে,
আত্মসুখপ্ররোচী হ'য়ে রইবে,
প্রবৃত্তিগুলিও তোমার উপর
আধিপত্য করবে তেমনি—

সত্তার চেতন বিভূতিকে
বিমর্দ্দিত ও বিমর্ষিত ক'রে ;
আর, যতই সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
অন্যের সত্তাকেও
তোমার সত্তারই অনুপ্রভা ব'লে
দেখতে পারবে,
বুঝতে পারবে,
ধরতে পারবে,
তোমার ভাল-মন্দ-সুখ-দুঃখগুলি
যেমনতরভাবে বোধ কর,
তা'দিগকেও তেমনি বোধ করতে পারবে—
তোমার নিজেরই মতন,
তা'দের প্রতি সক্রিয় অনুচর্য্যায়
সেগুলিকে বিনায়িত করবার প্রবণতা
তোমাতেও উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
আর, যদি নিজের শুভদ যা',
ভাল যা',
তা'তেই লুব্ধ হ'য়ে বেড়াও—
অন্যকে উপেক্ষা ক'রে,
তুমি ক্রমশঃই পরনিন্দক হ'য়ে উঠবে,
ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে তা'দের প্রতি,
তোমার সত্তানুশ্রয়ী যোগাবেগকে
পরিবেশের যে-সংঘাত
যেমনতর উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,—
প্রতিক্রিয়ায় তুমিও চলতে থাকবে তেমনি,
ফলে, তোমার বোধি-বিন্যাসিত ব্যক্তিত্ব
হীন চারিত্রিক বিভা বিকিরণ ক'রে
অন্ধতমেই নিমজ্জিত হ'তে চলবে,
তুমি ঠকবে ;

তাই সাবধান!
এখনও সতর্ক হও। ৩২৮।

পরিস্থিতির অনুপ্রেরণায় ও প্রবৃত্তির পরিচর্য্যায়
মানুষের মস্তিষ্কে
বহুধা-বিচ্ছিন্ন বোধিপ্রণালী
বিসৃষ্ট হ'য়ে থাকে,
সেগুলি যদি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন ব্যক্তিত্বে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
সার্থক-সঙ্গতি লাভ না করে,
তাহ'লে সেগুলি
ভ্রান্তি-পরামৃষ্ট হ'য়ে
একদেশদর্শী অসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে
বেতাল অনুরঞ্জনায়
অব্যবস্থ অসঙ্গতিতে
অসার্থক ব্যতিক্রমপন্থী হ'য়েই চলতে থাকে;
তাই, লাখো বহুদর্শিতাও যদি থাকে,—
তা' যদি
সুসঙ্গত সার্থক বোধি সৃষ্টি করতে না পারে,
সে-বহুদর্শিতা বিচ্ছিন্ন ও ব্যর্থ,
এমনতর মানুষের উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব যে
বিপর্য্যয়কেই আবাহন ক'রে চলবে—
তা' অতিনিশ্চয়;
কি-পুরুষ, কি-স্ত্রী,
যেই হো'ক না কেন—
শ্রদ্ধা-সনির্ব্বন্ধ অনুরাগে
সে যদি কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না থাকে—
অচ্যুত আনতি নিয়ে,—

যে-কোন কার্য্যভার
তা'র উপর ন্যস্ত হো'ক না কেন,—
তা' মুখ্যভাবেই হো'ক
আর গৌণভাবেই হো'ক—
বিপর্য্যয় ও আপদকে ডেকে এনেই থাকে;
তাই, যেখানে
যত গুণেরই সমাবেশ থাক্—
কেন্দ্রার্থ-পরায়ণী অনুচর্য্যা-বিমুখতা
অসঙ্গতি ও অসার্থক ভ্রাম্যমাণ বিভ্রান্তিরই
স্রষ্টা হ'য়ে উঠবে;
তাই, যে-উদ্দেশ্যে যা'কেই নিয়োগ কর না কেন,
আর, সে যে-গুণান্বিতই হো'ক না কেন,—
সে সুকেন্দ্রিক-সংস্থ কিনা
দেখে-বুঝে তা' ক'রো,
নয়তো, নির্ভর ক'রে
ঠকতে হবে প্রায়শঃ। ৩২৯।

যত মতবাদই আসুক না কেন—
বোধিসন্ধিৎসার অনুচর্য্যায়
তা'র ভিতর থেকে যতক্ষণ না
উপাদান-সামান্যকে আবিষ্কার ক'রে
সার্থক একসূত্রসঙ্গতির নিবন্ধে
সংহত ক'রে তুলতে পারছ,—
এমন-কি, দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিক
অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পর্য্যালোচনায়
নিয়ন্ত্রণ-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু-সঙ্গতির অভিব্যক্তিতে,
তা' তখনও কিন্তু নিরর্থক তোমার কাছে,

আবার, এই তাৎপর্য্য
যেখানে যত শ্রেয়সঙ্গতি নিয়ে
উদ্ভূত হ'য়ে উঠবে—
অভ্যুদয়ী পর্য্যায়ে,
তা' ততই কল্যাণ-সৌষ্ঠবসম্পন্ন। ৩৩০।

অলস সমর্থন—
যা'তে বোধিতাৎপর্য্যসম্পন্ন দূরদৃষ্টি নেই,
সুসমঞ্জস সার্থকতা নেই,
উদ্বোধনী প্রেরণা নেইকো,
অন্তরায়-অতিক্রমী প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতি নেই,—
তা' কিন্তু প্রাণহীন,
ধ'রে তুলবার
কিংবা এগিয়ে নেবার উদ্দীপ্তি
নিভু-নিভুই সেখানে। ৩৩১।

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী যা'—
বাক্য-ব্যবহার, আচার-নিয়ম,
যা'ই হো'ক না কেন—
তা' যদি অন্যের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে
সত্তাকে ক্ষয় ক'রে তোলে,—
তা' কিন্তু তোমার পক্ষেও
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী নয়কো,
তোমার পক্ষেও তা' ক্ষয়িষ্ণু,
সাত্ত্বিক-সম্বর্দ্ধনী নয়কো,
কারণ, তোমার বৈশিষ্ট্য পরিপালিত হয়
পরিবেশেরই বৈশিষ্ট্যপালী সংক্রমণা হ'তে,
আর, সত্তাও পুষ্টিলাভ করে
পরিবেশ থেকে পোষণ আহরণ ক'রে;

তাই, তোমার আচার-ব্যবহার
যা'ই হো'ক না কেন—
তোমার পক্ষে বৈশিষ্ট্যপালী হ'য়েও
যদি তা' অপরের বৈশিষ্ট্যকে হনন করে,
সত্তাকে ক্ষয়িষ্ণু ক'রে তোলে,
তোমার ঐ পালন ও পোষণ যে
অচিরেই বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠবে—
তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ। ৩৩২।

বৈশিষ্ট্যপালী একানুধ্যায়ী আপূরণী শ্রেয়নিষ্ঠা
ও তদনুবর্ত্তিতাকে ত্যাগ ক'রে
যে-ধর্ম্ম বা যে-নীতিই অনুসরণ কর না কেন—
তা' আত্মপোষণী কৃতজ্ঞতা-সমন্বিতই হো'ক,
বা বিকেন্দ্রিক ঔদার্য্য-সমন্বিতই হো'ক,
তেমনতর যা'-কিছু
তা'র অনুধ্যায়ী অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলা—
সত্য ও সংহতিকে
কৃতঘ্নী আঘাতে হনন ক'রে
নিজের ও গণসমষ্টির ব্যাঘাত হানা ছাড়া
আর-কিছুই নয়কো,
তা' কাপট্যপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতারই
উদ্ভাসিত স্বরূপ। ৩৩৩।

মানুষের আচার, ব্যবহার ও কর্ম্মের
অন্বয়ী সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
সার্থক ব্যুৎপত্তি
যোগ্যতায় অভিব্যক্ত হ'য়ে
যতক্ষণ না ওঠে—

ধারণা

প্রত্যয়ী প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে
শ্রদ্ধার্হ চরিত্রে যতক্ষণ উচ্ছল হ'য়ে না ওঠে
যথাবিহিত সুষ্ঠু-সমাবেশে,—
তা'র পূর্ব্বে
তা'কে যদি তদনুপাতিক
পদবী ও প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাও—
তাহ'লে তা'র মনুষ্যত্ব
মূঢ় সম্বেগে
এমন বিপর্য্যয়ী বিধ্বংসের সৃষ্টি করবে
যা'র ইয়ত্তাও থাকবে না,
আর, এই অন্যায্য পদবী ও প্রতিষ্ঠা
তা'কে এমনতর উদ্ধত, দাম্ভিক
প্রবৃত্তি-পরবশতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে
যা'তে তা'র সংস্রবী যা'-কিছু
বিপর্য্যয়ের ব্যত্যয়ী প্রতিভায়
বিনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে;
মানুষের যদি ভালই চাও—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যেখানে যথাবিহিত যা' করণীয়
তা'ই ক'রেই তা'দিগকে উন্নত ক'রে তোল—
দীক্ষিত শিক্ষায় দক্ষ ক'রে
শ্রমকুশল-নিয়ন্ত্রণে,—
যা'তে অভিশপ্ত উৎসবে
জীবনকে বিধ্বস্ত করতে না হয়,
নজর রেখো;
মানুষকে ছোট ক'রে রেখো না,
বড় ক'রে তোল—
কিন্তু তা' বাস্তবে। ৩৩৪।

সুসম্বদ্ধ সত্তাপোষণী চলন
যেখানে উচ্ছল অনুরাগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
প্লাবন সৃষ্টি ক'রে চলে,—
দৈবী-দীপনা
শূর-বিক্রমে
সত্তাপালীই হ'য়ে ওঠে সেখানে,
আবার, প্রবৃত্তি-অভিভূতি যখনই
ভোগলিপ্সার লেলিহান ডাইনী-দীপনায়
অবৈধ আগ্রহে উদ্দৃপ্ত হ'য়ে চলে—
আসুরিক বীর্য্য
মৃত্যুকে পরিবেষণ ক'রে চলে তখনই,—
এটা ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর সমষ্টিগতভাবেই হো'ক। ৩৩৫।

সুকেন্দ্রিক, হৃদ্য আরতি-তৎপরতা নিয়ে
সার্থক সঙ্গতির সহিত
যদি ইষ্টার্থে আহরণ-তৎপর না হও,—
বোধি, যোগ্যতা,
বিভব-অনুদীপনা
ও সার্থক অন্বিত-চলনকে
বিকৃত বিন্যাসে বিক্ষুব্ধ ও ব্যাহত ক'রে—
অন্তর্নিহিত যোগাবেগকে
দমিত ও শ্লথ ক'রে
নিজেকে বিমর্ষিত ক'রে তুলবে,
কৃতী-যোজনা হ'তে বঞ্চিত হবে তুমি। ৩৩৬।

ইষ্টার্থী আহরণ যা'র যেমন অবসন্ন,
আত্মপোষণী বর্দ্ধনাও তা'র তেমনি উদ্বিগ্ন,

আত্মনিয়মন-তৎপরতাও তেমনি বিচ্ছিন্ন,
বোধিদক্ষ কুশল-কৌশলী তৎপরতাও
তেমনি ম্লান। ৩৩৭।

বিধান-সংস্থ যকৃতের ক্রিয়াশৈথিল্যে
তিক্তরস যেমন তা'র পক্ষে বলকারক,—
ইষ্টনিষ্ঠদের কর্ম্মশৈথিল্যে তেমনি
উপযুক্ত বলপ্রদ তিক্ত উদ্দীপনা
অনেক সময় কর্ম্মসম্বেগী ক'রে তোলে। ৩৩৮।

তুমি যা'তে যেমনতর সক্রিয় অনুকম্পাশীল,
উপচয়ী অনুচর্য্যা-নিরত,
সমর্থন ও সহানুভূতিশীল—বাস্তবে,
মর্য্যাদাও তোমাকে তেমনি
অভিনন্দিত ক'রে থাকে। ৩৩৯।

সুবিনায়িত সামঞ্জস্যের ভিতর
যদি কোথাও কোন ব্যতিক্রমও থাকে,
আর তা' যদি শুভ-সুন্দর-সম্বর্দ্ধনী হয়,
প্রসাদ-প্রেরণী হয়,
ঐ ব্যতিক্রমও তখন
সৌন্দর্য্য-সন্দীপী হ'য়ে থাকে,
উপভোগ্য হ'য়ে থাকে। ৩৪০।

উৎকর্ষী যাঁ'রা,
আপৎকালে তাঁ'দের দিয়ে
অপকর্ষীদের দ্বারা
যে-সমস্ত কর্ম্মনির্ব্বাহ হ'তো বা হয়
তা'র নিষ্পাদন করা বরং শ্রেয়,

কিন্তু পারতপক্ষে অপকর্ষীদের দিয়ে
উৎকর্ষীদের কর্ম্ম-নির্ব্বাহ
না করাই ভাল,
কারণ, উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যপালী সমঞ্জসা ধী,
বিবেচনা, দূরদৃষ্টি ও ব্যবস্থিতির অভাবে
আপদকে আরো ক'রেই তোলা হয়
তা'তে। ৩৪১।

উৎকৃষ্ট যদি অপকৃষ্টে আত্মবিক্রয় করে,
তবে অপকৃষ্টকেই প্রভাবশালী ক'রে
তা'র উৎকর্ষ-প্রলোভী সম্বেগ ও উপকরণকেই
ব্যাহত করা হয়,
উৎকৃষ্ট যে
সে তো নষ্ট পায়ই,
অপকৃষ্টের উদ্ধারের পথও
চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে যায়,
ঐ সর্ব্বনাশা বিষাক্ত অপকর্ষী সংক্রমণ
ছোট-বড় সকলকেই স্পর্শ ক'রে
নিকেশেই পরিচালিত ক'রে থাকে;
তাই, অমনতর প্রবৃত্তি যা'দের ভিতর দেখবে,
উন্নত-অনুন্নত যেই থাক্ না কেন,
তা'দের হ'তে সাবধান থেকো—
নিরোধী সতর্ক চক্ষু নিয়ে। ৩৪২।

ভ্রূণদেহে সত্তাসঙ্গত চেতন-কণার
আকর্ষণী-অনুবদ্ধ সুসঙ্গত চাপ
যেমন জীবন্ত দেহকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে,
তেমনি শ্রেয়ানুবদ্ধ,

সানুকম্পী পারিবেশিক সংহতির
সুসঙ্গত চাপের ভিতর-দিয়ে
মানুষ বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে;
তাই, সংহতিহারা জীবন
বিবর্ত্তনী অমৃত-আহরণে
অক্ষম হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৩৪৩।

চিন্তা, ব্যবহার ও কর্ম্মসমবায়ে
যা'তে তুমি যত অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে—
অভ্যাসের অনুচর্য্যায়
সুকেন্দ্রিক আগ্রহ-উদ্দীপনায়
তা'কে তোমার ভিতরে
অধিগমনে স্বভাব-সলীল ক'রে,
তা' ততই
তোমার সত্তা-অনুস্যূত স্বভাবে
অভিব্যক্তি লাভ করবে,
ঐ অভ্যাস যতই স্বভাবগত হ'য়ে উঠবে
ঐ-ব্যাপারে অভিমানশূন্যও হবে ততই;
ঐ রকমে
সৎ অভ্যাস তোমাকে
বিবর্ত্তনের দিকে নিতে পারে,
আর, অসৎ অভ্যাস
অধোবর্ত্তীও ক'রে তুলতে পারে। ৩৪৪।

যে-কোন শুভ-সঙ্কল্পই কর না কেন,
যে-কোন শুভ অনুষ্ঠানের
প্রবর্ত্তনাই কর না কেন
যত শুভকরই হো'ক তা',—

তা' যদি তোমার পূরয়মাণ
ইষ্ট বা আচার্য্যানুবর্ত্তিতাকে ব্যাহত করে,
তা'র পরিণাম কিন্তু
অশুভই হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ,
কারণ, তা'
উদ্বর্দ্ধনী নিয়ন্ত্রণ-প্রেরণা হ'তে
অনেকখানি পিছিয়ে থাকে,
ইষ্টার্থে সার্থক হ'য়ে ওঠে না তা',
তাই, তা' পরমার্থেরও স্বার্থ-সঙ্কোচক। ৩৪৫।

তুমি যা' করতে চাও,—
হ'তে চাও, পেতে চাও—
তা'র সাথে তোমার
আগ্রহ-অনুরাগ বেঁধে ফেলতে হবে,
বেঁধে ফেলে
অনুসরণ করতে হবে
সন্ধিৎসা নিয়ে,
আর, চলতে হবে,
করতে হবে তেমনিভাবে—
যেমন ক'রে তা' পাওয়া যায়—
তবে তোমার জানাটা জ্যান্ত হবে। ৩৪৬।

প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী মনোবিকার
আনুপাতিক বিচার-তাৎপর্য্যে
পছন্দের সৃষ্টি করে,
কিন্তু ইষ্টার্থপরায়ণতা
বিকার ও তৎসম্ভূত বিচারকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
একসূত্রসঙ্গত ক'রে তোলে। ৩৪৭।

মানুষের ইষ্টার্থপরায়ণতা বা শ্রেয়ার্থপরায়ণতা
ও তদনুবর্ত্তনী সঙ্গতি
যখনই প্রবৃত্তির মোহনিগড়ে নিবদ্ধ হ'য়ে
পেছটানের কুহক-নাগপাশে আবদ্ধ হ'য়ে
আন্তরিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও
ঐ নাগপাশকে ছিন্ন করতে পারে না,
বুঝতে হবে তখন
তা'র আত্মিক শক্তি শ্লথ হ'য়ে উঠেছে,
তা'র কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ দুর্ব্বল ;
এই অবস্থা
এই ইঙ্গিত করছে—
বিপাক-শরজালে নিবদ্ধ হ'য়ে
হয়তো পীড়িত হ'তে হবে তা'কে,
যদি ঐ কেন্দ্রিক আকর্ষণ
প্রবল ও সাধ্যমত তপ-পরায়ণ হ'য়ে চলে—
তা'তে নিপাত হ'তে রেহাইয়ের পন্থা
উন্মুক্তই থাকবে,
ঐ বাঁধন কেটে হয়তো একদিন
মেঘমুক্ত দেদীপ্যমানও
হ'য়ে উঠতে পারবে সে,
নয়তো, স্তব্ধ-শৈথিল্যে
জীবন ক্ষেপণ করতে হবে। ৩৪৮।

তুমি যখন প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট—
তখনই তোমার বোধিচক্ষুর দৃষ্টি
সঙ্কীর্ণ হ'তে থাকে,
তুমি তখন হও অজ্ঞ,
অর্থ ও ভোগসম্পদ্ই হ'য়ে ওঠে

তোমার আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য—
কাম্য ;
আবার, এই তুমি যখন সত্তা-সম্বুদ্ধ—
তখনই তুমি
শ্রেয়নিষ্ঠ ইষ্টার্থপরায়ণ
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতায়
অচ্যুত হ'য়ে ওঠ,
বর্দ্ধনাই হ'য়ে ওঠে তোমার পরম প্রেয়,
অসৎ-নিরোধই হ'য়ে ওঠে তোমার
পরাক্রমী দীপ্তি,
বোধিচক্ষুও হ'য়ে ওঠে তোমার
দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন,
ঈশ্বর—নারায়ণ—
হ'য়ে ওঠেন
তোমার প্রার্থনার প্রদীপ্ত দীপিকা ;
তখন তুমি চাও মানুষ,
লোকবর্দ্ধনাই হ'য়ে ওঠে তোমার
লাস্য-নন্দনা,
তুমি জাগ্রত হও তখন,
প্রাজ্ঞ হও তখন,
ধারণপালনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগ হ'য়ে ওঠে—
পরম কারুণিক ঈশ্বরের অর্ঘ্য-অঞ্জলি। ৩৪৯।

ভাব আনে ভঙ্গী,
আর, ভঙ্গী দেয় প্রেরণা,
আবার, প্রেরণা-অনুপাতিকই হয় কর্ম্ম ;
তাই, যা'-ই কর আর যেমনই কর—

যাতে তোমার ভাব ও ভঙ্গী
শুদ্ধ ও সুষ্ঠু হ'য়ে উঠবে যেমন,
চালচলন, আচার-ব্যবহার
ও কর্ম্ম-তৎপরতাও তেমনি হ'য়ে উঠবে,
লক্ষ্য ক'রে দেখো,—
ভর্ৎসনার পিছনেও যদি
ভাব-ভঙ্গী প্রীতিপ্রদ থাকে—
অভিব্যক্তিও তেমনি প্রীতিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
ফলে, সেই ভর্ৎসনাও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়। ৩৫০।

আপূরণী সমাবেশ নিয়ে
সদাচারক্রমে
বিবর্ত্তনে
কৃষ্টিতে কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রে
সেই অবদানে
দুনিয়াকে যতই
উচ্চল ক'রে তুলতে পারবে—
পোষণে প্রবৃদ্ধ ক'রে,
লোকশ্রদ্ধা
আনত অভিবাদনে
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে
আরোর অধিগমনে আপ্লুত হ'য়ে
তোমাতে যখনই যতই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে,
মর্য্যাদাও স্বতঃস্বেচ্ছ অভিবাদনে
তোমাকে ঈশিত্বের প্রতীক ব'লে
গ্রহণ করবে ততই,
আর, মর্য্যাদা ওকেই বলে;
কেউ কা'রো সমান নয়,

স্ববৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে
অন্যের পরিপূরণী হ'য়ে না উঠলে
কেউ মর্য্যাদার অধিকারী হ'য়ে ওঠে না—
তা' ব্যক্তিগতভাবেও যেমন,
জাতিগতভাবেও তেমনি ;
আর, কৃষ্টিগত পরাভব হ'লেই
মানুষ স্ববৈশিষ্ট্য হারিয়ে
অন্যের সমান হ'তে চায়। ৩৫১।

তুমি মনে ভেবো না—
তুমি যা' ভাবছ,
যে-ভাবা কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠছে,
কেবল তা'রই ভাল-মন্দ
তোমার সত্তায় সংহিতি লাভ করবে,
শুধু তা' নয় কিন্তু,
তোমার পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতি হ'তে
যত সঙ্ঘাতই আসুক না কেন,
যা' তোমার সত্তায়
সক্রিয় হ'য়ে উঠে থাকে—
যে-কোন রকমই হো'ক না,
সেগুলিও
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
বোধের ভিতর-দিয়ে
তোমার সত্তাকে প্রভাবিত ক'রে
অনেকাংশেই
ঐ সত্তাতে সংহিতি লাভ ক'রে থাকে—
বিশেষ অর্থনায় অর্থান্বিত না হ'য়েও,
প্রবণতার আবেগ সৃষ্টি ক'রে ;

তাই, তুমি যদি বাঁচতে চাও,
বাড়তে চাও,
তোমার নিজের যা' করণীয়
তা' তো করতে হবেই,
আর, পরিবার, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকেও
ঐ ভাবপ্রেরণায় সক্রিয় ক'রে তুলতে হবে,—
যা'তে তা'রাও
তাদের মত ক'রে গজিয়ে ওঠে—
যোগ্যতার অভিসারিণী পদক্ষেপে;
এই হ'চ্ছে সত্তার চলন্ত চলন,
হওয়ার সংক্রমণী সঙ্গতি। ৩৫২।

পূরয়মাণ শ্রেয় হ'তে
বিকেন্দ্রিক ও বিচ্যুত হওয়ার চাইতে
ভ্রান্তি বরং ঢের ভাল,
কারণ, তা'
শাতনী স্বার্থগৃধ্নু কৃতঘ্নতার আমন্ত্রণে
অবলম্বন হ'তে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে না,
ভ্রাম্যমাণ হ'য়েও কেন্দ্রায়ণী কৃতজ্ঞতায়
সমর্থ সে থাকেই,
তাই, সংশোধনও অবশ্যম্ভাবী তা'র কাছে—
তা' দুই-চার দিন আগেই হো'ক
আর পরেই হো'ক। ৩৫৩।

পূরয়মাণ-ইষ্টানুধ্যায়ী
তদর্থী তপশ্চরণে
বৈশিষ্ট্যের সহজাত-সংস্কারানুপাতিক
মানসিকতার সার্থক সুবিন্যাসে
বৈধানিক সুসঙ্গত সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে

বোধিতৎপরতায়
যে বা যা'রা যত দীপ্ত,—
উৎকর্ষও সেখানে তেমনি,
এটা ব্যক্তি হিসাবেও যেমনতর,
বর্ণ-বৈশিষ্ট্যানুক্রমিকতায়ও তেমনতর। ৩৫৪।

তোমার যা'-কিছু ভাব, বোধ,
শেখা, জানা বা করাকে
যতদিন সুসঙ্গতির সহিত
ইষ্টার্থ-সমর্থনে
অন্বিত ক'রে তুলতে না পারছ,—
ততদিন ওগুলি সার্থক হবে না,
বিচ্ছিন্নই থেকে যাবে,
যতই তা' পারবে,
বিজ্ঞতা প্রাজ্ঞ অভিব্যক্তি নিয়ে
তোমাতে আসীন হ'য়ে রইবে। ৩৫৫।

যে-কোন বিপর্য্যয়ই আসুক না কেন,
তা'কে যদি
বোধিকুশল অনুদীপনা নিয়ে
সুসংস্থ তৎপরতায়
অতিক্রম করতে না পার,
তবে কিন্তু সে তোমাকে
তা'র কূটগহ্বরে বিলীন হ'তে
বাধ্যই ক'রে চলবে,
তোমার অস্তি-সম্বেগ যদি তীক্ষ্ণস্রোতা না হয়,
সে তোমার
সত্তা-বিলোপীই হ'য়ে উঠতে পারে;

সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক, সুতপা
বোধিকুশল তৎপরতা নিয়ে
বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ও উল্লঙ্ঘন ক'রে চল,
ঈশ্বর স্মিত শৌর্য্যনন্দনায়
তোমাকে স্বস্তিদান করবেন। ৩৫৬।

যা'রা ইষ্টার্থকে ফাঁকি দেয়
বা ইষ্টকে বঞ্চিত করে,
অথবা ইষ্টার্থ অপহরণ করে,
তা'রা নিজেকে তো ক্ষোভান্বিত করেই,
নির্য্যাতনে নিষ্পেষিত তো করেই,
অপমানে তো জর্জ্জরিত হয়ই,
তা' ছাড়া,
তাদের পরিবার-পরিজনের প্রত্যেকে
ঐ পাপ-বিধ্বস্ত হ'য়ে
নিষ্পেষণী বিষ সংগ্রহ ক'রে
মর্ম্মন্তুদ নির্য্যাতনে
নিজেদিগকে অভিসম্পাতগ্রস্ত ক'রে তোলে;
অমনতর বঞ্চক যা'রা
তা'রা উন্মুখ আশীর্ব্বাদকে
বিমুখ ক'রে ফেলে,
করুণাকে
দারুণ আঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে
জাহান্নমের পথ প্রশস্ত ক'রে তোলে,
আত্মবিলোপ
অতিশায়িনী সম্বেগ নিয়ে
লুব্ধ সাগরিকার গানের মত
তাদের পিছনে
লেলিহান দৃষ্টিতে
আক্রমণ-তৎপর হ'য়ে চলতে থাকে,

আত্ম-অভিসম্পাতে
তা'দের অন্তর-সত্তা শিউরে ওঠে;
যদি কেউ এমন ক'রে থাক—
এখনও ফের,
আনতি-অভিবাদনে
আত্মনিয়মন-অনুক্রিয়ায়
অনুবীক্ষণ-তৎপরতার সহিত
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
উপচয়ী হ'য়ে ওঠ তাঁ'র,
প্রায়শ্চিত্তে আত্মপ্রক্ষালন কর,
করুণা হয়তো একদিন
তোমার অন্তর-কানাচে
উঁকিও মারতে পারে;
ঈশ্বর চির-করুণাময়। ৩৫৭।

তুমি যে বিকেন্দ্রিক
বিকৃত চলনে চ'লেও
অহৈতুক অপ্রত্যাশিতভাবে
শুভ-বিকিরণাকে উপভোগ কর,
তা' কিন্তু তোমার
কর্ম্মার্জ্জিত কিছুই নয়কো,
তোমার তা'তে কোন আধিপত্য নাই,
সুকেন্দ্রিক, সার্থক কৃতী-চলনের ভিতর-দিয়ে
তা' সংঘটিত হয়নি,
তুমি পাবেই তা'—
তেমনভাবে তোমাকে তুমি প্রস্তুত কর নাই,
অর্থাৎ হও নাই তেমন;
যে শুভ সংঘটনকে উপভোগ করছ—
তা' পারিবেশিক সুক্রিয়ার শুভ বিকিরণা,

যা'কে যে যেমন গ্রহণ করে—
ঐ গ্রহণের উপযুক্ত তেমনই
উপভোগ ক'রে থাকে,
তা'তে তোমার কৃতিত্ব নেইকো;
তোমার ধৃতি,
তোমার সার্থক কৃতী-চলন
তোমাকে এমনতর যোগ্য ক'রে তোলেনি,
যা'তে সকল বিপর্য্যয়ের ভিতর-দিয়েও
তোমার ঐ হওয়া
শুভ প্রাপ্তিতে
সলীল ও সাবলীল হ'য়ে ওঠে,
তাই তা'তে তোমার কোন লাভ নেইকো;
লাভ ঐটুকুই মাত্র—
অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে
পারিবেশিক সুক্রিয় কৃতিদীপনার
শুভ বিকিরণার সাবলীল গতিকে
তুমি উপভোগ করছ বা করেছ তেমনতর—
যতখানি তা'র আওতায় এসেছ,
যা' সবাই উপভোগ ক'রে থাকে
চলনের অতর্কিত মুহূর্ত্তে,
পারিবেশিক অশুভকেও
মানুষ ভোগ ক'রে থাকে
ঠিক অমনতর ক'রে;
পারিবেশিক শুভ বা অশুভ-বিকিরণা
অমনি ক'রেই
প্রত্যেকের জীবনকে স্পর্শ ক'রে;

তাই, তুমি তোমার সুকেন্দ্রিক শুভ-চলনকে
সাবলীল সন্দীপনায়
এমনতর কৃতী ক'রে তোল,—
যা'র ফলে, তুমি
মাঙ্গলিক হওয়ার সু-অভিব্যক্তির সুবিকিরণায়
সপারিপার্শ্বিক নিজের জীবনকে
সন্দীপিত ক'রে চলতে পার—
অশুভের নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে
শুভের সুবিনায়নে
বিহিত সুযোগ গ্রহণ ক'রে,
হ'য়ে ওঠ অমনতরই—
বাস্তব চলনের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ও বিনায়িত ক'রে
সুকেন্দ্রিক সার্থক অনুচলনে ;
ঈশ্বর তোমার পাওয়াকে মঞ্জুর করবেন—
ঐ মাঙ্গলিক পারিজাত-উপঢৌকনে। ৩৫৮।

আগে কাউকে গ্রহণ কর,
স্বার্থ হ'য়ে ওঠ তা'র—
উপচয়ী হ'য়ে,
তবে তো অনুগ্রহ!
নয়তো গ্রহণও করলে না,
স্বার্থও হ'য়ে উঠলে না তা'র,
অথচ অনুগ্রহলোলুপ হ'য়ে চলছ—
সে-লোলুপতা কিন্তু
নিগ্রহই নিয়ে আসে প্রায়শঃ। ৩৫৯।

জীবনের তীব্র প্রীণন-অভিযানই
কৃপাকে আহরণ করতে পারে। ৩৬০।

নিরাপত্তা-নিহিত ইষ্টার্থী চলনই
উৎকর্ষের প্রশস্ত পথ। ৩৬১।

নিজের কর্ম্মদ্বারা
নিপুণ অধ্যবসায়ে
যা'রই যে অর্চ্চনা ক'রে থাকে,—
সিদ্ধিও পায় সে তা'তে। ৩৬২।

যা'রা ঈশ্বর বা প্রেরিতপুরুষের জন্য
জীবন আহুতি দেয়,
তা'রা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়। ৩৬৩।

তুমি করার ভিতর-দিয়ে
যা' হ'তে চাও,
ঈশ্বর তাই-ই মঞ্জুর ক'রে থাকেন। ৩৬৪।

ঈশ্বরকে উপভোগ করার জন্য যে-ত্যাগ
সেই ত্যাগই তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী, সার্থক,
নচেৎ ত্যাগের জন্য যে ত্যাগ
তা' বুদ্ধিবিভ্রম—
রোগবিশেষ। ৩৬৫।

মানুষ
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের পথে যখন চলে,
অর্থাৎ তাঁ'র অনুশাসন পরিপালন ক'রে চলে,—
তখন তা'র প্রয়োজনের উপকরণ
ভূতে জোগায়,
কারণ, মানুষের অন্তরস্থ আবেগ
উচ্ছল হ'য়ে
তা'র পরিপূরণ-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে। ৩৬৬।

যা'কে বিহিত বিনায়নায়
উপযুক্তভাবে ধারণ করবে,
পালন ক'রে চলবে,
তা'র উপর
আধিপত্যও গজিয়ে উঠবে তেমনি ;
ঈশ্বরই আধিপত্যের উৎস। ৩৬৭।

তুমি যেমন ভজনা করবে,
ভাগ্যও গ'ড়ে উঠবে তোমার তেমনি,
বিধাতার বৈধী-নিয়মনও
তোমাকে তেমনতরই ভাগ্যের
অধিকারী ক'রে তুলবে,—
'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। ৩৬৮।

মায়ের চরণ-ছায়ায়ই স্বর্গীয় সুষমা,
মাতৃভাষাই পূত ভাষা,
শ্রদ্ধাবানের বোধগম্য তা',
উপভোগ্য তা'। ৩৬৯।

কেন্দ্রায়িত যেমন যে যা'তে—
সশ্রদ্ধ, সক্রিয় অনুচর্য্যায়
সুনিষ্ঠভাবে—
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনতরই। ৩৭০।

সুকেন্দ্রিক তৎপরতার সহিত
আধায়নী আগ্রহ নিয়ে
সমীচীন সন্ধিৎসায়
বিহিত অনুশীলনায় যা' করবে,—

হবেও তা'ই,
যোগ্যতাও বাড়বে তেমনি—
প্রাজ্ঞ পরিণতি নিয়ে। ৩৭১।

দলন যেখানে দান্ত ও ক্ষেমদর্ভী—
তা' শ্রেয়েরই আমন্ত্রক। ৩৭২।

শ্রেয়-নিদেশ-পালনই
অন্যকে নিদেশ-পালনে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে। ৩৭৩।

তোমার শ্রেয়ানুচর্য্যী সিদ্ধান্ত
নিষ্পন্নতায়
সাফল্যমণ্ডিত যতই করতে পারবে,
জীবনের অবসাদকেও
ততই এড়িয়ে চলতে পারবে। ৩৭৪।

সুনিষ্ঠ, একানুধ্যায়ী,
অনুচর্য্যাপরায়ণ শ্রেয়ানুগত্য
শ্রেয়লাভেরই ভিত্তি,
আর, এই আনুগত্যই
মানুষকে বোধিবান,
কৃতী ও সুখী ক'রে তোলে। ৩৭৫।

শ্রেয়তে শ্রদ্ধানুসিক্ত সক্রিয় মমত্বের
অচ্যুত একমুখীন আগ্রহ-উদ্দীপনা
যেমন সুষ্ঠু ও সলীল,—
তপশ্চরণও তেমনি সুষ্ঠু ও সলীল। ৩৭৬।

শ্রেয় যাঁ'রা,
শ্রদ্ধাস্পদ যাঁ'রা,
তাঁ'দের মনোজ্ঞ অনুচর্য্যাপরায়ণ যে যেমন,
গুণসঙ্গতিও তা'র তেমন,
আর, তা' হ'তে হ'লেই
বহুদর্শিতার সুসঙ্গতি
এবং তা'র সুপ্রয়োগ প্রয়োজন—
যা'তে তাঁ'দের অন্তঃকরণ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
সত্তা সুপুষ্টি লাভ করে। ৩৭৭।

আবর্জ্জনার শ্রেয়-বিনায়নায়
উৎসৃজনী অন্বিত-সঙ্গতিশীল অনুচলনকে
যে যেমন সুব্যবস্থ
ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে পারে,—
ঐ আবর্জ্জনা
উৎসৃজনায় সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'র কাছে তেমনি,
প্রসাদনায় প্রবর্দ্ধিতও হ'য়ে ওঠে সে
অমনি ক'রে। ৩৭৮।

ইষ্টীতপা আচার্য্যনিদেশ
অপরিপালিত হ'য়ে চলে যেখানে যেমন,
ভবিষ্যৎও এগোতে থাকে সেখানে তেমনি—
দুরত্যয় দুর্ব্বিপাক-সমভিব্যাহারে। ৩৭৯।

শ্রেয় যদি তোমার জীবনে মুখ্য হন,
তোমার ব্যক্তিত্বের পক্ষে শ্রেয় যা'
তা' উপভোগ করতে পারবে,

আর, যদি শ্রেয়হীন হও,
ঈপ্সিত যা'
তা'র দ্বারা নাজেহাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ৩৮০।

আধিভৌতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার
অর্থাৎ জড় ও চেতনের
সমন্বয়ী সঙ্গতিশীল চলন
যেখানে যত সুষ্ঠু,—
উন্নতিও সেখানে তেমনি পুষ্ট। ৩৮১।

আশীর্ব্বাদ
অর্থাৎ অনুশাসন-বাক্য
তখনই সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে,
যখনই তদনুগ অনুগতিতে
সক্রিয়-নিখুঁতভাবে
তা'কে নিষ্পন্ন করা যায়। ৩৮২।

প্রস্বস্তিবাদ
স্বস্তিকে আবাহন ক'রে থাকে তখনই,
যখনই
সেবানিরত ভজনানন্দের প্রশস্ত চলনে
সুকেন্দ্রিক সান্বয়ী-তৎপরতায়
তা'কে সার্থক ক'রে তোলা যায়। ৩৮৩।

বর
তখনই স্মিত-সার্থক হ'য়ে ওঠে,
বরেণ্যে তা' যখন ধৃতিলাভ ক'রে
শুভ-দীপনী চলনে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে—
সত্তানুধায়িনী অনুশীলনায়। ৩৮৪।

শ্রদ্ধা খোঁজে কসরৎ
যা'তে সে যোগ্যতায় আরো হ'তে পারে,
আর, ভয় খোঁজে ফুরসৎ
যা'তে সে বিপাক হ'তে রেহাই পেতে পারে। ৩৮৫।

যিনি তোমার পোষক—
তিনি তোমার শাসকও কিন্তু
প্রকৃতি-সঙ্গতভাবে,
তাঁর মর্য্যাদা-অপলাপী
বা ক্ষয় ও ক্ষতির কিছু করা
তোমার পক্ষে বিশ্বস্ততারই ব্যতিক্রম,
বরং তাঁ'র অনুপোষক হওয়াই
তোমার পক্ষে স্বাভাবিক—
প্রাকৃতিক সৌজন্য-সম্ভূত। ৩৮৬।

সাধু বা সৎচলনশীল যাঁ'রা
তাঁ'রা যে-কোন খল প্রকৃতির দ্বারা
যতই বিপন্ন হো'ন না কেন,
তা' একদিন-না-একদিন
মানুষের অন্তঃকরণকে
আলোকিত ও আলোড়িত ক'রে
অসৎ-চক্রান্তকে তিরোহিত ক'রেই থাকে;
আবার, সেই চরিত্র
তেমনিভাবেই
লোক-হৃদয়ে পরিপূজিত হ'য়ে ওঠে। ৩৮৭।

অন্তরাসী অভ্যাস
মানুষের মস্তিষ্কে
বোধিপ্রণালী সৃষ্টি করে,

আবার, সেই বোধিপ্রণালী যখন
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে,
তখনই সার্থক ও সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠে তা'—
স্মৃতিকে উদ্ভিন্ন ক'রে। ৩৮৮।

অন্তরাসী অনুচর্য্যা নিয়ে
যা'র যেমন অনুবর্ত্তী হবে—
বীর্য্যী পরাক্রমে,
তৃপ্তিপ্রদ আত্মত্যাগ-অনুদীপনায়,—
গতি আর প্রাপ্তিও
তেমনতরই হ'য়ে উঠবে তোমার
সেই পথে। ৩৮৯।

ভোগ তখনই দুর্ভোগ হ'য়ে ওঠে—
সে যখন প্রবৃত্তির তল্লাসে
তালিমী হ'তে যায়,
আর, যে-ভোগ ইষ্ট বা ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তা' স্বর্গের। ৩৯০।

যে-অসুবিধা, শ্রম বা উপভোগ
তোমার সত্তাকে
পুষ্টি-প্রভবান্বিত ক'রে তোলে
তাই-ই কিন্তু তোমার কাছে শ্রেয়—
ধর্ম্মদ তা',
আবার, যে-সুবিধা, শ্রম বা উপভোগ
তোমার সত্তাকে ক্ষীয়মাণ ক'রে তোলে,
তা' কিন্তু সর্ব্বথাই পরিত্যাজ্য,
তা' অধর্ম্ম। ৩৯১।

অযথা আরামপ্রিয়তা
মানুষকে যেমন
অবসন্ন ও কর্ম্মবিমুখ ক'রে তোলে,
তেমনি আবার সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী
ক্লেশসুখপ্রিয়তা
মানুষকে
ধীমান, বলীয়ান ও কর্ম্মপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে। ৩৯২।

যোগন-দীপনা যা'দের ভিন্ন,
তা'দের সান্নিধ্য-সংশ্রয় সম্ভব হ'লেও
মিশ্রণী মিলন
ব্যর্থই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
আদর্শ-আরতি যেখানে এক,
সেখানে অনুগতি একই প্রকারের—
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়েও—
উপযোগী পারস্পরিক বিন্যাস-অনুচর্য্যায়। ৩৯৩।

তোমার কুল, কৃষ্টি ও পরিবারকে
উপেক্ষা ক'রে
যা'র অবলম্বনে
তদনুচর্য্যায় জীবনকে অতিবাহিত করবে,
সেই হবে তোমার
জীবন-সঙ্গতির স্ফুরণ-দীপনা,
তুমি তদ্ভাবান্বিত অনুক্রমায়
সংক্রামিত হ'তে থাকবে। ৩৯৪।

সেই অভিমানই ভাল,
যা' তোমাকে বৈশিষ্ট্যে নিবিষ্ট ক'রে
নিরভিমান উন্নতিপরায়ণ ক'রে তোলে—

একটা উদ্বর্ত্তনী, সুনিষ্ঠ,
ইষ্টার্থী অভিসন্ধিৎসায়। ৩৯৫।

প্রাজ্ঞদের ত্রুটি
অর্থাৎ করায় ন্যূনতা বা কমতি হ'তে পারে
কিন্তু ভ্রান্তি হয় না,
অর্থাৎ তাঁ'রা বিপথপন্থী হন না,
কারণ, তাঁ'দের জ্ঞান
সার্থক একসূত্রসঙ্গত। ৩৯৬।

তোমার জীবনে
যা' যেমনতর অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে—
তা'তে তুমি
তেমনতর জীবন লাভ করবে। ৩৯৭।

আস্থা, কৌশল, চাপ
তিনই বলের মাপ। ৩৯৮।

সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী ইষ্টার্থী চলন—
এই তিনই
মানুষকে বলী ক'রে তোলে। ৩৯৯।

দ্রোহ-মোচী, শান্তি-সংস্থাপক যা'রা—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে
অভিষিক্তই হ'য়ে ওঠে তা'রা। ৪০০।

তোষণ ও পোষণচর্য্যা যা'-হ'তে উচ্ছল—
শান্তিও আনন্দের সেখানে। ৪০১।

নিঃস্পৃহ শৈথিল্যই কিন্তু শান্তি নয়কো,
বরং শ্রেয়ার্থ-প্রদীপ্ত, একানুধ্যায়ী, বহুদর্শী
সুসঙ্গত যোগ্যতায়
অভ্যুদয়ী অভিদীপনা,
যা' সত্তাপোষণী বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে চলে—
কর্ম্মঠ কৃতী-দীপনায়
আত্মপ্রসাদকে আমন্ত্রণ ক'রে—
শান্তি সেখানেই। ৪০২।

সত্তা ও সত্ত্বকে
অস্তি-নিয়ন্ত্রণে বিনায়িত ক'রে তোল—
অন্যের সত্তা ও সত্ত্বের প্রতি
স্বস্তিপ্রসূ অভিধায়না নিয়ে,
আর, এই হ'চ্ছে শান্তি ও মুক্তির পথ;
তুমি অন্যের শুভ-বর্দ্ধনার
সক্রিয় অনুপোষক হ'য়ে উঠে
নিজের শুভ-বর্দ্ধনাকে
অব্যাহত ক'রে যতই চলতে পারবে—
সত্তার সলীল-গতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
দক্ষকুশল তৎপরতায়,
তোমার ব্যক্তিত্বও স্বস্তি-বিনায়িত
হ'য়ে উঠবে তেমনই,
শান্তির স্বর্গীয় অগ্রদূত হ'য়ে
স্বর্গ-অবধায়িত আশিস্-ধারায়
সপরিবেশ তোমার-সত্তাকে
আশিস্-বিধায়িত ক'রে তুলবে। ৪০৩।

বিষয়, ব্যাপার বা বাক্যকে
একসূত্রসঙ্গত করতে হ'লে চাই—

তীক্ষ্ণ আগ্রহ, সন্ধিৎসু অনুধাবন,
সুপরিবেক্ষণ, সুবিবেচনা,
সঙ্গত নিয়ন্ত্রণী কুশল-কৌশলী ধী,
সমঞ্জস মিলন, অসঙ্গতির নিরাকরণ,
সামগ্রিক সৌষ্ঠবপূর্ণ সার্থক অন্বয়,—
এই হ'চ্ছে মোক্তা কথা;
এর খাঁকতি যেখানে যেমনতর
সামগ্রিক সৌষ্ঠবের খাঁকতিও সেখানে তেমনি—
দ্রোহ ও বিচ্যুতি নিয়ে;
তাই, একসূত্রসার্থক সান্বয়ী
সমঞ্জসা সম্বৃদ্ধিপরতা নিয়ে
উৎকর্ষে অধিষ্ঠিত থাক—
নিখুঁত হ'য়ে,
প্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি
কৃতিত্বের আসনে
সম্বর্দ্ধনা করবে তোমাকে। ৪০৪।

মানুষ যখন অজানাকে জানতে চায়,
বাস্তবায়িত ক'রে পেতে চায় তা'কে—
তা'র সমস্ত প্রবৃত্তির
সুকেন্দ্রিক সঙ্গত-অন্বয়ী আকৃতি নিয়ে,
আগ্রহ-আতিশয্যের
সক্রিয়-সন্ধিৎসু সন্দীপনায়,
শ্রদ্ধোল্লসিত সহিষ্ণু সেবা-তাৎপর্য্যে,
বৈশিষ্ট্যানুক্রমী সম্বেগী ঈপ্সায়,—
সে ততই
বিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে,
বিবর্ত্তনী ক্রমবিকাশে
তা'র শরীর ও মন

সমঞ্জসা সম্বর্দ্ধনী পরিক্রমায়
বিকশিত হ'তে থাকে তেমনি,
ঐ সুকেন্দ্রিক সম্বেগ-উদ্দীপ্ত
অচ্যুত চলনই হ'চ্ছে
বিবর্ত্তনের পথ। ৪০৫।

মানুষের জীবনে সৌরত-সন্দীপনা
যতই শ্লথ-বিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,
বীর্য্যবত্তাও ক্ষীণ হ'য়ে থাকে ততই,
বোধিও হ'য়ে ওঠে নিষ্প্রভ ক্রমশঃ,
প্রজননও তত অপকৃষ্ট হ'য়ে চলে,
আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দৈন্য
দুর্ভেদ্য নিগড় সৃষ্টি ক'রে
মানুষের জীবনকে সহায়হীন ক'রে
মরণাভিভূত ক'রে তোলে ;
শ্রেয়ার্থ-নিবিষ্ট চলনই
একমাত্র উদ্ধাতা সেখানে। ৪০৬।

এই বর্ত্তমান
তোমারই অতীতের পরিণামমাত্র,
তাই, এই বর্ত্তমানের উপরেই দাঁড়িয়ে
অতীতকে পর্য্যালোচনা ক'রে
বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে
সুধী-সুপ্রস্তুতির সহিত নিয়ন্ত্রণ কর ;
এই বর্ত্তমান
যখন ভবিষ্যতে আবর্ত্তিত হ'য়ে দাঁড়াবে—
সুধী-কুশল কৃতিত্ব নিয়ে,
কৃতার্থতা তোমাকে
অভ্যর্থনা করবে অতি নিশ্চয়। ৪০৭।

তুমি যদি ঈশ্বর-অনুশাসনকে
অবজ্ঞা ক'রে চল,
জীবনে সক্রিয়ভাবে
তাঁ'র অনুশাসনগুলিকে পরিপালন না কর,—
লাখ ঈশ্বরের দোহাই
বা বাচাল তত্ত্বকথায়
কা'রো হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারবে না,
তা'তে তুমিও উপকৃত হবে না,
অন্যেও হবে না;
বিকেন্দ্রিক বিকৃত মস্তিষ্কে
বিকৃত বাক্-ব্যবহারে
যা'রা অনুগতিসম্পন্ন,
তা'দের পরিণাম
বিকারগ্রস্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ৪০৮।

ঈশ্বর-নিদেশ অবজ্ঞা ক'রে
আত্মপক্ষ সমর্থন কর না কেন যতই,
তোমার বিচার ও শাস্তির ভার
অর্শে' উঠবে শাতনের উপর
স্বতঃই—স্বাভাবিকভাবে—
তুমি চাও বা না চাও;
ইষ্টার্থী হ'য়ে
তাঁ'র নিদেশ-অনুসরণই
এ হ'তে এড়াবার একমাত্র পন্থা। ৪০৯।

ঈশ্বরকে তুমি যেমন দেবে,
যেমন অন্তঃকরণ ও অনুবেদনা নিয়ে
তাঁ'র উদ্দেশ্যে যেমন যা' করবে,—
তুমি পাবেও তা'ই তেমনি,

কারণ, ঐ ঈশী-অনুপ্রেরণাই
তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগ। ৪১০।

ঈশ্বর কল্পতরু,
তিনি যা'-কিছুরই ফলদাতা,
পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে
তোমার কর্ম্ম-বিনায়না যেমন—
তিনি তা'তেই নিহিত হ'য়ে
ফলস্বরূপ তোমার সম্মুখে হাজির হন। ৪১১।

ঈশ্বর যা' করেন না—
কোন মহৎ বা বেত্তাপুরুষও তা' পারেন না,
যে-বৈধী নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বর যেমনভাবে যা' করেন,
হ'ন বা পান,—
মহৎ বা বেত্তাপুরুষেরও তাই-ই পন্থা;
তা' ছাড়া, বৈধী-নিয়মনকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
যা' পেতে হয়,
করতে হয় বা হ'তে হয়
তা' এই ঐশী মুল্লুকে হওয়া সম্ভব কিনা জানি না;
সেজন্য যখন যেমন ক'রে যা' করলে
তা' সম্ভব হয়—
তখন তেমনি ক'রে—
তা' করাই হ'চ্ছে পাওয়ার পথ,
অচিন্ত্যভাবে যা' হয়—
তা'ও কিন্তু ঐ বৈধী-সমাহার। ৪১২।

ঈশ্বরের প্রতি তুমি যেমন
ঈশ্বরও তোমার প্রতি তেমনি,
তিনি সবারই অনুপূরক,

তাঁ'র প্রতি অনন্যমনা হ'য়ে
যোগ্যতার তপস্যায়
যখনই তুমি উদ্দাম—
তখনই তিনি যজ্ঞেশ্বর তোমার কাছে,
আবার, বিরতির পথে যখন চলছ
সব-কিছু হ'তেই বিরত হ'য়ে—
তোমার কাছে তিনি সংযন্তা তখন। ৪১৩।

দুনিয়াটা যেমন ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র—
শাতনও তা'র প্রহেলিকা বিস্তার করতে
কসুর করেনি সেখানে,
ইষ্টার্থপরায়ণ আকৃতির সক্রিয় অভিব্যক্তি নিয়ে
কুশল-কৌশলী বোধি-তাৎপর্য্যে
ঐ প্রহেলিকাকে
ভেদ ক'রে যেতেই হবে তোমাকে—
সেই লীলাকে উপভোগ করতে,
নয়তো, ব্যর্থতার বিলোল কটাক্ষ
তোমাকে নিরাশ করতে ছাড়বে না। ৪১৪।

ঈশ্বর বিধিস্রোতা,
সৎ-অসতের অতীত,
এই বিধির অধিগমনে
ইচ্ছানুরূপ
মানুষ বিবর্ত্তনেও চলতে পারে,
আবার অধোবর্ত্তীও হ'তে পারে;
যদি শ্রেয়ই চাও—
ঈশ্বরানুরাগী হ'য়ে
শ্রেয়ার্থপরায়ণতায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
উদ্বর্দ্ধনে উন্নত চলৎশীল হও,

নয়তো, অধঃপাত
প্রবৃত্তির মোহজাল সৃষ্টি ক'রে
তা'র দিকে টেনে নেবেই কি নেবে,
আর, এই-ই হ'চ্ছে
শয়তানের ডাইনী আকর্ষণ। ৪১৫।

বেত্তাপূরয়মাণ ইষ্ট ব'লে
যদি তোমার কেউ থাকেন,
আর, তাঁ'তে যদি তুমি শ্রদ্ধান্বিত থাক—
নিষ্ঠা নিয়ে,
আর, তিনি যদি তোমাকে কোন নিদেশ দেন,
বা কোন চাহিদার কথা জানান,
সেটা ন্যায্যই হো'ক
আর খেয়ালপ্রসূতই হো'ক,—
পরিপালনে আগ্রহের সহিত
সক্রিয় শ্রদ্ধায় যত্নবান থেকে
তোমার সাধ্য ও সম্ভবে যেমন জোগায়
সময়মাফিক তা' তামিল ক'রো;
ঐ পরিপালনী যত্ন বা সক্রিয় আকর্ষণ
গ্রহ-নিগ্রহ হ'তে রেহাই দেবে,
বুঝে রেখো—
গ্রহ-আক্রমণ যত কঠিন,
তামিলী নিদেশও তেমনি ক্রূর হ'তে পারে,
আরো মনে রেখো—
ঐ নিদেশ
সাধারণতঃ তোমারই প্রয়োজনে,
তাঁ'র নয়। ৪১৬।

পূরয়মাণ প্রিয় যিনি
তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে যা'রা
তাঁ'র প্রেমিককে জীবনে মুখ্য ক'রে তোলে—
বঞ্চিত হয় তা'রা
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারে;
কিন্তু প্রেমিক-সংশ্রয়ে
প্রিয়র প্রতি যা'রা
উচ্ছল-সক্রিয় সম্বেগে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে—
তাদের যা'-কিছু সব নিয়ে
অনুবর্ত্তী সেবা-সৌকর্য্যে—
পরমার্থের অধিকারী হয় তা'রাই। ৪১৭।

মহৎ যাঁ'রা,
তাঁ'দের কাছে
মহতী সমাবেশ হ'য়েই থাকে,
কিন্তু তাঁ'তে সুকেন্দ্রিক অচ্যুত-আনতি-সহ
তৎ-স্বার্থ-সন্দীপী হ'য়ে
সশ্রদ্ধ অনুবর্ত্তিতা নিয়ে
তাপস-অনুচর্য্যায়
তাঁ'কে অন্তরে পরিস্ফুট ক'রে
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মে
তাঁ'তেই উপচয়ী হবার আকূতি নিয়ে
সেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তাঁ'কে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে যা'রা যতই,—
মহতের মহৎ-সন্দীপনা
মনুষ্যত্বের মহামানবত্বে
অধিষ্ঠিত ক'রে তোলে তা'দিগকে
তেমনি ততই। ৪১৮।

তোমার শ্রেয় যিনি,
তাঁ'র যে-কোন প্রকারের অবদানকে
সশ্রদ্ধ মর্য্যাদায় পরিপালন
ও পরিরক্ষণ করতে যদি না পার,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে দুর্ভাগ্যেরই হবে,
কারণ, ঐ অবদানের উৎস যিনি
তাঁ'র স্মৃতি
ঐ অবদানের সহিতই নিহিত থাকে,
তা'র সশ্রদ্ধ ব্যবহার
তোমাকে
শ্রেয়-চলৎশীলই ক'রে তুলতে সাহায্য করে,
তা'র প্রতি অমর্য্যাদাসূচক
বা অবজ্ঞাসূচক মনোভাব
ঐ শ্রেয় চলন হ'তে
তোমাকে বঞ্চিত ক'রে তুলবে কিন্তু। ৪১৯।

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রেয় যিনি তোমার,
তাঁ'র প্রতি যতই তুমি
মিথ্যাচারপরায়ণ
স্বার্থ-প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ হ'য়ে চলবে,
তোমার দৈনন্দিন জীবনও
বিনায়ন-ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
বিক্ষুব্ধ-ব্যতিব্যস্ত, স্বার্থ-প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ হ'য়ে
চলতে থাকবে ততই। ৪২০।

আচার্য্য-নিদেশ যা'দের কাছে মুখ্য হ'য়ে ওঠেনি
সর্ব্ব-সম্বেগে,

সুদক্ষ অনুশীলনী তৎপরতায়
যা'রা তা'কে
যথাসময়ে নিষ্পন্ন বা নির্ব্বাহ করতে পারে না—
তাচ্ছিল্যের উচ্ছল ব্যভিচারে,
যোগ্যতা তা'দিগকে কী ক'রে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে?
ব্যর্থ বিবিদিষা
কৃতি-লাঞ্ছনায়
তা'দের ব্যক্তিত্বকে
যে বিভবহারা ক'রে তুলবে
তা'তে আর সন্দেহ কী?
তাই, আচার্য্য-নিদেশ-পরিপালনে
স্থবির হ'য়ে থেকো না,
তৎপর হও,
তাচ্ছিল্য ক'রো না কিছুতেই,
ঐ সম্বর্দ্ধনায় পদক্ষেপ ক'রে চলতে থাক,
দরিদ্রতায়
নিষ্পেষিত হ'য়ে চলতে হবে না। ৪২১।

ভক্তির মত উপভোগ্য নেই—
যদি তা' অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক
সক্রিয় অনুচর্য্যাপরায়ণ হয়;
বোধির মত দিব্য দৃষ্টি নাই—
যদি তা' নিষ্ঠানন্দিত, সন্ধিৎসাপরায়ণ
একানুধ্যায়ী হয়;
ধারণা-অভিভূতির মত আহাম্মকী নেই,—
কারণ, তা'র ফলে
মানুষ যা' ভাবে, বলে বা করে
তা'তে বাস্তব সঙ্গতি কমই থাকে;

পরার্থ-উপেক্ষ স্বার্থগৃধ্নুতার মত
দরিদ্রতা নেই—
কারণ, সে অন্যকে বঞ্চিত ক'রেই
সঞ্চয় করতে চায়। ৪২২।

মানুষ সুকেন্দ্রিক সক্রিয়
শ্রেয়তপা অনুধ্যায়িতা নিয়ে
অধ্যবসায়ী তৎপরতায়
নিজে ব্যবস্থ হ'য়ে
তা'র পরিবার ও পরিবেশকে
যতই সুকেন্দ্রিক, সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পারবে—
একটা পারস্পরিক সত্তাসম্পোষী সুব্যবস্থিতিতে,—
সে জীবনে
স্বচ্ছন্দভাবে চলতে পারবে তেমনি;
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমন,
স্বচ্ছন্দতা সন্ধুক্ষিত হ'য়ে ওঠে সেখানে তেমনি। ৪২৩।

সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
তদনুপাতিক নিয়ন্ত্রণে
বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়
তোমার শক্তি ও ক্ষমতাকে
যদি নিয়োজিত না কর,
তোমার ঐ শক্তি বা ক্ষমতাও
বোধিকে বিনায়িত ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলবে না;
যেমনভাবে যা' খরচ করবে—
পাবেও তেমনি,
ব্যক্তিত্বও হ'য়ে উঠবে তেমনতর। ৪২৪।

সুকেন্দ্র-সংশ্রয়ী সম্বেগ হ'চ্ছে নির্ম্মাতা,
আর, যা'কে কেন্দ্র ক'রে
এই সম্বেগে সম্বদ্ধ হ'য়ে
যা'-কিছু সংগ্রথিত হ'চ্ছে—
তাই-ই শ্রেয়,
আর, এর উল্টো যা'
অর্থাৎ, বিকেন্দ্রিক বিচ্যুতি-তৎপর যা'
তাই-ই শাতন-সম্বেগ—
যা' মানুষকে কৃশ ক'রে তোলে,
পতিত ক'রে তোলে,
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
বিনষ্ট ক'রে তোলে। ৪২৫।

সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টার্থপোষণী প্রবণতায়
সুকেন্দ্রিক অচ্যুত-আনতি নিয়ে
সক্রিয় বাস্তবে
তাঁ'কে উপচয়ে পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে
যতক্ষণ না চলছ—
ফল কথা, তাঁ'কে জীবনে যতক্ষণ
মুখ্য ক'রে না তুলছ—
ততদিন বুদ্ধিও থাকবে বিপর্য্যয়ী,
ভাবনাও চলবে অসঙ্গতি নিয়ে,
আর, ঐ অসঙ্গতি
অনাসৃষ্টির অবতারণা ক'রে
তোমাকে শান্তিশূন্য ক'রে তুলবেই কি তুলবে;
যা'ই-তা'ই কর না কেন—
একটা ফাঁকা অভাব-বিজৃম্ভণ
তোমাকে তৃপ্তই হ'তে দেবে না কিছুতেই। ৪২৬।

সুডাক যখন ব্যর্থ হয়
প্রবৃত্তি বা পেছটানের আকর্ষণে—
নিয়তি খুট্-খুট্ ক'রে হেসে ওঠে,
আবার, সুডাকের নেশায়
পেছটান যখন ব্যাহত হ'য়ে চলে—
তাঁ'র প্রতি আপ্রাণ, সক্রিয়, সুনিষ্ঠ মধুমত্ততায়—
স্মিত হাসিতে ভগবান
নানা বিপর্য্যয়ের ভিতরেও
আশিস্-হস্ত উত্তোলন করেন—
প্রকৃতির স্নেহচুম্বনে। ৪২৭।

শয়তানের স্বার্থসন্ধিক্ষু মায়াবী ঔদার্য্যতে
অবিবেকী দূরদৃষ্টিহীন কল্পনাবিভোর
মুগ্ধ যা'রা—
তা'রা যে পরাভূত হ'য়ে থাকে
তা' নিঃসন্দেহ,
কিন্তু ঐ মায়াবীকে যা'রা—
মায়িক নিয়ন্ত্রণে
বাস্তব পরিচর্য্যায়
অভিভূত ক'রে তুলতে পারে
যাদুদণ্ডের জলুস বিকিরণ ক'রে,
অন্তরীক্ষ
জয়মাল্যে বিভূষিত করে তা'দেরই,
ঈশ্বরের কাছে অবনত হয় শয়তান তখনই,
শয়তানও
স্বর্গ-পরশ পেয়ে থাকে সেখানেই। ৪২৮।

সক্রিয় সুকেন্দ্রিক হও,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের

অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
কেন্দ্রার্থ-উপচয়ী হ'য়ে চল,
ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার
স্বস্তিবিনোদনী
সক্রিয় উৰ্জ্জনী আবেগ নিয়ে চল;
যে বা যা'রা
এই সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে চলতে থাকে,
বোধবিজ্ঞ হ'য়ে ওঠে তা'রাই,
বড় হয় তা'রাই—
জ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে,
ব্যক্তিত্ব-বিনায়নী চরিত্র-মাধুর্য্যে;
ঈশ্বরই কৃতিসম্বেগ,
ঈশ্বরই সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী
সক্রিয় উৰ্জ্জন,
ঈশ্বর-কেন্দ্রিকতাই
শক্তির পবিত্র কেন্দ্র। ৪২৯।

যা'রা শ্রেয়ে যুক্ত নয়কো—
তা'দের বোধসঙ্গতি হ'য়ে ওঠে না,
অযুক্ত যা'রা
তা'রা তদ্ভাবে ভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে না ব'লেই
তা'দের ভাবসংহতিও হয় না,
যা'দের ভাব নাই—
অর্থাৎ যা'তে যুক্ত
সেই ভাবে যা'রা ভাবান্বিত হ'য়ে ওঠেনি—
চিন্তা ও বাস্তব চরিত্রে,
অভাবের দাউ-দহন নিয়েই
চলতে থাকে তা'রা,
তাই, তা'দের শান্তিও নাই;

আর, অশান্ত যা'রা,
তা'দের সুখ কোথায়?
গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি এমনতরই;
তাই, যথা-তাৎপর্য্যে
আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি
তাঁ'তে যুক্ত হওয়া বা যুক্ত থাকাই
দুনিয়ায় দোর্দ্দণ্ড বাত্যার ভিতর-দিয়ে
সমঞ্জস চলনের একমাত্র উপায়,
ঐ সুসঙ্গত সমঞ্জস চলনই শান্তি;
তুমি যা'তে যেমনতর যুক্ত হবে
ফলও ফলবে তেমনতর। ৪৩০।

যা'রা ভ্রান্ত হয়েছে, ভ্রষ্ট হয়েছে
ব্যতিক্রম-বিপন্ন হ'য়ে,
প্রবৃত্তির প্ররোচনা-মুগ্ধ-আবেগে
ভোগলালসাদীপ্ত হ'য়ে
পাতিত্যকে বরণ করেছে যা'রা
উৎকর্ষকে অবজ্ঞা ক'রে,—
ঈশ্বরের এমন কোন বিধি নাই
তা'দের ঐ ভ্রান্তি-বিপর্য্যয়েই
থাকতে হবে চিরদিনই;
আপূরয়মাণ ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
ঈশ্বর-নিদেশে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
তাপস-অভ্যাসে
নিজেকে পরিস্রুত ও পরিবর্দ্ধিত ক'রে
উৎকর্ষী সংক্রমণে
তা'রাও চলতে পারে;

করবে যেমন, চলবে যেমন—
ঈশ্বরের বিধানও
তেমনতরই ফল বিধায়িত ক'রে চলবে,
হবেও তেমনি, পাবেও তেমনি ;
ঈশ্বরে লক্ষ্য রেখে
ইষ্টার্থপরায়ণ অনুবেদনায়
উপচয়ী তঁদর্থী চলনে
নিষ্পন্নতাকে সম্যক্ ও সমীচীন ক'রে
ঈশ্বরের সার্থক করুণাকে আলিঙ্গন ক'রে চল,
মুক্তি ও বিবর্ত্তনী সংক্রমণ
উপঢৌকন হ'য়ে আসবে তোমার কাছে। ৪৩১।

নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিমুখিনতা
তোমাকে তা'তে অভিভূত ক'রে তুলবে,
আর, বিস্তারও লাভ করবে তা',
সঙ্কীর্ণ স্বার্থানুসন্ধিৎসু ক'রে তুলবে তোমাকে,
ফলে, সপরিবেশ তোমাকে
তা'র আহুতি হ'তেই হবে ;
আবার, ইষ্টানুগ সত্তামুখিনতা
তা'র সব সৌকর্য্য নিয়ে
তা'তেই উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে—
বিস্তারে ভূমায়িত ক'রে তুলবে—
সব সত্তা
ইষ্টসত্তা বা তোমারই সত্তার
নানাপ্রকার অভিব্যক্তি হ'য়ে দাঁড়াবে,
আর, সেই স্বার্থে
তুমি স্বার্থবান হ'য়ে
গণ বা জীবন-স্বার্থী হ'য়ে উঠবে ;

ফলে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ঐতিহ্য নিয়ে
সপরিবেশ তোমাকে
ঐহিক ও পারত্রিকভাবে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে
সক্রিয় সার্থকতায়
অন্বিত সামঞ্জস্য নিয়ে,
তোমার সত্তা
অমনি বিস্তার লাভ ক'রে
ভূমায় প্রসন্নতা লাভ করবে,
আশিস্-উচ্ছল উদ্দীপনায়
নন্দনার উপঢৌকনে
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৪৩২।

তুমি যদি তোমার স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার জন্য
যত্ন না কর,
চেষ্টা না কর,
খরচ না কর নিজেকে,
বর্দ্ধনার পরম পন্থাও মিষ্টি লাগবে না,
পান্‌সে লাগবে তোমার কাছে;
নিজেকে উপযুক্ত বিনায়ন না ক'রে,
খরচ না ক'রে,
মানুষ যা' পায়,
তা'র ভিতর-দিয়ে
সে পেতে পারে—এমনতর হওয়া
হ'য়ে ওঠে না,
অতএব পাওয়াও তা'র টেকদারী হয় না
বা অগ্রগতি-সম্পন্ন হয় না,
তাই, ধর, কর, হও আর পাও—
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় অনুধ্যায়িতা নিয়ে,

যত্ন-সহকারে
পরিশ্রম ক'রে
ধী-অনুচর্য্যী নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
তুমি হ'য়ে ওঠ,
প্রাপ্তি তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে
কৃতার্থ হবে ;
কৃষ্টির কৃতার্থ-কেন্দ্র ঈশ্বর,
ঈশ্বর
সর্ব্বার্থ-সার্থকতার পরম মন্দির,
জীবনের প্রাণন-সম্বেগ। ৪৩৩।

তোমার জীবনের শ্রদ্ধাকেন্দ্র যিনি,
শুভেচ্ছু-পালক-পোষক-পূরক যিনি,
তাঁ'র প্রতি অবহেলা,
অচিন্তনীয় অসঙ্গত দোষারোপ,
এমন-কি, বিদ্রূপভঙ্গীতে
বাক্য, ব্যবহার প্রভৃতির
কোন-কিছুকে যদি সমর্থন কর,
বা সমীচীন সৌজন্য-সহকারে
উপযুক্তভাবে নিরোধ না কর
বা সহ্য ক'রেই চলতে থাক,
তাহ'লে ক্রমশঃই
তোমার অন্তর্নিহিত শাতন
পুষ্টি লাভ ক'রে
মাথা তোলা দিয়ে
তোমার শ্রদ্ধোষিত ব্যক্তিত্বকে
শ্লথ-ভঙ্গুর ক'রে তুলবেই কি তুলবে,

মনে রেখো—
অদূরেই ব্যতিক্রম
লোলজিহ্বা নিয়ে
অপেক্ষা করছে তোমার জন্য;
ঐ শ্রদ্ধা-সংশ্রয়
তোমাতে ব্যাহত হওয়ায়
জঞ্জালকে আশ্রয় ক'রে
জাহান্নমের ডাইনী আকর্ষণ
বিচ্ছিন্নতায়
নিরয়গামী ক'রে তুলবে তোমাকে,
এখনও সাবধান! ৪৩৪।

শ্রদ্ধাশীলতা, নৈতিক-বন্ধনপ্রিয়তা,
ধর্ম্মভীরুতা ও ঈশ্বরানতি—
এদের কোন-একটি যখন মানুষকে ত্যাগ করে,
সঙ্গে-সঙ্গে সবগুলি
বিদায় গ্রহণ করতে থাকে তা' হ'তে
বিকেন্দ্রিক বিব্রতি নিয়ে,
আর, এরা যতই অবজ্ঞাত হ'তে থাকে—
বিক্ষোভ বীভৎস মূর্ত্তিতে
ক্রমশঃ এগিয়ে এসে
সর্ব্বনাশে সবাইকে
আত্মঘাতী ঔদার্য্যের করাল ব্যাদানে
নিঃশেষপরায়ণ ক'রে চলে,
জীবনের নৈতিক মেরুদণ্ড
চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায়—
দাঁড়া ভেঙ্গে যায়,—

এমনি ক'রেই ঈশ্বরের আশিস্-দীপ্তিকে
তমসাচ্ছাদনে আবৃত ক'রে ফেলে,
প্রাণ
প্রবৃত্তি-দলনে
দীর্ণী অভিঘাতে দগ্ধ হ'তে থাকে। ৪৩৫।

তোমার অনুতাপ যখন
তোমার বৃত্তি-অভিনিবেশকে বিনায়িত ক'রে—
তোমার ব্যক্তিত্বকে
সদ্‌ভাবে অনুরঞ্জিত ক'রে তুলে'
তোমাকে ঐ প্রকৃতি-সম্পন্ন ক'রে থাকে,
ঈশ্বরের ক্ষমা
বাস্তববিন্যাসে
তোমার ব্যক্তিত্বে বর্ষিত হয় তখন;
এক-কথায়, তুমি অনুতপ্ত হ'য়ে
তোমাকে যখন
সৎ-নিয়মনে নিয়মিত ক'রে
স্বভাবকে
তদনুগ বিন্যাসে বিনায়িত ক'রে তোলে,
ঈশ্বর তখনই তোমাকে ক্ষমা করেন;
ঈশ্বর করুণাময়। ৪৩৬।

পূরয়মাণ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ যাঁ'রা—
তাঁ'রা স্বতঃ-উদ্বোধনী তাৎপর্য্যে
বিধায়কই হ'য়ে থাকেন প্রায়শঃ,
আর, সেই মহাপুরুষে অন্তরাসী
তঁদর্থপরায়ণ বেষ্টনী যাঁ'রা
তাঁ'রা যদি তঁদনুবর্ত্তিতায়
ঐ বিধানের নিয়ামক হ'য়ে ওঠেন,—

এই বিধায়ন ও নিয়মনের যোগদীপ্তি
গণহৃদয়ে ও গণজগতে
একটা উদ্বর্দ্ধনী প্লাবন সৃষ্টি ক'রে থাকে,
বিপ্লব সেখানে স্বতঃ, সলীল,
অবস্থানুপাতিক দেশ-কাল-পাত্রভেদে
ক্ষিপ্র ও দক্ষ কুশল-কৌশলী হ'য়ে
ব্যষ্টিজীবনকে আকৃষ্ট ক'রে
উন্নতির অভিদীপনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
স্বর্গের 'স্বাগতম্'-আহ্বান
উদ্গাতার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে
সার্থক ক'রে তোলে দুনিয়াটাকে। ৪৩৭।

উপযুক্ত মানুষের অনুগত হ'য়ে
তা'র শাসন-সংরক্ষণে চলা ভাল,
যথোপযুক্ত সক্রিয় সেবায়
তা'কে নন্দিত করার তাল নিয়েই ফিরতে হয়,
অর্থাৎ, তাকে খুশী করবার
ফিকির বা চেষ্টা নিয়ে চলতে হয়,
আর, করতে হয় তা'—
যা'র বুদ্ধিতে যতখানি জোয়ায়,
তা'তে ক্রমশঃ প্রয়োজন তা'র বেড়েই চলে—
চিন্তা এবং কর্ম্মে,
আর, এতে প্রবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ হ'তে থাকে—
একটা সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে—
যোগ্যতাতে,
নচেৎ প্রবৃত্তিকবলে প'ড়ে
হাবুডুবু খেয়ে
বিপাক-বিপর্য্যয়ে
জীবনটা অতিবাহিত করা ছাড়া উপায়ই থাকে না। ৪৩৮।

শ্রেয়-তাড়না বা শ্রেয়-ভর্ৎসনা
মানুষকে বিকৃত-বেদনাপ্লুত ও বিচ্ছিন্ন না ক'রে
যদি তা'কে সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যামুখর,
বিনীত ও বিনায়িত ক'রে তোলে,—
মর্য্যাদাপূর্ণ সম্মান
শ্রেয়-সম্ভাষণে
কৃতী-বিনোদনায়
মর্য্যাদার মুকুটে পরিশোভিত ক'রে তোলে তা'কে;
আবার, শ্রেয়কে যদি কেউ
অমর্য্যাদা-উৎসারণী সংঘাত হানে,
তাঁ'র মর্য্যাদাকে পদদলিত করে,—
লোক-অন্তর ঐ অসৎ-প্রদীপনাকে
পদদলিত ক'রে
অমর্য্যাদায়
হীনত্বের পূতিগন্ধী বিক্ষেপে
বিমর্দ্দিতই ক'রে থা'কে;
তাই, শ্রেয়-কর্ত্তৃক অপমান বা অমর্য্যাদা
কেউ যদি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করে,—
মানুষ তা'কে যেমন স্নেহলচর্য্যায় সম্মানিত করে,
শ্রেয়ের প্রতি কোনপ্রকার অমর্য্যাদা,
অবিবেকী সংঘাত,
কু-ধর্ষিত আচরণ
ও বেদনাপ্লুত ব্যবহারে
লোক-অন্তর তেমনি তা'কে
কুৎসিত সংঘাতে
নির্য্যাতিতই ক'রে থাকে;
তাই, শ্রেয়-শাসন
ঈশ্বরের বর-প্রসাদ,

শ্রেয়কে অবদলন
ঈশ্বরের অভিশাপ। ৪৩৯।

শ্রেয়-পুরুষের অভিপ্রেত অনুজ্ঞা
তোমাতে প্রেরণাপূরিত আগ্রহ
সৃষ্টি করতে পারবে না,—
যদি তোমার অন্তর্নিহিত প্রত্যাশালুব্ধতা
বা চাহিদার কপট অনুচর্য্যা
তা'র বিরুদ্ধে নিরোধ সৃষ্টি ক'রে তোলে;
অর্থাৎ, তুমি ঐ অনুজ্ঞায় অনুপ্রাণিত না হ'য়ে
প্রয়োজন-সিদ্ধির মানসে
যেমনতরভাবে যতই চলবে—
নিজেকে
ঐ অনুজ্ঞা-অনুপূরণী কর্ম্মতৎপর না ক'রে,—
তোমার ঐ চাহিদালুব্ধ চরিত্র
মানুষের অন্তর্নিহিত আপূরণী অনুবেদনা
যা' তোমাকে পরিপোষিত ক'রে তুলবে—
তা'কেই নিরস্ত ক'রে তুলবে,
তোমার নিজের শ্রেয়াপূরণী সম্বেগ
ঐ স্বার্থ-প্রত্যাশায়
দিন-দিন শিথিল হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তা'তে তুমি মানুষের কাছে
কপট-ধড়ীবাজ ব'লেই পরিগণিত হবে;
মানুষকে আপ্ত না ক'রে
তা'র অনুপোষক না হ'য়ে
প্রাপ্তির চাহিদা
মানুষকে অমনতরই ক'রে তোলে—
বঞ্চনার বিদ্রূপ-উপঢৌকনে। ৪৪০।

শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় যিনি,
তাঁকে যদি কেউ অপমানিত করে—
ঐ অপমানকারীর পক্ষে
তা' যেমন মৃত্যুতুল্য,
আবার, ঐ শ্রদ্ধাস্পদ, মাননীয়, স্নেহল যিনি,
তিনি যদি কাউকে
তিরস্কার, ভর্ৎসনা বা অপমানও করেন,
এবং তা' যদি
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-পরিপন্থী না হয়—
তা' কিন্তু তা'র পক্ষে তেমনই অমৃততুল্য;
কারণ, প্রকৃত সশ্রদ্ধ যে,
সে তা'তে ক্ষুব্ধ বা অপমানিত তো হয়ই না,
বরং তা'র অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধাপ্রবণতা
তা'কে আত্ম-সংশোধনেই
প্রবুদ্ধ ও তৎপর ক'রে তোলে,
এমনি ক'রে সে
সুবিনায়িত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে ওঠে;
তাই, শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদের তিরস্কার—
গ্রহদোষ-অপসারক,
যদি কিনা মানুষ
শ্রদ্ধাবান আত্মবিনায়ন-তৎপর হয়;
কিন্তু মানুষ যেখানে
উদ্ধত দাম্ভিকতায়
শ্রেয়াস্পদকেই অপমান বা অপদস্থ করে—
সেখানে ঐ প্রবৃত্তি
গ্রহদোষেরই প্রবর্ত্তনা করে,
অমঙ্গল বা রিষ্টি-বিধায়ক হ'য়ে ওঠে;

কারণ, মানুষ যখন
শ্রদ্ধোষিত শ্রেয়চর্য্যাহারা হয়—
সেখানে অহং প্রত্যাশাক্ষুব্ধ
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হ'য়ে ওঠে,
অহং যেখানে প্রত্যাশাক্ষুব্ধ, প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট—
হীনমন্যতা সেখানে সক্রিয়,
বোধও সেখানে বিক্ষিপ্ত;
তাই, কাম-কামনায় বাধা পেলেই
ক্রোধ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
ক্রোধের দ্বারাই মানুষ অভিভূত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ অভিভূতিই
বুদ্ধিকে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,
স্মৃতিকে নষ্ট করে,
আর, এই নষ্ট স্মৃতিই
বিনাশের বিকৃত আহ্বান। ৪৪১।

বিধিকে যদি অবজ্ঞা কর,
বহুদর্শীদের বাস্তব দর্শনকে যদি অবহেলা কর,
তাঁ'দের অনুশাসন বা বাক্যানুপাতিক যদি না চল,
আত্মনিয়মন যদি না কর,
যা' ক'রে যা' হয়,
তা' না ক'রেই
স্বেচ্ছাচারী চলনে যদি তা' পেতে চাও,
শ্রেয়তপা না হ'য়ে
যদি শ্রেয় লাভ করতে চাও,
কী ক'রে কী হয়—
তা' শুনে-মিলে
অধিগমনে তা'র মরকোচ জেনে

সন্ধিৎসা, বোধ ও বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
অবহিত যদি না হও,—
তবে, যেমন করবে,
তা'র ফলও তেমনতরই হবে—
এটা কিন্তু নিশ্চিতই,
সার্থকতার বদলে ব্যর্থতাকেই ডেকে আনবে,
বর্দ্ধনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
লাঞ্ছনার কুটিল কটাক্ষ
ও বিদ্রূপাত্মক নির্য্যাতনই
ভোগ করতে হবে;
তাই, যদি চাওই,
সে-চাওয়াটা আপূরিত হয় যেমন-যেমন ক'রে
তা' কাঁটায়-কাঁটায় কর,
আর, ঐ করাটা যেন
সুসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
নিষ্পন্নতায় যোগ্যতা-আহরণ ক'রে
পাওয়াটাকে সলীলই ক'রে তোলে,—
কৃতার্থ হবে তুমি;
আর, কৃতার্থ যে,
ঈশ্বর-অনুবেদনাও সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'রই কাছে। ৪৪২।

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা না হও,
আত্মনিবেদনী তৎপরতায়
উপযুক্ত যোগ্যতার অভিদীপনায়
তোমার প্রবৃত্তিকে যদি
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী বিনায়নায়
অন্বিত ক'রে না তোল—

সন্ধিৎসু অনুশীলনী আগ্রহে
নিজেকে সুবিন্যস্ত ক'রে
নিষ্পন্নীপ্রবণ অনুপ্রেরণা নিয়ে,—
তুমি যদি তোমার কৌলিক সঙ্গতি
ও চারিত্রিক সঙ্গতির
পরিপোষণী বিন্যাসে বিহিতভাবে লক্ষ্য রেখে
বৈধী-নিয়ন্ত্রণায় বিবাহাদি না কর,—
যা'তে পুরুষের পৌরুষ-বীর্য্য
ও নারীর রজঃ-শৌর্য্য
শ্রদ্ধোষিত অনুপোষণী আগ্রহোচ্ছল হ'য়ে
সমঞ্জস সুকেন্দ্রিক অভিসার-তৎপর হ'য়ে চলে,—
ক্রমশঃই দেখতে পাবে—
তোমাদের বোধিবয়স
খিন্নতায় বিকৃত হ'য়ে চলছে,
আর, এর ফলে
তোমাদের এই সম্বন্ধ-সম্ভূত জাতকের
স্বাস্থ্য-সম্পদ্ ক্রমশঃই শীর্ণ হ'য়ে
তা'দের বোধিবয়সও
শারীর কোষ-বয়স থেকে
খিন্ন হ'য়ে চলেছে;
ঐ নীতির অবজ্ঞা
তোমাদের বংশকে তো
হীনবীর্য্য ক'রে তুলবেই,
আর, ওর সংক্রমণে
তোমাদের পরিবেশ, সমাজ
ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যষ্টির
শরীর কিংবা শারীরিক পুষ্টি
ও বোধিবয়সের খিন্নতা
জাতিকে ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ ক'রে তুলে চলবে;

এখনও সাবধান!
বুঝে চল;
সুকেন্দ্রিক সত্তানুপোষণী চলনই ধর্ম্ম,
আর তা'র অনুশীলনাই কৃষ্টি,
সুকেন্দ্রিক ধর্ম্মানুচলনের ভিতর-দিয়েই
ঈশিত্বের স্ফুরণ হ'য়ে থাকে,
এই স্ফুরণ যেখানে যেমন
আধিপত্যও সেখানে তেমন,
আর, এই আধিপত্য
সান্বয়ী সুসঙ্গত সর্ব্বানুপূরণী যেখানে—
ঈশ্বর সসীমেই
ভূমায়িত আপূরণায়
আবির্ভূত হ'য়ে ওঠেন সেখানে। ৪৪৩।

তোমার সংস্থিতিকে
ধারণ-পালন যিনি করেন,
তিনিই তোমার শ্রেয়,
আর, ঐ ধারণ-পালন-সম্বেগই হ'চ্ছে আধিপত্য,
ঐ শ্রেয়ের আধিপত্যকে যদি
বিনীত-বিনোদনায়
স্বীকার না ক'রে চল,
তা'কে বর্দ্ধন-বিভূতি-সম্পন্ন ক'রে
তৎপ্রতিষ্ঠা-নিযুক্ত না হ'য়ে যদি চল,—
ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগকেই
তুমি আহত ক'রে তুলবে,
প্রাণের যে-আকৃতি নিয়ে তিনি
মমতাদীপ্ত অভিসারে

তোমার ঐ ধারণ-পালনী অনুচর্য্যায়
স্বতঃস্বেচ্ছ আত্মবিনোদনায়
তৃপ্ত হ'য়ে চলেছেন,
তাঁকে ব্যাহতই করবে তুমি;
তোমার সত্তাপোষণী যিনি,
যিনি তোমার শ্রেয়—
অনুকূল,
তাঁকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলা
তোমার পক্ষে
অজ্ঞ বিকৃতি
ও অকৃতী অজ্ঞতারই পরিচায়ক;
যাঁ' হ'তে আপোষিত হও,
আপূরিত হও,
বিধৃত হও,
আপালিত হ'য়ে চলতে থাক,
তাঁ'র বর্দ্ধন-বিনোদনায়
আত্মনিয়োগ করতে ভুলো না,
তৎ-প্রতিষ্ঠ শুভাশিস্
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে চলবেই কি চলবে,
আর, তাই-ই তোমার বাস্তব স্বার্থ। ৪৪৪।

শ্রেয়কে যদি ভালবাস,
অনুচর্য্যা-তৎপরতায়
তাঁ'কে যদি আপনার ক'রে নিতে পার—
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতির অন্বিত তাৎপর্য্যে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,—
তোমার চরিত্রও
শ্রেয়-বিভামণ্ডিত হ'য়ে
তাই-ই বিকীর্ণ ক'রে চলবে;

তাঁ'র তৃপ্তির আত্মপ্রসাদ
তোমাকে তৃপ্ত ক'রে
সমীচীন অনুচর্য্যায়
পরিবেশকেও তৃপ্ত ক'রে তুলবে,
প্রীতি-অর্ঘ্যে বিভূষিত হ'য়ে উঠবে তুমি;
আর, অশ্রেয়কে যদি
অমনতর ক'রে আঁকড়ে ধর,
ভালবাস,
আপনার ক'রে নাও,—
তোমার চরিত্রও
পরিবেশকে তমসা-বিদ্ধ ক'রে চলবে,
তা'দের হৃদ্য হ'য়ে উঠতে পারবে না তুমি,
পরিবেশ চাইবে না তোমাকে;
তাই, সব সময়
সর্ব্বতোভাবে
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়চর্য্যী হ'য়ে চল,
সার্থক তৃপণায় পরিতৃপ্ত হ'য়ে উঠবে। ৪৪৫।

তোমার প্রিয়পরম ব'লে যদি কেউ থাকেন,
শ্রেয়, প্রেয় বা আচার্য্য ব'লে যদি কেউ থাকেন,
এবং তাঁর প্রীতি-উৎসারণী অনুচর্য্যা হ'তে
বিশ্লিষ্ট ক'রে রাখে—
এমনতর কোন-কিছু বা কাউকে
প্রশ্রয় দিতে গিয়ে
যদি বাস্তবে তুমি
তাঁ'র অনুচর্য্যা হ'তে বিরত থাক,
তা'র বাধ্যবাধকতা যদি
এড়াতে বা অতিক্রম করতে না পার,
তা'কে যদি বিনায়িত ক'রে তুলতে না পার,—

তবে তা' তোমার ক্ষীণবীর্য্য
ক্লীব-সম্বেগী
হেয় শৌর্য্য-দীপনারই লক্ষণ;
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
প্রীতি-উৎসারণায়
অর্ঘ্যান্বিত করবার ক্ষমতা
তোমার অতি অল্পই,
তাই, যত সুখ-সম্বর্দ্ধনাতেই
তুমি থাক না কেন,—
ঐ দৈন্যই যে তোমাকে অনুসরণ ক'রে
সম্বর্দ্ধনাকে দৈন্যগ্রস্ত ক'রে তুলবে,
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়;
তাই, বাধা-বিপত্তি-ব্যতিক্রম
যা'ই থাক্ না কেন,—
সেগুলি প্রীতি-পরিচর্য্যায়
বিনায়িত ক'রে চল,
ব্যক্তিত্বকে বিশাল ক'রে তোল,
অন্তঃকরণকে
শৌর্য্যসিদ্ধ ক'রে তোল—
বিনায়নী বীর্য্য-পরিক্রমায়,
শ্রেয় লাভ করবে। ৪৪৬।

অচ্যুত অন্তরাসী আগ্রহ-অনুদীপনী অনুচর্য্যা,
তদর্থী অনুশীলনা
ও পারিবেশিক প্রেরণাপ্রদীপ্ত সংঘাত
ইত্যাদির সমাবেশ—
সক্রিয় অনুদীপনায়
বিধানের অন্তর্নিহিত কোষ-সঙ্গতির
ঔপাদানিক বিনায়নাকে

তদনুগ অধিগমনী তাৎপর্য্যে
বিন্যাস ক'রে থাকে,
অন্বিত ক'রে থাকে ;
ফলে, মানুষের আন্তরিক গঠনও তেমনতর হয়,
ভাব ও বোধদীপনাও অমনতরই
তৎপরতা লাভ করে,
ঈপ্সা, অনুকম্পা ও আন্তরিক আবেগও
তদনুগ উচ্ছ্বাস সৃষ্টি ক'রে চলে,
আর, তা'কেই কেন্দ্র ক'রে
প্রবৃত্তিগুলিও মালাকারে গ্রথিত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—
তোমার অন্তরস্থ ঈশী-সম্বেগকে
যাদৃশ অনুবেদনায় অনুশায়িত ক'রে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে উঠবে,
হবেও তা'ই,
পাবেও তা'ই ;
ঈশ্বর কল্পতরু,
সৃজনার আত্মিক সম্বেগ তিনি,
যোগবাহী ও যোগারূঢ় হ'য়ে
করার আবর্ত্তনে
হওয়াকেও প্রভাবিত ক'রে থাকেন তিনি। ৪৪৭।

সঙ্কল্পই কর আর প্রতিজ্ঞাই কর,
আর, তা' যে-বিষয়ে যেমনতরই হো'ক-না-কেন,
কঠোরভাবে স্মরণ রেখো—
ঐ সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা যেন
তোমারই প্রিয়পরম কল্প-পুরুষ যিনি

তাঁ'র সঙ্গে তোমার সঙ্গতিকে
ব্যাহত না করে বা না হারায়;
আর, কল্প-পুরুষ মানেই হ'চ্ছে—
যিনি তোমার উৎস,
যাঁর প্রতি সুকেন্দ্রিক অনুরাগ
তোমাকে সক্রিয় অনুচর্য্যানিরত ক'রে
সমর্থ ক'রে তোলে,
যোগ্য ক'রে তোলে,
পর্য্যাপ্ত ক'রে তোলে,
সম্পদে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে;
তাঁ'র সঙ্গহারা উন্মাদনা
যে-সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞার ভূমিতে দাঁড়িয়েই
ঐ অনুচর্য্যা হ'তে বিরত ক'রে তুলবে তোমাকে,
তা' ঐ প্রতিজ্ঞাকে
স্বতঃ-প্রবৃত্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত ক'রে
নিঃস্ব, অপহত ক'রে তুলবে তোমাকে,
অনুরাগ-দীপনী ভজন-লাস্য
তোমার হৃদয়কে
লসিত-দীপনায় নাচিয়ে তুলবে না,
ফলে, আত্মিক-সম্বেগ অবসন্নই হ'য়ে উঠবে;
তাই, ঐ প্রিয়পরম কল্প-পুরুষ যিনি—
তোমার যা'-কিছু হো'ক-না-কেন
তাঁ'তে যেন উপচয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র ব্যতিক্রমী যা'
সব সময়ই বিরত হ'য়ে থেকো তা' হ'তে;
তোমার সাধ্য
কর্ম্মানুদীপনায়
সুসঙ্গতি-সহকারে

যতখানি আত্মপ্রসার করবে—
বোধ-বিনায়নী পদক্ষেপে,—
কৃতি-কিরীট-ভূষিত হ'য়ে উঠবে তুমি তেমনি ;
ঈশ্বরই পরম কল্প-পুরুষ,
যোগ্যতার যোগদীপ্ত অনুপ্রেরণায়
অধিস্রোতা হ'য়ে
তিনি উৎসারণী বিবর্ত্তনী বিভূতি,
ঈশ্বরই পরম দৈবত। ৪৪৮।

তুমি ইষ্টার্থ-প্রণোদিত হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টানুগ চলনে চল,
তোমার অন্তরাবেগকে
ঐ ইষ্টার্থী সুনিষ্ঠ ক'রে চলন্ত করতে গেলেই
অনেক প্রকার বিক্ষেপ আসতে পারে,
তুমি বৈধী-বিনায়নায়
এক বা বহু-বিবাহ করতে পার,
বৈধী-বিধায়িনী অনুপ্রেরণা নিয়ে
বিবর্ত্তনার পথে দাঁড়িয়ে
অনুলোম-বিবাহও করতে পার,
বৈধী-বিবর্ত্তনার অনুক্রমণা-উৎসারণী হ'য়ে
নিবাহ-নিবদ্ধ হ'তে পার,
সৎ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
সৎ কর্ম্মানুপ্রেরণায়
ন্যায় ও নীতির পথে থেকে
উদ্যোগী উন্মাদনায়
সদনুচর্য্যী হ'য়ে চলতে পার,

ইষ্টানুগ সত্যতপা হ'তে গিয়ে
তপঃ-দীপনার নন্দনালুব্ধতায়
আত্মনিয়োগ ক'রে
আত্মনিয়মনী চলনে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চলতে পার,
কিন্তু ঐ বৈধী সদনুচলনের পথেও
বিক্ষেপ আসতে পারে বহুত,
সদনুশীলনী তৎপরতায়
যোগ্যতাকে জীয়ন্ত ক'রে
জীবনের ধৃতি-সম্বেগকে
উৎসারিত ক'রে তুলতে পার—
এতেও অনেক বিক্ষেপই আসতে পারে,
ফল কথা, ব্যষ্টি, সমাজ ও সমষ্টির
কল্যাণপ্রদ যা'ই করতে যাও না কেন,
বিক্ষেপের অভাব নাই কোন ক্ষেত্রেই;
এই বিক্ষেপের ভয়ে ত্রস্ত হ'য়ে
নিজেকে যতই নিবর্ত্তনার
শীত-তমসায় নিক্ষেপ কর,—
কৃতান্তের যমন-গহ্বরে
তোমাকে প্রবেশ করতেই হবে,
সেখানে বিক্ষেপও কুঞ্চিত কলহে
চেতন-দীপনাকে বিহ্বল ক'রে
অবশ নিয়ন্ত্রণে
তোমাকে তমসার অতল গহ্বরে নিয়ে যাবে;
তাই, গীতায় ভগবান্ বলেছেন—
"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।"

তাই, যদি বিবর্ত্তনার পথে,
বিবর্দ্ধনার পথে,
জীবন-দীপনার পথে,
প্রাণন-পরিচর্য্যার পথে
নিজেকে পরিচালিত করতে চাও,—
সুকেন্দ্রিকতায় বোধিমর্ম্মকে জাগ্রত রেখে
চলতে থাক—
সক্রিয় তৎপরতায়
প্রতিটি বিক্ষেপকে প্রতি মুহূর্ত্তে
নিয়ন্ত্রিত করতে করতে,
ঐ অস্তি-বৃদ্ধির যাগহোমের আহুতি ক'রে
তা'দিগকে,
বিক্ষেপগুলিকে
হবিঃপ্রক্ষেপে সিক্ত ক'রে,
বর্দ্ধন-বহ্নির হোম-আহুতিতে নিক্ষেপ ক'রে,
ঐ ইষ্টানুগ নিয়মনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
সুক্রিয় তৎপরতায়
সুসঙ্গত বিনায়নে
সার্থক অন্বয়ে
সমাহারের সম্বর্দ্ধনী অনুদীপনায়
প্রতিটি ক্ষেত্রে
খরতৎপরতায়
তীক্ষ্ণ অনুবেদনায় সজাগ থেকে ;—
অমৃত
গায়ত্রী ছন্দে
স্বাগতম্-অভিনন্দনে
তোমার আবাহনরত হ'য়ে চলবে,
স্বস্তি তোমাকে অভিনন্দিত করবে,

শান্তি তোমাকে
সাম্যে সংস্থিত রেখে
প্রণিধান-তৎপরতায় জাগ্রত ক'রে রাখবে,
আর, অন্তরের প্রাণন-সম্বেগ
উত্তর-সাধকের মত
দিগ্বলয়কে প্রকম্পিত ক'রে
ব'লে উঠবে—'অভীরভীরভীঃ';
ঈশ্বর
সমস্ত বিক্ষেপেরই সার্থক অন্বয়,
সমাহারের জাগ্রত মন্ত্র;
জীবনের অমৃত-মলয়। ৪৪৯।

তোমার আত্মপোষণ-বর্দ্ধনার
উপাশ্রয় যিনি,
তোমার জীবনের পথ যিনি,
আত্মবিনায়নী অনুপ্রেরণা যিনি,
তাঁ'কে ভরণ-প্রসাদমণ্ডিত না ক'রে—
তাঁ'র শরীর, মন ও সত্তার
অনুচর্য্যাস্বার্থী না হ'য়ে—
তৎপ্রবর্দ্ধনায় আত্মনিয়মন না ক'রে—
যদি ব্যতিক্রম-তৎপরতায়
স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে চলতে চাও,
তাঁ'কে সম্বৃদ্ধ ক'রে
কুশল সত্তায় রাখবার
বালাই-ই যদি বহন করতে না চাও,
তোমার অতটুকু ধীর ধৃতি বা ধৈর্য্য
যদি না থাকে,

তাঁ'র ক্ষয় ও ক্ষতিকে
স্বতঃস্বেচ্ছ অধ্যবসায়ী তৎপরতায় আপূরণ করা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
ক্ষুণ্ণ করা ব'লেই যদি মনে কর,
তবে তাঁ'কে শোষণ-শীর্ণ ক'রে
তোমার স্বেচ্ছাচারী জীবনের
পোষণ সংগ্রহ করার
অধিকার কোথায় তোমার?
যে পালে, ধারণ করে, বহন করে—
অধিকার স্বতঃ-প্রবর্ত্তনায়ই
আধিপত্য বিস্তার করে সেখানে;
তোমার ঐ স্বেচ্ছাচারিতার ইন্ধন জুগিয়ে
যা'রা পরিপোষিত হয়,
নন্দিত হ'য়ে ওঠে,
নিজেকে সার্থক মনে করে,—
তোমার জীবন-আপোষণার যা'-কিছু
তা'দের হ'তে
নিয়ে চলাই তো সমীচীন;
তুমি শরীরে, মনে, শুভ-অনুধ্যায়িতায়
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
যা'কে এতটুকু
প্রসাদ-প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না,
তা' হ'তে গ্রহণ করা কি
তোমার জীবনের পক্ষে শুভকর হ'য়ে উঠবে?
তুমি ক্রমশঃ শীর্ণই হ'তে থাকবে,
তোমার অন্তর্নিহিত অভাব
আক্রুদ্ধ হ'য়ে
তোমাকে নিয়ত দংশন ক'রেই চলবে,

সে-বিষ
তোমাকে জর্জ্জরিত করতে কসুর করবে কমই;
তাই, যা'-হ'তে পাও,
তোমার সত্তাধর্ম্মের অনুপ্রেরণা
স্বতঃ-নন্দনায় যদি তা'কে
তোমার সাধ্যমত আপোষিত ক'রে চলে,
তবেই তা'-হ'তে গ্রহণ ক'রো,
নয়তো তা' করতে যেও না,
তোমার ঐ স্বেচ্ছাচারী আত্ম-অনুচর্য্যা
যা'দের প্রসাদ-দীপ্ত ক'রে তোলে
তা'দের হ'তেই তা' ক'রো;
ঈশ্বর সবারই আপূরক,
আপোষণার ভিতর-দিয়েই
তিনি প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠেন,
আবার, শোষণে
মানুষের অন্তর্নিহিত ঈশিত্ব
ব্যতিক্রম-বিনায়িত হ'য়ে ওঠে;
তোমার করণই তোমাকে
যেমনতর চাও
তেমনি ক'রে পরিব্যক্ত ক'রে তোলে,
ঈশ্বরই বিধি,
ঈশ্বরই বিধাতা,
তিনিই সব সমস্যারই সমাধান। ৪৫০।

হে পুণ্য! পরাক্রান্ত! পরাৎপর!
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডবরেণ্য!
এক! অদ্বিতীয়!
তোমারই বিনিষ্কাশিত কিরণবীচি
তাপন প্রতিক্রিয়ায়
অযুত জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি করেছে;
বৈধী মিতিচলনে চলেছে তা'রা
তোমারই প্রাণদ গতিপথে
বোধি-বিজৃম্ভী বিসৃষ্ট পরাক্রমে
সৃজন-সম্বেগে—
দৃপ্ত জীবনের অদম্য আবেগে,—
নভোমণ্ডলে সজ্জিত স্থালীর স্থল-সর্জ্জনে
দ্যৌঃ ও পৃথিবীর জীবন-দীপালি
সজ্জিত ক'রে নাদ-নিক্কণে—
অভ্যুদয়ী, আরুদ্র পরিক্রমায়;—
তোমাতেই আমার অযুত নমস্কার!
আমাদের সত্তা ঐ পরাক্রমে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
দুর্নিবার দুর্দ্দান্ত তপস্যায়
আমাদের সত্তা তোমারই গতিপথে
বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলুক;
অমৃত-আহরণী আকূতি-সম্বেগে
তোমার বীচি-বিকিরণ

প্রত্যেকে স্বাতন্ত্র্য-পরিক্রমায় উদ্ভিন্ন হ'য়েও
সুসংহতির সংহিতিতে
যেমন প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণায়
অচ্ছেদ্য সহযোগ-সংহত হ'য়ে চলেছে
সত্তাসংরক্ষণী সার্থক-সম্বেদনায়,
আমাদিগেতেও
ঐ সংহতি তেমনি জাজ্বল্যমান হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্ক যেমন
তা'র পারিবেশিক ঘনায়মান তমসাকে
উৎসন্ন ক'রে চলেছে—
তোমার ঐ জীবন-আশিস্
আমাদিগেতেও তেমনি
অসৎকে উৎসন্ন ক'রে চলুক;
তোমাতে কেন্দ্রায়িত আকৃতি
আমাদিগকে সংহত ক'রে তুলুক,
শক্তিমান্ ক'রে তুলুক,
স্বস্তিমান্ ক'রে তুলুক,
তপোমান্ তূর্ণ প্রস্তুতিতে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
উচ্ছল ক'রে তুলুক তেমনি;
আমাদের চিন্তা, আমাদের কর্ম্ম,
আমাদের কৃতিত্ব
পারস্পরিক সানুকম্পী সহযোগিতার সহিত

পরার্থপরতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সাত্ত্বিক স্বার্থকে আহরণ করুক ;
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-হৃদয়ের সুতপা সম্বর্দ্ধনা
তোমাতেই সর্ব্বতোভাবে সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
অন্তঃকরণের অচিন্ত্য মর্ম্ম হ'তে
সমস্বরী গীতি-গতিতে
আসুক শক্তি, আসুক স্বস্তি, আসুক শান্তি ;
বর ও অভয়-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল আবেগে
সবারই অন্তঃকরণে
ফুটে উঠুক তৃপ্তি,
আসুক অমরতা,
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক
স্মৃতিবাহী চেতনার দ্যুতিদ্যোতনা—
স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!!

বিষয়-সূচী

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

২৯। বিহিতসময়ে শ্রেয়ার্থপূরণ না করলে যোগ্যতা ও বোধবৃত্তি স্তিমিত হ'য়ে চলবে।

৩০। আয়াসবিহীন পাওয়া ও অযথা সাহায্য নেওয়া যোগ্যতাকে ক্ষীণ ক'রে তোলে।

৩১। স্নেহ বা শ্রদ্ধার প্রতিদানে যদি তা'দের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ না হও—

৩২। চেষ্টাবিহীন পাওয়া।

৩৩। গণযোগ্যতাকে যতই দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে।

৩৪। যোগ্যতার উদ্ভব।

৩৫। কেন্দ্রায়িত সক্রিয় আবেগ অবজ্ঞাত হ'লে—

৩৬। ক্লীবত্বের উদ্ভব ও তার পরিণাম।

৩৭। তোমার আশ্রয় যে, তা'র উপচয়ী না হ'য়ে শোষক হ'লে—

৩৮। অপরের সাহায্যের প্রতিদানে তুমি যদি নিজে যোগ্য হ'য়ে অপরকে যোগ্য ক'রে না তোল—

৩৯। ভাবের অভাবে অনটন।

৪০। 'সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্'।

৪১। অগুণই দারিদ্র্যের বন্ধু।

৪২। বিকেন্দ্রিক যেমন, অভাব-অনটন তেমন।

৪৩। দেওয়া-বিহীন দাবী দুর্ব্বল।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৪৪। পরার্থী না হ'লে প্রাপ্তিও হয় না।

৪৫। তোমার করা যেন পাওয়াকে অনুসরণ করে।

৪৬। না-দেওয়ার অভ্যাসে।

৪৭। করা যেমন, প্রতিক্রিয়ায় পাওয়াও তেমন।

৪৮। স্বার্থগৃধ্নুতায় অভিভূত হ'লে স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে।

৪৯। ভাবানুপাতিক হওয়া নেই মানে হওয়ার কর্ম্মপ্রচেষ্টা নেই।

৫০। সত্তাপোষণী কর্ম্ম, কথা, আচার, ব্যবহার, ব্যাপার ও বিষয় সবারই তৃপ্তিপ্রদ।

৫১। পরার্থকে বিদায় দেওয়া মানে আত্মস্বার্থে কুঠারাঘাত করা।

৫২। স্বার্থ ও পরমার্থে আপোষরফা করলে—

৫৩। চলন-বিহীন চাহিদা।

৫৪। চাহিদা ও চলায় পাওয়া।

৫৫। অহৃদ্য চাহিদার চাপ ও অবাধ্যের অবাধ কৈফিয়তের দাবী।

৫৬। কা'রও সম্বন্ধে বোধ বিকারগ্রস্ত কখন?

৫৭। চাহিদানুপাতিক করাও যেমন পাওয়াও তেমন।

৫৮। প্রস্তুতি-অন্বিত চাহিদা কৃতকার্য্যতাকেই আবাহন করে।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৫৯। চাহিদা কখন তোমাকে আপূরিত ক'রে তুলবে।
৬০। ঈশ্বর মঞ্জুর ক'রে থাকেন তোমারই চাহিদা মাফিক।
৬১। অশাসিত প্রয়োজন দুর্ভাগ্যেরই অগ্রদূত।
৬২। প্রাপ্তি নির্ভর করে কিসের উপর?
৬৩। প্রয়োজন ও শক্তি।
৬৪। নিয়তির আহ্বান কখন?
৬৫। দেওয়া-নেওয়া ও শ্রেয়ার্থ-সন্ধিৎসা।
৬৬। আত্মস্বার্থের ধান্ধাই যা'দের প্রবল, ব্যর্থতাই তা'দের উপঢৌকন।
৬৭। দৈন্যমর্ষিত অভাবের তাড়না নাছোড়বান্দা কোথায়?
৬৮। কা'রো সুখে সুখী না হ'লে তোমার সুখেও কেউ সুখী হবে না।
৬৯। অন্যের সুবিধাকে উপেক্ষা ক'রে নিজের সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে—
৭০। কোন কিছুতে যদি প্রত্যাশা-নিবদ্ধ হও।
৭১। চাহিদার পরিপূরণে।
৭২। কুৎসিত উপায়ে প্রাপ্তি কুৎসিত ফলই প্রসব করে।
৭৩। তোমার দাবী স্বাভাবিক কোথায়?
৭৪। না ক'রে পাওয়া ও ক'রে পাওয়ার কারণ।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৭৫। 'সময় হ'লেই হবে' কথার তাৎপর্য্য।
৭৬। চেয়ে হয়রান হ'লে অথচ পেলে না, তা'র মানে কী?
৭৭। অন্যের স্বার্থকে উপেক্ষা ক'রে যদি নিজের স্বার্থকেই বড় ক'রে ধর।
৭৮। যথেষ্ট পেয়েও পালয়িতার প্রতি হিংসাবিক্ষুব্ধ হ'লে জাহান্নমের পথই প্রশস্ত করবে।
৭৯। প্রাপ্তি তোমাকে যোগ্য ক'রে তুলবে কখন?
৮০। যোগ্যতাপ্রসূত প্রাপ্তিতে অভিনন্দিত হবে কখন তুমি?
৮১। চাহিদায় প্রিয়কে ভাঙ্গিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিণতি।
৮২। কিছু যদি চেয়ে থাক, পেতে পার তা' কেমনভাবে?
৮৩। পালক-পোষ্য অধঃপতিত কখন?
৮৪। জীবনসম্বেগ যা'র যেমন, বৈধানিক উপাদানের বিন্যাসও তা'র তেমন।
৮৫। পাওয়ার বিধি।
৮৬। আপ্ত করেছ কা'রে?
৮৭। দায়িত্বশীল স্বতঃ-কৃতজ্ঞতাবোধ না থাকলে জীবনে উন্নতি হ'তে পারে না।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

১৬০। প্রবৃত্তি-পীড়িত বোধ ভ্রান্ত।
১৬১। কলঙ্কিত কাম বিক্ষিপ্ত মনোবৃত্তির আমন্ত্রক।
১৬২। ভাবের ঘরে চালাকি বিভ্রান্তির স্রষ্টা।
১৬৩। ভাবের খাঁকতি যেমন, ব্যবহারের গলদও তেমন।
১৬৪। কর্ম্মে অমূর্ত্তভাব।
১৬৫। বিধ্বস্তি প্রতুল কোথায়?
১৬৬। কোন কিছুকে বিকৃত ক'রে দেখার কারণ।
১৬৭। আজগবীতে মশগুল হ'লে ঠকবেই।
১৬৮। উপস্থিত লাভকে অবজ্ঞা ক'রে ভবিষ্যতের কাল্পনিক লাভে বিভোর হ'লে—
১৬৯। নিশ্চিতকে ত্যাগ ক'রে অনিশ্চিতের পেছনে গেলে—
১৭০। বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিহারা উন্নতির প্রয়াস ভ্রান্তির।
১৭১। স্বভাব-গঠনে ধারণা ও কর্ম্ম।
১৭২। ভুল ধারণা তোমাকে যদি পেয়েই ব'সে থাকে।
১৭৩। ধারণ-পালন না করলে আধিপত্য আসে না।
১৭৪। লাঞ্ছিত আত্মীয়তা।
১৭৫। দায়িত্বহীন মমতা এবং আগ্রহহীন সেবা।
১৭৬। দাঁও পেয়ে মানুষের অন্তরকে চাপান দিলে—

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

১৭৭। স্বার্থবোধ ও বিবেচনা পরস্পর সঙ্গতিহারা হ'লে—
১৭৮। কা'রও স্বার্থ না হ'য়ে তা'কে শোষণ করার বৃত্তি তোমাকে অপলাপেই নিয়ে যাবে।
১৭৯। প্রকৃত আত্মীয়তা ও তা'র অপলাপ।
১৮০। ছেদ কখনো সত্তায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে না।
১৮১। বীজানুপাতিক প্রকৃতির পরিণয়ন।
১৮২। প্রকৃতির প্রকৃতি।
১৮৩। মানুষ যা'কে পছন্দ করে না তা'কে সইতে পারে না।
১৮৪। শ্রেয়নিদেশের উপেক্ষায় তুমিও উপেক্ষিত হবে।
১৮৫। মরণ-অভিযান এবং জীবন অভিযান।
১৮৬। বোধদীপ্ত দূরদৃষ্টির অভাবে।
১৮৭। বিদ্রূপাত্মক ভক্তি ও শক্তি এবং অলীক জ্ঞান ও ধ্যান।
১৮৮। ভজনহীন ভক্তি আর যোগ্যতাহীন শক্তি।
১৮৯। কৃষ্টি যেখানে কেন্দ্রচ্যুত।
১৯০। মৃত্যু-প্রীতির পরিণাম।
১৯১। পারস্পরিকতায় একস্বার্থী নয় যে-জাতি।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

১৯২। বেষ্টনীর দৃঢ়তার উপরই নির্ভর করে কেন্দ্রের স্থায়িত্ব।

১৯৩। প্রিয়হারা জীবন মরুভূমিতুল্য।

১৯৪। শ্রেয়কে অবজ্ঞা বা অপমান করা মানে—

১৯৫। সত্তাপোষণী বনাম প্রবৃত্তিপোষণী—

১৯৬। পর্য্যায়ী চলনকে অবজ্ঞা করলে—

১৯৭। পাপ পরাক্রান্ত কোথায়?

১৯৮। আগ্রহ নিগ্রহেরই আমন্ত্রক কখন?

১৯৯। চালাকী ক'রে সৎ কিছু গড়া যায় না।

২০০। বিবর্ত্তন বনাম অপবর্ত্তন।

২০১। প্রগতির প্ররোচনায় অপগতির পরিচর্য্যা।

২০২। ইষ্ট, কৃষ্টি ও সুজননঘাতী পরাক্রম ক্রূর ও বিধ্বংসী।

২০৩। আত্মঘাতী আদর্শ যখন মরণবীর্য্যী হ'য়ে ওঠে।

২০৪। কৃষ্টি-অপলাপী বীর্য্যবত্তা বা বীরত্বের ফল।

২০৫। সতে সংঘাত আনা মানেই অসৎকে আমন্ত্রণ করা।

২০৬। প্রেষ্ঠ-অনুচর্য্যা ও তাঁর মঙ্গললোলুপতা স্তিমিত যখন—

২০৭। মুখ্য ইষ্টার্থকেও গৌণ ক'রে তুললে—

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

২০৮। দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ বা কামক্রোধাদি প্রবৃত্তি যা' ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে অবলাঙ্ঘিত করে, তা' সর্ব্বনাশা।

২০৯। জীবনের নিপাত-অভিযান সুরু কখন?

২১০। শ্রদ্ধার পাত্রানুযায়ী জীবনের উৎক্রমণ বা অপক্রমণ।

২১১। কুৎসিত আশ্রয়ের পরিণাম।

২১২। শ্রেয়ানুরক্তিহীন জীবন দৈন্যপীড়িতই হ'য়ে থাকে।

২১৩। ইষ্টার্থ বা সংহতি-অপলাপী যে-কোন উত্তেজনা শয়তানেরই ক্রিয়া।

২১৪। ইষ্টার্থী কর্ম্মে শ্লথ হ'য়ে আত্ম-অভিসন্ধি-পূরণী চলনে।

২১৫। শ্রেয়নিষ্ঠ না হ'লে পাতিত্যের পরম অজ্ঞতায় পর্য্যবসিত হ'তেই হবে।

২১৬। শব্দ প্রীতিপ্রদ হয় কখন?

২১৭। জীবনে বৈচিত্র্যহীনতার ক্রিয়া।

২১৮। ছুটির প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

২১৯। ছুটি বা কর্ম্মবিরতি নির্দ্ধারণে লক্ষ্যণীয়।

২২০। প্রত্যক্ষ দর্শনও ভ্রান্ত হয় কখন?

২২১। উত্তর যেখানে সহজ ও স্বচ্ছ নয়।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

২৫১। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে ভেদ-সংশোধক, সত্তাপোষণী ক'রে তোল।

২৫২। গণহিতী অসৎকর্ম্ম বা মিথ্যা—ধর্ম্মদই।

২৫৩। মানুষের বান্ধব হবে কিসে?

২৫৪। অভিব্যক্তিই অন্তরের পরিচয়।

২৫৫। অযথা প্রশংসা বরং ভাল, কিন্তু যথানিন্দা কখনই নয়।

২৫৬। ইষ্টার্থব্যত্যয়ী যে-কোন গুণই তোমার ও তোমার পরিবেশের পক্ষে সর্ব্বনাশা।

২৫৭। তোমার গুণদীপনা যদি অশ্রেয় বা শ্রেয়চর্য্যায় নিরত থাকে।

২৫৮। প্রবৃত্তিচাহিদা অথবা ইষ্টার্থপরায়ণতা নিয়ে কোন পদে নির্ব্বাচিত হ'লে—

২৫৯। 'মন্বন্তর' কথার তাৎপর্য্য।

২৬০। বিকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যহারা চলন জন ও জাতিকে নিঃশেষ ক'রে চলে।

২৬১। সুকেন্দ্রিক হ'য়ে মানসিক অন্ধতা ও ক্লীবত্বকে অতিক্রম না করলে বিকৃত বোধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে হবে।

২৬২। মানুষকে কর্ম্মঠ ক'রে তুলতে হ'লে—

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

২৬৩। চিরন্তন সত্যকে আশ্রয় ক'রে চলাই সঙ্গত— বৈশিষ্ট্যানুপাতিক প্রয়োগে।

২৬৪। কোন বিষয়ে বাস্তবতা নির্ণয় করতে হ'লে—

২৬৫। সম্ভাবনার সম্ভব কখন?

২৬৬। দৈবের পোষণ ও নিয়ন্ত্রণে পুরুষকার।

২৬৭। যোগ্যতায় চাপ।

২৬৮। প্রয়োজনীয় কে কত?

২৬৯। সম্বেগ বিক্রমী হয় কখন?

২৭০। ইহকালের করাই পরকালের গতিকে নির্দ্ধারিত করবে।

২৭১। উচ্ছৃঙ্খল সমালোচনায় সত্যকে নাকচ করায় প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া।

২৭২। প্রত্যয় প্রাঞ্জল যেখানে।

২৭৩। প্রত্যয় বাস্তব সঙ্গতিপূর্ণ যেখানে।

২৭৪। কৃতি-দীপনাহারা প্রত্যয়, নিষ্ঠা ও বিশ্বাস।

২৭৫। অবিশ্বস্ততায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে যতই।

২৭৬। ছদ্মবেশী বিশ্বস্ততা।

২৭৭। ইষ্টনিবদ্ধ বিশ্বস্তি না থাকলে—

২৭৮। ঈশ্বর ও প্রেরিতে অনুরাগ এবং প্রবৃত্তি-অভিভূত আবেগ।

২৭৯। সুনিষ্ঠাই স্বাতন্ত্র্যের স্রষ্টা।

২৮০। বিজ্ঞতার ছদ্মবেশে অজ্ঞতা।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৩১১। 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'।
৩১২। সম্মানিত হওয়ার তুক।
৩১৩। গুরুজনের শাসনে দুঃখিত না হ'য়ে পরিশুদ্ধি-তৎপর যা'রা, তা'রা উন্নতিই লাভ ক'রে থাকে।
৩১৪। বিগত যা', তার পুনরাবৃত্তি ভাল কোথায়?
৩১৫। ভগবদ্বাণী কে কেমনভাবে বোঝে?
৩১৬। নীতি-অবজ্ঞায়।
৩১৭। পুরস্কার হতভম্ব কোথায়?
৩১৮। অভ্যুদয়ে অভাবের স্থান।
৩১৯। লম্বা ওয়াদায় প্রতিশ্রুতি ব্যর্থই হয় প্রায়শঃ।
৩২০। অকারণ দোষদর্শী হ'লে নিজেই দুষ্ট হবে।
৩২১। যে-কোন মোহই নিজেকে শ্রেষ্ঠে আত্মোৎসর্গ করার অন্তরায়।
৩২২। অশুদ্ধ সংকল্প।
৩২৩। ইহলোকের কৃতকার্য্যতাই পরলোকের কৃতার্থ জীবনের আমন্ত্রক।
৩২৪। সত্তা চায় প্রীতিকর যা' তা'কে আঁকড়ে ধরতে, আর অপ্রীতিকর যা' তা'কে নিরোধ করতে—
৩২৫। যা'ই কিছু দেখ, শোন বা কর তা' যেন সত্তাপোষণী হয়, নতুবা পয়মাল অবশ্যম্ভাবী।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৩২৬। তোমার সহানুভূতি যদি সক্রিয় না হয়।
৩২৭। মানুষের প্রতি অনুকম্পাশীল না হ'য়ে যদি শুধু শাস্তা হও।
৩২৮। তোমার সত্তা যদি আত্মসুখপ্ররোচনায় সঙ্কুচিত হ'য়ে চলে।
৩২৯। বহুগুণের সমাবেশ সত্ত্বেও সুকেন্দ্রিক না হ'লে তা' বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তিরই আমন্ত্রক।
৩৩০। যে-কোন মতবাদকেই কল্যাণসৌষ্ঠবসম্পন্ন ক'রে তুলতে হ'লে—
৩৩১। অলস সমর্থন।
৩৩২। তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আচার-ব্যবহারও যদি অন্যের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত করে, তবে তা' উভয়ের পক্ষেই ক্ষয়িষ্ণু।
৩৩৩। বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী শ্রেয়নিষ্ঠা বাদ দিয়ে যে ধর্ম্ম বা নীতিই অনুসরণ কর না কেন, তা' কৃতঘ্নী।
৩৩৪। যোগ্যতাহীন পদ, পদবী ও প্রতিষ্ঠা।
৩৩৫। সত্তাপোষণী চলন ও প্রবৃত্তি-অভিভূত চলন।
৩৩৬। ইষ্টার্থে আহরণ-তৎপর না হ'লে—
৩৩৭। ইষ্টার্থী আহরণে অবসন্ন যে।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৩৬৭। তোমার ধারণ ও পালন যেখানে যেমন, আধিপত্যও সেখানে তেমন।

৩৬৮। ভজনা যেমন, ভাগ্যও তেমন।

৩৬৯। মাতা ও মাতৃভাষা।

৩৭০। কেন্দ্রায়িত যেমন, ব্যক্তিত্বও তেমন।

৩৭১। সুকেন্দ্রিক আগ্রহাকুল অনুশীলনাই যোগ্যতার উদ্দীপক।

৩৭২। কোন্ দলন শ্রেয়-আমন্ত্রক।

৩৭৩। শ্রেয়নিদেশ যতই পালন করবে অন্যেও তোমার নিদেশ তত পালন করবে।

৩৭৪। জীবনের অবসাদ এড়িয়ে চলার তুক।

৩৭৫। শ্রেয় লাভের ভিত্তি।

৩৭৬। শ্রেয়ানুরক্তিও যেমন, তপশ্চারণও তেমন।

৩৭৭। শ্রেয়ানুগ চলনে কী প্রয়োজন?

৩৭৮। আবর্জ্জনার শ্রেয়-বিনায়নায় মানুষ প্রসাদ-প্রবর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে।

৩৭৯। ইষ্টনিদেশের অপরিপালনে দুর্ব্বিপাকের সমাগম।

৩৮০। শ্রেয়কে জীবনে মুখ্য করলে ও না করলে।

৩৮১। আধিভৌতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গতিশীল চলনেই উন্নতি।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৩৮২। আশীর্ব্বাদ সাফল্যমণ্ডিত হয় কখন?

৩৮৩। সার্থক প্রস্বস্তিবাদ।

৩৮৪। বর সার্থক হ'য়ে ওঠে কখন?

৩৮৫। শ্রদ্ধা খোঁজে যোগ্যতার কসরৎ, আর ভয় খোঁজে রেহাই পাবার ফুরসৎ।

৩৮৬। পোষক যিনি, তিনি শাসকও বটেন।

৩৮৭। অসৎ-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হ'লেও সাধুগণ পূজিতই হ'য়ে থাকেন।

৩৮৮। সুকেন্দ্রিক অন্তরাসী অভ্যাস মানুষের স্মৃতিকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে।

৩৮৯। যার যেমন অনুবর্ত্তী হবে, তোমার প্রাপ্তিও হবে তেমন।

৩৯০। ভোগ দুর্ভোগ না হ'য়ে স্বর্গীয় কখন?

৩৯১। সুবিধা-অসুবিধা, শ্রম বা উপভোগ, ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের কখন?

৩৯২। অযথা আরামপ্রিয়তা ও শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী ক্লেশসুখপ্রিয়তা।

৩৯৩। যোগন-দীপনা ও মিশ্রণী মিলন।

৩৯৪। আলম্বন যেমন, জীবনের স্ফুরণও তেমন।

৩৯৫। কেমন অভিমান ভাল?

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৩৯৬। প্রাজ্ঞদের করায় কমতি হ'তে পারে কিন্তু ভ্রান্তি হয় না।
৩৯৭। অনিবার্য্য আকর্ষণ-অনুযায়ী জীবন।
৩৯৮। বলের মাপ কি কি?
৩৯৯। বলী হওয়ার তুক।
৪০০। শান্তি-সংস্থাপক ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করে।
৪০১। শান্তিও আনন্দের কোথায়?
৪০২। শান্তি কোথায়?
৪০৩। অন্যকে স্বস্তি-প্রসন্ন রেখে নিজের স্বস্তির পথে চললেই শান্তি আসবে।
৪০৪। বিষয়, ব্যাপার ও বাক্যকে সুসঙ্গত করতে হ'লে কী চাই।
৪০৫। সুকেন্দ্রিক সক্রিয় অনুসন্ধিৎসা মানুষকে বিবর্দ্ধনের দিকে নিয়ে যায়।
৪০৬। জীবনের যোগাবেগ শ্লথ-বিকেন্দ্রিক হ'লে—
৪০৭। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে তোমার সম্বন্ধ।
৪০৮। ঈশ্বর-অনুশাসন অবজ্ঞা ক'রে শুধু তত্ত্বকথায় কা'রো হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না।
৪০৯। ঈশ্বরনিদেশ অবজ্ঞা ক'রে আত্মপক্ষ-সমর্থন করলে—

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৪১০। ঈশ্বরকে যা' দেবে যেমন, পাবেও তুমি তা' তেমন।
৪১১। 'ঈশ্বর কল্পতরু' কথার তাৎপর্য্য।
৪১২। পাওয়ার পথ।
৪১৩। তুমি ঈশ্বরে যেমন, ঈশ্বরও তোমার প্রতি তেমন।
৪১৪। দুনিয়া ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র হ'লেও শয়তান ছাড়া নয় কিন্তু।
৪১৫। বিবর্ত্তন ও অধোবর্ত্তন মানুষের হাতে। যদি শ্রেয় চাও, ঈশ্বরানুরাগী হ'য়ে বিবর্ত্তিত হও।
৪১৬। ইষ্টনিদেশ-পালনে গ্রহ-নিগ্রহ থেকে রেহাই।
৪১৭। পূরয়মাণ-প্রিয়কে কেন্দ্র না ক'রে তাঁর প্রেমিককে জীবনে মুখ্য ক'রে তুললে—
৪১৮। মহতের অনুচর্য্যায় যে যত সক্রিয়, মহামানবত্বও তা'তে তত জাগ্রত।
৪১৯। শ্রেয়ের কোন অবদানকে অবজ্ঞা করলে—
৪২০। শ্রেয়ের প্রতি যতই মিথ্যাচারী ও স্বার্থ-প্রত্যাশী হ'য়ে চলবে।
৪২১। আচার্য্যনিদেশ তাচ্ছিল্য করলে—
৪২২। ভক্তি, বোধি, ধারণাবিভূতি ও স্বার্থগৃধ্নুতা।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৪২৩। সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতা যেমন, জীবনের গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য তেমন।

৪২৪। ব্যক্তিত্বের বর্দ্ধনায় শক্তি ও ক্ষমতা।

৪২৫। শ্রেয় ও শাতন-সম্বেগ।

৪২৬। জীবনে ইষ্টকে সর্ব্বতোভাবে মুখ্য ক'রে না তুললে শান্তি সুদূরপরাহত।

৪২৭। প্রবৃত্তির সাড়ায় নিয়তির ক্রূর হাসি, আর ইষ্টসাড়ায় প্রকৃতির স্নেহচুম্বন।

৪২৮। শয়তান ঈশ্বরের কাছে অবনত হয় কখন?

৪২৯। সুকেন্দ্রিক সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের অন্বিত সঙ্গতির ভিতর-দিয়েই মানুষ বড় হ'য়ে ওঠে।

৪৩০। অভাব ও অশান্তি কা'দের ও তা' থেকে উদ্ধারের উপায়।

৪৩১। ভ্রান্ত-ভ্রষ্টদেরও বাঁচার পথ।

৪৩২। নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিমুখিনতা বনাম ইষ্টানুগ সত্তামুখিনতা।

৪৩৩। নিজেকে খরচ না ক'রে যদি পাও, সে-পাওয়া মিষ্টি লাগবে না।

৪৩৪। তোমার শ্রদ্ধাকেন্দ্র যিনি, তাঁর প্রতি নিন্দা বা অবহেলাকে যদি উপযুক্তভাবে নিরোধ না কর।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৪৩৫। শ্রদ্ধাশীলতা, নৈতিক বন্ধনপ্রিয়তা, ধর্মভীরুতা ও ঈশ্বরানতি—এদের কোন একটা যখন মানুষকে ত্যাগ করে।

৪৩৬। অনুতাপ কখন তোমাকে ঈশ্বরের ক্ষমার অধিকারী ক'রে তুলবে।

৪৩৭। পূরয়মাণ মহাপুরুষ ও তৎস্বার্থীবেষ্টনী জগৎকে উন্নতিমুখী ক'রে তোলেন।

৪৩৮। প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণে।

৪৩৯। শ্রেয়ের ভর্ৎসনায় ও তোমার শ্রেয়ের অবদলনে তুমি।

৪৪০। শ্রেয়-অনুজ্ঞা অবহেলা ক'রে নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির মানসে চললে—

৪৪১। শ্রেয়ের ভর্ৎসনা তোমার পক্ষে গ্রহদোষ-অপসারক কখন?

৪৪২। চাওয়ার বিধিকে অবহেলা করলে সার্থকতার বদলে ব্যর্থতাই আসে।

৪৪৩। সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা না হ'য়ে বৈধী নিয়ন্ত্রণায় বিবাহাদি না কর যদি—

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৪৪৪। শ্রেয়ের আধিপত্যকে যদি স্বীকার না ক'রে চল।

৪৪৫। শ্রেয়কে আপনার ক'রে নিলে ও অশ্রেয়কে আঁকড়ে ধরলে—

৪৪৬। কা'রও কাছে বাধ্যবাধকতায় প্রিয়পরমের স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয় না।

৪৪৭। 'যাদৃশী-ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৪৪৮। সংকল্প ও প্রতিজ্ঞায় লক্ষণীয়।

৪৪৯। কল্যাণী চলনে বিক্ষেপের উদ্ভব ও তা' নিরাকরণের উপায়।

৪৫০। আশ্রয়কে পোষণ না ক'রে শোষণ করে যা'রা, তা'রা শাতনপন্থী অকৃতজ্ঞ।

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

প্রথম পংক্তি — বাণী-সংখ্যা

অ

প্রথম পংক্তি **বাণী-সংখ্যা**

ঈ

উ

এ

প্রথম পংক্তি বাণী-সংখ্যা

প্রথম পংক্তি | বাণী-সংখ্যা

প্রথম পংক্তি | বাণী-সংখ্যা

প্রথম পংক্তি বাণী-সংখ্যা

ধ

ন

প

প্রথম পংক্তি		বাণী-সংখ্যা
পুরুষের পৌরুষ-সম্বেগ যতই	...	১২৩
পূরয়মাণ-ইষ্টানুধ্যায়ী তদর্থী তপশ্চরণে	...	৩৫৪
পূরয়মাণ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ যাঁ'রা	...	৪৩৭
পূরয়মাণ প্রিয় যিনি	...	৪১৭
পূরয়মাণ শ্রেয় হ'তে বিকেন্দ্রিক ও বিচ্যুত হওয়ার চাইতে	...	৩৫৩
পেলেই স্ফূর্ত্তি হ'য়ে উঠলো	...	৮০
পোষ্য যদি পালকের উপচয়ী হ'য়ে না ওঠে	...	৮৩
প্রকৃতি যেমন মমতাশীলা, তেমনি ক্রূরও	...	১৮২
প্রগতির প্ররোচনায় যা'রা অপগতিরই পরিচর্য্যা করে	...	২০১
প্রত্যক্ষ দর্শন বা বহুদর্শিতা যেখানে সক্রিয়তায় প্রস্তুতির প্রেরণা যোগায় না	...	১০৭
প্রত্যয় আছে, নিষ্ঠা আছে	...	২৭৪
প্রত্যয় যেখানে প্রাঞ্জল	...	২৭২
প্রত্যয় যেখানে যেমন বাস্তব	...	২৭৩
প্রবণতা যা'র যেমন	...	২৮২
প্রবৃত্তি-অনুকম্পিত অযথা বা মিথ্যা ধারণায়	...	১৬৬
প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত বোধ ভ্রান্তিরই অভিভাবক	...	১৬০
প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী মনোবিকার	...	৩৪৭
প্রয়োজন যখন জীবন-চলনাকে ব্যাহত ক'রে	...	৬৪
প্রয়োজন যেখানে সুকেন্দ্রিক ও প্রখর হ'য়ে ওঠে	...	৬৩
প্রয়োজনীয় সেই তত বেশী	...	২৬৮
প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠবে যা'র যেমনতর	...	২৩৩
প্রস্তুতি যা'দের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর	...	১৪৩
প্রস্বস্তিবাদ স্বস্তিকে আবাহন ক'রে থাকে তখনই	...	৩৮৩
প্রাজ্ঞদের ত্রুটি অর্থাৎ করায়	...	৩৯৬
প্রিয় বা প্রীতিকে পরিহার ক'রে	...	১৯৩
প্রীতি, পোষণ, শাসন—এই ত্রয়ী সঙ্গতির ভিতর-দিয়েই	...	২৩৪
প্রীতি-সন্দীপনায় অহৈতুক অনুবর্ত্তী দেখেও	...	২৪০
প্রেষ্ঠ-অনুচর্য্যা, তাঁ'র সঙ্গলোলুপতা	...	২০৬

প্রথম পংক্তি | বাণী-সংখ্যা

ব

প্রথম পংক্তি		বাণী-সংখ্যা

য

প্রথম পংক্তি — বাণী-সংখ্যা

প্রথম পংক্তি		বাণী-সংখ্যা
যা'রা শ্রেয়ে যুক্ত নয়কো	...	৪৩০
যা' সত্তাপোষণী	...	১৯৫
যিনি তোমার পোষক	...	৩৮৬
যে-অসুবিধা, শ্রম বা উপভোগ	...	৩৯১
যে-আগ্রহ পরিপূরণে তদর্থী কর্ম্মদীপনা নাই	...	১৯৮
যে-উত্তেজনা ইষ্টার্থপরিচর্য্যাকে	...	২১৩
যে-ঔদার্য্য জাহান্নমের পথ মুক্ত করে	...	১৩৭
যে-ঔদার্য্য বা সত্য সত্তা-বিধ্বংসী	...	২৯৮
যে-কথা ও ব্যবহারে মিলনের পরিবর্ত্তে দ্রোহের সৃষ্টি ক'রে থাকে	...	১৩০
যে-কর্ম্ম, কথা, আচার, ব্যবহার, ব্যাপার, বিষয় যা'ই হো'ক না কেন	...	৫০
যে-কলা বা সাহিত্যে বিপর্য্যয় আছে	...	৩০৬
যে-কোন বাদেরই আওতায় এসে বিধিকে অগ্রাহ্য ক'রে	...	১৪
যে-কোন বিপর্য্যয়ই আসুক না কেন	...	৩৫৬
যে-কোন শুভ-সঙ্কল্পই কর না কেন	...	৩৪৫
যে-ক্ষতি বা ক্ষয় খেসারতে আপূরিত না হয়	...	১১৪
যেখানে একঘেয়ে কাজ	...	২১৮
যেখানে কা'রও অভিভাবক বা শুভানুধ্যায়ী	...	২৩৮
যেখানে বিরহ, বৈরাগ্য বীর্য্যবান সেখানেই	...	১২৮
যে-খাদ্যই গ্রহণ কর না কেন	...	৩২৫
যে-জাতি একানুধ্যায়ী	...	১৯১
যে-জাতির ভিতর মরণ-কৃতিত্ব জলুস বিস্তার ক'রে চলে	...	১৯০
যে-জীবনে পূরয়মাণ শ্রেয়ার্থসন্দীপী	...	২১২
যে নিশ্চিতকে ত্যাগ ক'রে অনিশ্চিতের পিছনে যায়	...	১৬৯
যে-নৈতিকতা আত্ম ও আপ্তঘাতী	...	১১০
যে বা যা'ই সত্তাকে সঙ্কুচিত বা শঙ্কিত ক'রে তোলে	...	১০৩
যে বা যা'রা তোমার অনুকম্পা-উৎসারণী	...	২৪১
যে বিশ্বস্ততা বিশ্বাসঘাতকতায় রূপায়িত হ'য়ে ওঠে	...	২৭৬
যে-ব্যবস্থাতেই ব্যবস্থ হ'য়ে চল না কেন	...	৩০২

হ

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

	শব্দ	বাণী-সংখ্যা		শব্দার্থ
	অ			
১।	অতিক্রমী পরিবেদনা	... ৩০৬	=	অতিক্রম করার সম্যক্ জ্ঞান।
২।	অতিশায়িনী সম্বেগ	... ৩৫৭	=	তীব্রবেগে চলার সম্বেগ।
৩।	অধিস্রোতা	... ৪৪৮	=	স্রোতকে অধিকার ক'রে চলেছে যা'।
৪।	অনুকল্পী (নম্বরহীন প্রথম বাণী, পৃষ্ঠা ৭)		=	সৃষ্টির ধারা-অনুযায়ী।
৫।	অনুক্রমণা	... ৮৪	=	অনুসরণপূর্ব্বক চলন।
৬।	অনুচর্য্যিতা	... ২৩৯	=	সর্ব্বতোভাবে সেবা করা।
৭।	অনুধ্যায়িতা	... ৫৯	=	অনুচিন্তনযুক্ত চলন।
৮।	অনুপ্রভা	... ৩২৮	=	ব্যাপ্ত প্রভা।
৯।	অনুবর্ত্তী	... ২৪০	=	অনুসরণ ক'রে চলেছে যা'।
১০।	অনুবেক্ষণী	... ২৫৩	=	সম্যক্ দর্শন-যুক্ত।
১১।	অনুবেদনী অনুচর্য্যা	... ৩৮	=	প্রজ্ঞাদীপী চলন।
১২।	অনুলেখন	... ৩০৭	=	ছাপ, impression।
১৩।	অনুশায়িত	... ৪৪৭	=	ঝোঁকসম্পন্ন।
১৪।	অনুশ্রয়ী	... ৮২	=	আশ্রয়যুক্ত।
১৫।	অনুসৃজী প্রেরণা	... ১৩৫	=	অনুসরণপূর্ব্বক সৃষ্টি করার প্রেরণা।
১৬।	অনুসেবা	... ২৫৮	=	তদনুপাতিক সেবা, পালন ও পোষণ।
১৭।	অন্তঃক্রিয়া	... ৪৫	=	শরীর ও মনের সুসঙ্গত কর্ম।
১৮।	অন্তরাস	... ৩৫	=	আগ্রহ, interest।
১৯।	অপবর্ত্তনী	... ১৯৫	=	নিকৃষ্ট পথে চলৎশীল।
২০।	অপযৌক্তিক	... ৩০৮	=	অপকৃষ্ট যুক্তি-সম্পন্ন।
২১।	অপহত	... ২৬০	=	অপঘাতপ্রাপ্ত।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা		শব্দার্থ
২২। অভাব-বিজৃম্ভণ	... ৪২৬	=	অভাবের হাহাকার।
২৩। অভিদীপনা	... ৪০২	=	কোন বিশেষ অভিমুখের (দিকের) দীপ্তি।
২৪। অভিধায়না	... ৪০৩	=	তন্মুখী চলন।
২৫। অভিধ্যানী	(নম্বরহীন প্রথম বাণী, পৃষ্ঠা ৭)	=	এক অভিমুখী প্রগাঢ়চিন্তাসম্পন্ন।
২৬। অভিসন্ধিৎসা	... ৩৯৫	=	কোনদিকে সন্ধানী মনোবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে চলা।
২৭। অভিসারিণী	... ৩৫২	=	কোন-কিছুর অভিমুখে চলৎশীল।
২৮। অর্জ্জী	... ৩৫	=	অর্জ্জনশীল।
২৯। অর্থনা	... ২৭৩	=	কোন-কিছু প্রাপ্তির জন্য যত্ন।
৩০। অলোকজ্ঞ	... ১৪৯	=	লোককে (মানুষকে) না-জানা।
৩১। অসৎ-বীর্য্যী	... ২০২	=	অস্তিত্ববিরোধী প্রভাব-যুক্ত।
আ			
৩২। আক্রুদ্ধ	... ৪৫০	=	খুব বেশী ক্রুদ্ধ।
৩৩। আধায়নী আগ্রহ	... ৩৭১	=	সম্যক্‌প্রকারে অনুসরণ ক'রে চলার আগ্রহ।
৩৪। আপোষণা	... ৪৫০	=	সর্ব্বতোভাবে পোষণ।
৩৫। আবর্ত্তন-অভিদীপ্তি	(নম্বরহীন প্রথম বাণী, পৃষ্ঠা ৭)	=	ঘূর্ণায়মান প্রকাশ।
৩৬। আরুদ্র	(নম্বরহীন শেষ বাণী, পৃষ্ঠা ২১১)	=	সর্ব্বতোব্যাপী ভীষণ অথচ গম্ভীর।
ই			
৩৭। ইষ্টীতপা	... ৩৮	=	ইষ্টের তপস্যা নিয়ে চলে যা'।
ঈ			
৩৮। ঈশী-সম্বেগ	... ৩৮	=	ঈশ্বরীয় সম্বেগ।
৩৯। ঈশ্বর-অনুধায়িনী	... ৯৮	=	ঈশ্বরকে অনুধাবন ক'রে চলে যা'।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা		শব্দার্থ
উ			
৪০। উজ্জৃম্ভী (নম্বরহীন প্রথম বাণী, পৃষ্ঠা ৭)		=	ক্রমবিবর্ত্তনের পথে বিকাশশীল।
৪১। উৎক্রমণী	... ২৪২	=	উন্নতি-অভিমুখে এগিয়ে চলে যা'।
৪২। উৎসৃজনী	... ৩৭৮	=	বিবর্ত্তনের পথে উথলে তোলে যা'।
৪৩। উদ্দীপ্তি	... ৩৩১	=	উন্নতিমুখর প্রকাশ।
৪৪। উদ্বর্ত্তনী	... ৩৯৫	=	উন্নতির পথে থেকে চলছে যা'।
৪৫। উদ্বহনী সম্বেগ	... ১২৩	=	উন্নতির দিকে বহন করার সম্বেগ।
৪৬। উপপদী দূরদৃষ্টি	... ২৬৪	=	নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করার দৃষ্টি।
৪৭। উপাদান-সামান্য	... ৩৩০	=	Common factor।
৪৮। উপাশ্রয়	... ৪৫০	=	অবলম্বন।
ঊ			
৪৯। ঊর্জ্জনী	... ৪২৯	=	জীবনীশক্তি ও পরাক্রম-যুক্ত।
ঋ			
৫০। ঋজী-সম্বেগ	... ১১৭	=	Positive urge।
এ			
৫১। এক-শালিন্যে	... ২৬৫	=	একমুখী বিকাশে।
ক			
৫২। কল্লোদ্দীপী (নম্বরহীন প্রথম বাণী, পৃষ্ঠা ৭)		=	সৃষ্টির ধারাকে উদ্দীপ্ত করে যা'।
৫৩। কেন্দ্রায়ণী	... ৩৫৩	=	কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যায় যা'।
৫৪। কোষ-সঙ্গতি	... ৪৪৭	=	Cellular adjustment।
ক্ষ			
৫৫। ক্ষেমদর্ভী	... ৩৭২	=	কল্যাণকে গ্রথিত ক'রে তোলে যা'।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা		শব্দার্থ
গ			
৫৬। গণহিতী	... ১৩	=	জনগণের হিত (মঙ্গল) যা'তে হয়।
চ			
৫৭। চয়নী	... ৭৬	=	আহরণমুখর।
৫৮। চেতন-কণা	... ৩৪৩	=	চেতনাসমন্বিত যে-কণা বা অনুসমূহ।
জ			
৫৯। জড়োয়া	... ৩০১	=	জড়ানো-প্যাঁচানো।
৬০। জৃম্ভণ	... ৯৬	=	মুখব্যাদান।
৬১। জৈবী-সংস্থিতি	... ১৪	=	Biological make-up।
ত			
৬২। তড়িৎ-দীপনায়	... ৮২	=	দ্রুতগতিতে।
৬৩। তপোমান্	(নম্বরহীন শেষ বাণী, পৃষ্ঠা ২১২)	=	তপস্যাপরায়ণ।
৬৪। তালিমী	... ৩৯০	=	তালিমপ্রাপ্ত, শিক্ষিত।
দ			
৬৫। দর্শিতা	... ৮০	=	দর্শন, জ্ঞান।
৬৬। দান্ত	... ৩৭২	=	নিয়ন্ত্রিত।
৬৭। দীর্ণী	... ১২৩	=	দীর্ণকারী।
৬৮। দুঃস্থি	... ১৫৮	=	দুঃখে থাকা।
৬৯। দ্বিজাধিকরণ	... ১২১	=	Religious community।
৭০। দ্রোহ-মোচী	... ৪০০	=	হিংসামোচনকারী।
ধ			
৭১। ধীরজ	... ১৯৫	=	মন্থরগতিসম্পন্ন।
৭২। ধুক্ষা	... ১১২	=	পীড়ন।
ন			
৭৩। নন্দনা	... ৮৯	=	আনন্দদায়ক চলন।
৭৪। নাদ-নিক্বণে	(নম্বরহীন শেষ বাণী, পৃষ্ঠা ২১১)	=	শব্দঝঙ্কারে।
৭৫। নিদাহ	... ২২৫	=	অতিশয় জ্বালা।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা		শব্দার্থ
৭৬। নিবর্ত্তনা	... ৪৪৯	=	নিবৃত্ত হওয়া, পিছিয়ে পড়া।
৭৭। নিবাহ-নিবদ্ধ	... ১২১	=	নিকৃষ্ট বিবাহে আবদ্ধ।
৭৮। নিরয়ণ	... ৩০৩	=	নিশ্চিহ্নকরণ।
৭৯। নিষ্কেন্দ্রিক	... ১৬৫	=	কেন্দ্রহীন।
৮০। নিষ্পন্নীপ্রবণ	... ৪৪৩	=	নিষ্পাদন করার ঝোঁকসম্পন্ন।
প			
৮১। পরাভূতি	... ১৫৪	=	পরাভব, পরাজয়।
৮২। পরিণয়ন	... ১৮১	=	ক্রমবর্দ্ধমান পরিণতি।
৮৩। পরিপ্রবণ	... ১৪৭	=	উন্মুখ।
৮৪। পরিপ্রেক্ষণী	... ২৬৩	=	সম্যক্ দর্শন-যুক্ত।
৮৫। পরিবেক্ষণী	... ২৬৩	=	সর্ব্বতোমুখী দর্শন আছে যা'র মধ্যে।
৮৬। পরিবেদনা	... ৮৫	=	সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান।
৮৭। পরিভৃতি	(নম্বরহীন প্রথম বাণী, পৃষ্ঠা ৭)	=	পরিপোষণ।
৮৮। পরিষেবনা	... ৭৭	=	সর্ব্বতোভাবে সেবা করা।
৮৯। পর্য্যায়ী চলন	... ১৯৬	=	পর পর যেমন চলনা হওয়া উচিত।
৯০। পোষণী	... ২৬৩	=	পোষণ, পালন ও বর্দ্ধনকারী।
৯১। প্রত্যয়ী	... ৩৩৪	=	কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের অভিমুখে নিয়ে চলে যা'।
ব			
৯২। বিকেন্দ্রী	... ৩১৭	=	কেন্দ্রহারা।
৯৩। বিদ্যুল্লোলতা	(নম্বরহীন প্রথম বাণী, পৃষ্ঠা ৭)	=	বিদ্যুতের মত চঞ্চলতা।
৯৪। বিধায়ন	... ৪৩৭	=	বিহিত ধারণপোষণের পথ।
৯৫। বিধি-উচ্ছ্রিত	... ১০	=	বিধি হ'তে উৎপন্ন।
৯৬। বিনায়ন	... ৩৮	=	বিশেষ পরিচালন।
৯৭। বিবর্ত্তন-অনুক্রমী	... ১৯৫	=	বিবর্ত্তনের পথকে অনুসরণ ক'রে চলে যা'।
৯৮। বিবাহকল্পী	... ১২৪	=	বিবাহের যোগ্য।
৯৯। বিবিদিষা	... ৪২১	=	জানার ইচ্ছা।

	শব্দ	বাণী-সংখ্যা		শব্দার্থ
১০০।	বিব্রতি	... ৪৩৫	=	ব্যতিব্যস্ত ভাব।
১০১।	বিমর্ষিত	... ৩২৮	=	বিষণ্ণ।
১০২।	বিষ-জৃম্ভী	... ২৩৯	=	বিষ উদ্‌গীরণ করে যা'।
১০৩।	বিস্ফোটন	(নম্বরহীন প্রথম বাণী, পৃষ্ঠা ৭)	=	বিশেষভাবে স্ফুটিত হওয়া।
১০৪।	বৃত্তি-অভিনিবেশ	... ৪৩৬	=	বৃত্তির প্রতি ঝোঁক।
১০৫।	বোধবীক্ষণী	... ২৬৪	=	বোধদৃষ্টিসম্পন্ন।
১০৬।	বোধায়নী	... ২৮	=	বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।
১০৭।	বোধিদীপা	... ৮৮	=	বোধির দ্বারা দীপ্ত।
১০৮।	বোধিবয়স	... ৪৪৩	=	মানসিক বিকাশের বিহিত সময়।
১০৯।	বোধি-বিজৃম্ভী	(নম্বরহীন শেষ বাণী, পৃষ্ঠা ২১১)	=	বোধিকে যা' বিকশিত ক'রে তোলে।
১১০।	ব্যাহতি	... ১১০	=	ব্যাঘাত।
	ভ			
১১১।	ভজন-লাস্য	... ৪৪৮	=	সেবা-উপভোগের আনন্দময় প্রকাশ।
১১২।	ভূয়োদর্শন	... ২২২	=	বহু কিছুর অভিজ্ঞতা।
	ম			
১১৩।	মনোমোহী	... ১৯৫	=	মনকে মোহিত করে যা'।
১১৪।	মন্ত্রণ-তাৎপর্য্যে	... ৩১২	=	সুকৌশলী কর্ম্মতৎপরতায়।
১১৫।	মরকোচ	... ৭৪	=	তুক।
১১৬।	মরণবীর্য্যী	... ২০৩	=	মরণের পথেই পরাক্রমশীল।
১১৭।	মায়িক	... ৪২৮	=	কৌশলী।
১১৮।	মিতিচলনে	(নম্বরহীন শেষ বাণী, পৃষ্ঠা ২১১)	=	পরিমাপিত চলনে।
১১৯।	মিশ্রণী মিলন	... ৩৯৩	=	পরস্পর মিশে যাওয়ার জন্য যে-মিলন।
	য			
১২০।	যমন-প্রবৃত্তি	... ১২৩	=	সংযত হওয়ার আগ্রহ।
১২১।	যোগদীপনা	... ১১২	=	যুক্ত হওয়ার আবেগদীপ্তি।
১২২।	যোগন-দীপনা	... ৩৯৩	=	যুক্ত হওয়ার আকুতি।

শব্দ	বাণী-সংখ্যা		শব্দার্থ
১২৩। যোগবাহী	... ৪৪৭	=	সংযোগ-সৃষ্টিকারী।
১২৪। যোগাবেগ	... ১০০	=	যুক্ত হওয়ার আবেগ।
র			
১২৫। রজঃ-অনুদীপনা	... ১২৩	=	রঞ্জিত করার আবেগ, Negative urge।
১২৬। রিষ্টি-বিধায়ক	... ৪৪১	=	অকল্যাণকারী।
ল			
১২৭। লসিত-দীপনায়	... ৪৪৮	=	মনোরম প্রকাশে।
১২৮। লাস্য-নন্দনা	... ৩৪৯	=	বিদীপ্ত বর্দ্ধনমুখর চলন।
শ			
১২৯। শাতন	... ৯৬	=	শয়তান।
১৩০। শারীর কোষ-বয়স	... ৪৪৩	=	Physical age।
১৩১। শাস্তা	... ৩২৭	=	শাসনকারী।
স			
১৩২। সংক্রমণী	... ১২০	=	সংক্রামিত ক'রে চলে যা'।
১৩৩। সংযন্তা	... ৪১৩	=	সংযমনকারী।
১৩৪। সংযমনী তাৎপর্য্যে	... ২৩৯	=	সংযত করার তৎপরতায়।
১৩৫। সংহিতি	... ৩৫২	=	সংযোগ।
১৩৬। সঙ্বাজি	... ১৫৪	=	সঙ্-এর মত ক'রে চলা।
১৩৭। সত্তানুধায়িনী	... ৩৮৪	=	সত্তাপথকে অনুসরণ ক'রে চলে যা'।
১৩৮। সত্তাহিত	... ২৫৮	=	সত্তাই যা'র অবলম্বন।
১৩৯। সৎ-সংশ্রয়ী	... ১২৩	=	সৎকে আশ্রয় ক'রে চলে যা'।
১৪০। সন্তরণ-সম্বেগ	... ২৬৫	=	জগতে স্রোতের মত চলছে যেসব ক্রিয়া বা বিষয়।
১৪১। সন্ধুক্ষিত	... ৪২৩	=	সর্ব্বতোভাবে ক্লিষ্ট।
১৪২। সম্বেদনী	... ২৩১	=	সমীচীন জ্ঞানের পথে নিয়ে যায় যা'।
১৪৩। সম্বোধি	... ১০৩	=	সম্যক্ বোধ বা জ্ঞান।

	শব্দ	বাণী-সংখ্যা		শব্দার্থ
১৪৪।	সাগরিকার গান	... ৩৫৭	=	সর্ব্বনাশের ডাক।
১৪৫।	সাত্বত	... ৭২	=	সত্তাসম্বন্ধীয়।
১৪৬।	সুকেন্দ্র-সংশ্রয়ী	... ৪২৫	=	সৎকেন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে চলে যা'।
১৪৭।	সুক্রিয়	... ৮২	=	সুষ্ঠু ক্রিয়াশীল।
১৪৮।	সুতপা	... ৩৫৬	=	সুচারু তপস্যাপরায়ণ।
১৪৯।	সুবীক্ষণী	... ২২১	=	সুষ্ঠু এবং সম্যক্ দর্শন-যুক্ত।
১৫০।	সৃজন-জৃম্ভণে	(নম্বরহীন প্রথম বাণী, পৃষ্ঠা ৭)	=	সৃষ্টির প্রকাশে।
১৫১।	সৌরত-সন্দীপনা	... ৪০৬	=	সত্তাগত সম্বেগের বিকাশ।
১৫২।	স্তিমনোন্মুখ	... ১২৩	=	নিভু-নিভু।
১৫৩।	স্ফুরণ-দীপনা	... ৩৯৪	=	বিকশিত করার শক্তিকেন্দ্র।
১৫৪।	স্বর্গ-অবধায়িত	... ৪০৩	=	স্বর্গকে নিশ্চিতভাবে ধারণ ক'রে আছে যা'।
	হ			
১৫৫।	হোমহোতা	... ২৪৯	=	যজ্ঞের আহ্বায়ক ও বিধায়ক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের গ্রন্থসমূহে যে-শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা' যেমন অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ, তেমনি তাদের গঠন-পারিপাট্য। প্রতিটি শব্দই বিশেষভাবে অনুধাবন ও অনুধ্যান-যোগ্য। আবার এদের প্রয়োগ-কৌশলও অতি চমৎকারী। অবশ্য একটি লিখনের সমস্ত বিষয়টা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে কেবল শব্দার্থের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। শব্দগুলির বিন্যাস ও পারস্পরিক সংযোজন-তাৎপর্য্যও সম্যক্ অবগত হওয়া দরকার—যা'র জন্য চাই একনিষ্ঠাপরায়ণ অভিনিবেশ। অবশ্য কিছু শব্দার্থের জ্ঞান কোন বাণীর সামগ্রিক অর্থ-বোধে নিশ্চয়ই সাহায্য করে। সেই বিবেচনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই 'বিধি-বিন্যাস' গ্রন্থেরও বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী দ্বিতীয় সংস্করণে বেশ কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

নিবেদক

সৎসঙ্গ, দেওঘর **শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**